ভূমিকা।

জেপান বিষয়ক প্রস্তাব লইয়া পৃথিবীর পশ্চি-
মাংশ নিবাসী লোকেরা গত দুই শত বৎসর
বহুল আন্দোলন করিয়াছিলেন, পোর্ত্তুগিস ওল-
ন্দাজ, ইংরাজ, রুষিয়, এবং আমেরিকান প্রভৃতি
লোকেরা তথায় বাণিজ্য সম্পর্ক করিতে বিস্তর
চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কোনং
জাতি বিস্তর ক্ষতি স্বীকার করিয়াছেন, বহু লো-
কের প্রাণ পর্য্যন্ত গিয়াছে, তথাপি কেহই কৃত
কার্য্য হইতে পারেন নাই। জেপানী দেশীয় লো-
কদের প্রাচীন রাজ নিয়ম এবং দেশাচার এমনি
কদর্য্য এবং কঠিন ছিল, যে চীন দেশ ভিন্ন অন্য
কোন লোকের সহিত তাহারা কোন প্রকার সং-

স্রব রাখিত না, এজন্য ইউরোপীয় ইতিহাস লেখ-কেরা জেপানের কোন বৃত্তান্ত লিখিবার সময়ে রহস্য করিয়া উহাকে (তপস্বীর আশ্রম রাজ্য) ব-লিয়া ডাকিতেন। যে দেশ অন্য দেশীয়দের সহিত কোন প্রকার সংস্রব রাখিতে চায় না, অবশ্যই তাহাতে কোন বিশেষ গূঢ়ত্ব আছে, এই বলিয়া লোকে তন্নিগূঢ় বৃত্তান্ত জানিতে সমধিক উৎ-সুক হয়। বিশেষ পৌর্ত্তুগিস, এবং ওলন্দা-জেরা প্রাণে হত এবং অপমানিত হইয়াও তথায় বিস্তর ধনোপার্জ্জন করিয়াছিল, ইহাতেই ইউ-রোপীয়, এবং আমেরিকান প্রধান প্রধান জাতির কটাক্ষ দৃষ্টি জেপানের প্রতি পড়ে, তাঁহারা যত্নের ক্রটী কেহই করেন নাই, কিন্তু উক্ত দুই শত বৎসর তাঁহাদের সকল চেষ্টাই বৃথা হইয়াছিল।

১৮৫৩ খৃঃ অব্দে কমোডোর পেরি নামা এক মহানুভব মহাশয় আমেরিকাখণ্ডের ইউনাইটেড-ষ্টেট্স হইতে জেপান যাত্রা করিয়া কৃতকার্য্য হন, ইউরোপীয় লোকদের জেপান বাণিজ্যের প্রথম সূত্র এই, ইহাঁরই প্রসাদে জেপানের নিগূঢ় বৃত্তান্ত জানা গিয়াছে। তিনি মধ্যে২ আমেরিকায় যে সকল বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, সে সমুদায় সময়ে২ সংবাদ পত্রে তথায় মুদ্রিত হয়। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে

ইংলণ্ডে ঐ সকল বিষয় সঙ্কলিত হইয়া জেপান প্রকাশ নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ হয়, পুস্তক খানি প্রকাশ হইবামাত্র বহু বিদ্যোৎসাহী লোক সমাদর পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করেন, অল্পদিনের মধ্যে সমূহ পুস্তক বিক্রয় হওয়াতে সঙ্কলয়িতা বিশেষরূপে উৎসাহ প্রাপ্ত হন। ঐ পুস্তকে সকল প্রস্তাব অপেক্ষ, আমেরিকানদিগের জেপান যাত্রা, তাহাদের ক্ষমতা এবং বুদ্ধি কৌশল দ্বারা দুঃসাধ্য সাধন করণাতুর কৃতকার্য্য হওন, জেপানীদিগের চরিত্র রীতি নীতি দেশাচার রাজশাসন ধর্ম্ম ও বিদ্যা, উদ্ভূৎপন্ন সামগ্রী এবং বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয় সকল বিশেষরূপ বর্ণিত আছে। জেপান নামা এই পুস্তকখানি ঐ জেপান প্রকাশের অধিকাংশ অনুবাদ, ইহার প্রথমভাগ কেবল অন্যান্য পুস্তক হইতে অনুবাদিত হইয়াছে। প্রায় তিন বৎসর হইল, অনুবাদক সমাজ এই পুস্তক খানি অনুবাদ করিয়া প্রস্তুত করিতে আমাকে আদেশ করেন, কিন্তু দেশীয় বিদ্যোৎসাহী লোকদিগের সাহায্য বিরহে গত বৎসর উক্ত সমাজ "স্কুলবুক" সোসাইটীর সহিত সংমিলিত হয়; তজ্জন্য মনঃক্ষোভ উৎসাহভঙ্গ এবং অপর নানা কারণ বশতঃ এতাবত কাল আমি সে কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারি নাই। এক্ষণে

যথা সাধ্য যত্ন করত পুস্তক খানি অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলাম। রচনা শক্তি তাদৃশ নাই. গ্রন্থকার বলিয়া লোক সমাজে পরিচয় দি এমন যোগ্য পাত্রও নহি, তবে বিদ্যোৎসাহী মহাশয়েরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক যদি এই পুস্তক খানি পাঠ করেন, যদি আমার রচনা তাঁহাদের মনোনীত হয়, ইউরোপে জেপান প্রকাশ যেরূপ গৃহীত হইয়াছে, মদ্রচিত জেপান সেরূপ না হউক, যদি তাহার দশাংশের একাংশও বিক্রয় হয়, তবে আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিব, এবং জেপানের ন্যায় চীনদেশের বৃত্তান্ত অচিরে প্রকাশ করিব।

সন ১৮৬৩ সাল
১০ সেপ্টেম্বর

শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায়

জেপান।

প্রথম অধ্যায়।

একদা ভারতবর্ষে বহুদিনের পরিচিত দুইজন সৈনিক পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, শিষ্টাচারের রীত্যনুক্রমে পরস্পর কোলাকোলি করিয়া এক জন অন্যজনকে কহিলেন, বন্ধো! প্রায় ষোড়শ বৎসর তোমার সহিত আমার সাক্ষাত নাই, তবে ভাল আছ তো? এখন জিজ্ঞাসা করি, চীন দেশে যুদ্ধের পর আমিতো পীড়া প্রযুক্ত দেশাগমন করিলাম, তোমরা তার পর কি করিলে? অপর ব্যক্তি কহিতে লাগিলেন, ভাই, তুমি প্রত্যাগমন করিলে চীনদিগের সহিত ইংলণ্ডীয়দের আর যুদ্ধ হয় নাই, সন্ধি হইয়াছিল, সন্ধি করিয়া চীন রাজ্যের পূর্ব্ববর্ত্তী টিণ্টসিন্ নগর হইতে আমরা শাঙ্গাই নগরে যাত্রা করিলাম। ফ্রান্স প্রভৃতি যে সকল দেশের মহাত্মারা আমাদিগকে সৈন্যদ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়কে আমি ধন্যবাদ করি, বহু সৈন্য একত্রীভূত না হইলে চীনের সম্রাট কখনই আমাদের বশবর্ত্তী হইতেন না। হায়! এই যুদ্ধে [illegible] সুখ হইয়াছে, কি ভ্রমণকারী কি বণিক কি ধর্ম্মপ্রচারক সকলেই এখন চীন দেশে যাইয়া স্ব২ অভিপ্রেত লাভ করিতে পারে, ইংলণ্ডীয় বাণিজ্য জাহাজ এখন চীন দেশের শুদ্ধ সমুদ্র তীরবর্ত্তী বন্দরের নিকট যায় না, নদী সহ-

কারে দেশের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত যাইয়া সুখে বাণিজ্য করে। চীন দেশের ইয়াংটস্ কাইন্ নদীটি বড় প্রশস্ত নদী, তাহার তীরবর্ত্তী ভূমি সকল সাতিশয় উর্ব্বরা. অগ্রে আমরা এভূমির বিষয় কিছুই জানিতাম না।

"চীন দেশীয় লোকেরা আমাদিগকে বড়ই ক্লেশ দিয়াছিল, আমরা তাহাদের অর্দ্ধেকের বিনাশ করিতে পারিলাম না, চীন দেশের প্রধান রাজকর্ম্মকারী মেণ্ডারীন্ দিগকে যদি শুল্কই দিতে হইল, তবে যুদ্ধ করিয়া লাভ হইল কি?" কলহ প্রিয় ইংলণ্ডীয় যোদ্ধা অদূরদর্শী লোকেরা যে এই কথা বলিয়া আক্ষেপ করে, তৎশ্রবণে আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। ইংলণ্ডের যে ধর্ম্ম, অন্যায় অত্যাচার কিছুই না করিয়া চীনদিগকে যখন আমরা বহু দণ্ড দিলাম, চির দিনের অভিলষিত যে বাণিজ্য কর্ম্ম তাহা সম্পূর্ণ লাভ করিলাম, তত্রস্থ রাজধানী পেকিনের অধীশ্বর আপন গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া যখন আমাদিগের প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। সেই বিষয়ে অবমানন স্বীকার করিয়া তিনি আমাদের সহিত সন্ধি করিলেন. সম্বাদ পত্রদ্বারা তাহা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল, তাহাতে কোন রাজ্য ব্রিটন্ দেশের সুরাগ বা বিরাগ করিলেন না. তবে ইহা অপেক্ষা আর সুখ কি? লোকের ... বর্ত্তী ... অন্যায়রূপে পরপ্রজা পীড়ন অথবা ... রাজ্য অপহরণ করা কি রাজ ধর্ম্ম হইতে পারে? তা, ভাই অনভিজ্ঞ অল্প বুদ্ধি লোকদিগের কথা শুনিয়া আমাদের তেজের হ্রাস কিছু মাত্র হয় নাই, কিন্তু তত্রস্থ উত্তাপ দ্বারা সম্পূর্ণ তেজোহ্রাস হইয়াছিল.

ঐ দুই সৈনিক পুরুষের মধ্যে এক জনের নাম

হেনেরি উড্ এবং অপর জনের নাম জন্ রিচার্ড্ ছিল, হেনরি উড কহিলেন বন্ধো! সে কি কথা? রিচার্ড্ কহিলেন, সুধীবর ' কথা আর কি, গ্রীষ্মকালে কলিকাতাকে ইংরাজেরা নরকা গ্রীষ্মের স্থান বোধ করে, কিন্তু শাঙ্গাই কলিকাতা অপেক্ষা সহস্রাংশে অপকৃষ্ট দুর্ভাগ্যবশতঃ শ্রাবণ মাসে আমরা শাঙ্গাই নগরে গিয়াছিলাম, মধ্যাহ্ন কালের কথা দূরে থাকুক, দিবা রাত্রির কোন ভাগেই আমরা একটুক নির্মল পরিষ্কৃত বায়ু পাইতাম না, পাখা ব্যজন করিতেং আমাদের হস্তে বেদনা হইত। কার্য্যবশতঃ, যদি কোন দিন বাহির হইতাম, তবে অসুখের আর পরিসীমা থাকিত না, ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া প্রাণ যায়ং করিতাম, আর এবার যদি ঈশ্বর রক্ষা করেন, তবে বহুকাল জীবিত থাকিব, মনেং এই চিন্তা করিয়া তরুগণের প্রতি অবলোকন করিতাম, কিন্তু কোন স্থানে পত্রসঞ্চালন হইতেছে এমন অনুভবই হইত না। জগৎপ্রাণের অভাবে প্রকৃতির সকল পদার্থই যেন প্রাণ যায় প্রাণ যায় করিয়া ক্রন্দন করিতেছে, ইহা আমাদের উপলব্ধ হইত। অধিক কি বলিব, প্রাকৃতিক পদার্থের আঘ্রাণ লওয়া যে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের প্রধান কর্ম্ম তাহা আমাদের শিথিল হইয়াছিল, কি রাত্রি কি দিবা যত কাল শাঙ্গাই নগরে ছিলাম গ্রীষ্ম প্রযুক্ত এক দিনও [illegible] সুখে নিদ্রা হয় নাই।

ভাল মন্দ দুইই বলিতে হয়, সুদ্ধ গ্রীষ্মে যে দুঃখ, তদ্ব্যতীত শাঙ্গাই অতি মনোহর স্থান, ভারতবর্ষের মধ্যে যেরূপ কলিকাতা, ইংলণ্ডের মধ্যে যেরূপ লিভর-

রিচার্ড সাহেব প্রত্যুত্তর করিলেন, বন্ধো ! হিন্দু প্রভৃতি যে সকল জাতি বাণিজ্য ব্যবসায়ের উৎকর্ষ বুঝে না, তাহাদের মুখে তোমার একথা শুনিতে [illegible] লাগে, যাহারা বুঝে তাহাদের বলা উচিত নহে, তুমি ইংরাজ হইয়া, কিরূপে এমন কথা বল ? আমাদিগের জন্ম স্থান ইংলণ্ড দেশ পূর্ব্বে কি ছিল, এবং এখন কি হইয়াছে, উহার ঈদৃশ শ্রীবৃদ্ধির মূল কারণ কি ? ইহা অনুসন্ধান করিতে গেলে কেবল বিস্তারিতরূপে বাণিজ্য ব্যাপারেই সমুদায় ঐশ্বর্য্যের মূল কারণ বলিতে হয়। বিজ্ঞান, শিল্প এবং বাণিজ্য ব্যাপারে প্রলিপ্ত না হইলে ইংরাজেরা কখন এত সভ্য এবং শ্রীমন্ত হইত না। বঙ্গ [illegible] দেশীয় লোক দিগকে আমরা যেরূপ বুদ্ধিমান ও গুণবান দেখিতেছি, দেশীয় কুৎসিত উপায় এবং কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের ন্যায় উহারা যদি এই তিন বিষয়ে প্রবৃত্ত হন, তবে অল্প দিনের মধ্যে উহারাই সর্ব্বাপেক্ষা [illegible] হইতে পারে; পরের অধীন ও পরের অনুগামী [illegible] কোন কালে কোন জাতি শ্রীমন্ত হইয়াছে ?

বলিতেছ, বাণিজ্য [illegible] কিছু লাভ হইল না, চিন নগর শাঙ্ঘাইতে বাণিজ্য করিয়া ইংরাজদের কি অল্প লাভ হইয়াছে ? ১৮৪২ [illegible] ১০ই জুন দিবসে ইংরাজেরা প্রথমে ঐ নগরে [illegible] বাণিজ্য আরম্ভ করে, এক্ষণে প্রায় ষোড়শ বৎসর হইল, প্রতি বৎসর তাহারা প্রায় ছয় কোটি মুদ্রা লাভ করিতেছে। ইংলণ্ডের লণ্ডন, লিভরপুল, এবরডিন এবং নিউইয়র্ক প্রভৃতি নগরের জাহাজ ব্যতীত, তথায় আরও অনেকানেক দে

ছোট কি বড়, সকল লোকেরই ইহা উত্তম উপলব্ধি আছে।

ইউরোপ এবং চীন দেশের নাবিকের মধ্যে অনেক প্রভেদ আমরা দেখিয়াছি; বড় বড় রসি টানা অতি প্রকাণ্ড মাস্তুল এবং পাইল তোলা, নঙ্গর করা, জাহাজ পরিষ্কার রাখা প্রভৃতি কঠিন পরিশ্রমসাধ্য কর্ম্ম ইহারা উভয়েই সম্পাদন করে বটে, কিন্তু চীন দেশীয় নাবিকগণ ইউরোপীয় নাবিক অপেক্ষা যে অধিকাংশে সহিষ্ণু এবং পরিশ্রমী ইহাতে কোন সংশয় নাই। ইহারা দিবা রাত্রি ঘোরতর পরিশ্রম করে, খাদ্যের মধ্যে কেবল শূকর মাংস কোন সময়ে, অন্ন এবং এক এক পিয়ালা চা খাইতে পায়, সামান্য মাদুরের শয়ন ... একটি বালিশ পর্য্যন্ত থাকে না; ঘোর নিদ্রায় অভিভূত আছে, এমন সময়ে যদি তাহাদিগের কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগকে ডাকে, তাহারা অমনি উঠিয়া তাহাদিগের অভিমত কর্ম্ম করে। তাহাদিগের বেতন অতি অল্প, সুতরাং অতি সামান্য অসূক্ষ্ম মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া তাহাদিগকে কাল যাপন করিতে হয়। বন্ধো! আমি সচক্ষে দেখিয়াছি, ঝড়, তুফান বিপদের সময়ে যে স্থলে ইংলণ্ডীয় সুশিক্ষিত নাবিকেরা ত্রাহি ত্রাহি শব্দ করিতে থাকে, সেস্থলে তাহারা কিছু মাত্র ভয় করে না, বরং তৎকালে ঘোরতর পরিশ্রম সাধ্য কর্ম্ম করিতে হয় বলিয়া উৎসাহে আহ্লাদ সূচক শব্দ করিতে থাকে। ... বিষয় এই, এতাদৃশ পরিশ্রমী লোকদিগের প্রতি তাহাদিগের কর্ত্তৃপক্ষ প্রধান নাবিকগণ সদ্ব্যবহার না করিয়া পশুবৎ নির্দয়াচরণ করে।

হেনরী উড কহিলেন, বন্ধো রিচার্ড! তুমি শাঙ্ঘা-

আমরাও বিদ্বেষ দয় প্রকাশ করিয়া তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলাম, সুতরাং তাহারা কৃতজ্ঞতা চিহ্ন স্বরূপ আমাদিগকে সেস্থানে বাণিজ্য করিতে আদেশ করিল। ইউরোপীয় দ্রব্য সামগ্রীতে দেশের অধিপতি এবং অমাত্যগণ এমনি প্রীত হইলেন যে প্রতিবৎসর কিউসিউ উপদ্বীপে এক এক বার পোর্ত্তুগীস জাহাজ প্রেরণ করণে আমাদিগের প্রতি সম্পূর্ণ অনুমতি হইল। ভারতবর্ষের নিকটবর্ত্তী গোয়া এবং মেকাউ উপদ্বীপে তৎকালে আমাদিগের বাণিজ্য কর্ম্ম হইত, তথা হইতে আমরা জেপানীয়দিগের ব্যবহারোপযুক্ত লোম ও পট্টবস্ত্র প্রভৃতি নানা প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রতিবৎসর পাঠাইতে লাগিলাম। তাহারা সানন্দচিত্তে তাহা গ্রহণ করিয়া তৎ পরিবর্ত্তে আমাদিগকে স্বর্ণ রৌপ্য এবং তাম্র দিতে লাগিল। শেষোক্ত ধাতুর প্রাদুর্ভাব জেপান দেশে অধিক, এ জন্য সকল ধাতু অপেক্ষা আমরা উহাই অধিক পরিমাণে পাইতাম"।

জেনরিউড কহিলেন, ভাই রিচার্ড! পূর্ব্বদেশীয় লোকদের ইতিহাস আন্দোলনে তোমার বিশেষানুরাগ দেখিতে পাই, আমি জানি পোর্ত্তুগীস লোকেরা প্রাচীন বণিক কিউসিউ উপদ্বীপে বাণিজ্য করিয়া তাহাদের কি রূপ উন্নতি হইল?

রিচার্ড কহিতে লাগিলেন, বন্ধুবর! [illegible] রোমীয় খৃষ্ট ধর্ম্মের [illegible] ছিল [illegible] তাহাদিগের [illegible] একটি প্রাদুর্ভাব [illegible] [illegible] অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের প্রতি জেপানীয়দের হিংসা ও দ্বেষ জন্মিয়াছিল। ১৫৬ খৃঃ অব্দে জেপান উপদ্বীপ পোর্ত্তুগিসদিগের দ্বারা প্রথম প্রকাশিত

হয়. ইহার ৭ বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে হেনসিরো নামা এক সদ্বংশজ যুবক জেপানি স্বদেশে কোন গুরুতর অপরাধে দুষিত হয়, পরে রাজদণ্ড হইতে বিমুক্ত হইবার কারণ ভারতবর্ষে পলায়ন করিয়া গোয়ানগরীর পোর্ত্তুগীস লোকদিগের আশ্রয় লয়। তথায় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী রোমীয় যাজকদিগের সহিত তাহার আলাপ পরিচয় হইলে তাহারা তাহাকে নানা কৌশলে স্বধর্ম্মাবলম্বী করে। সুচতুর বুদ্ধিমান্ হেনসিরো এইরূপে রোমীয় খৃষ্টধর্ম্ম মত অবলম্বন করিয়া পোর্ত্তুগীসদিগের বিশেষ বন্ধু হয়, জেপানীয়দিগের সহিত কিরূপে বাণিজ্য করিলে তাহাদের বিশেষ লাভ হইবে, তাহা তাহাদিগকে বলিয়া দেয়, এবং জেস্যুইট নামা রোমীয় খৃষ্টান যাজকদিগকে অনুরোধ করিয়া কহে, তোমরা যদি জেপানে যাইয়া খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার কর, তবে অনায়াসে বহু খ্রীষ্টান করিতে সমর্থ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

হেনসিরোর এই সন্দেশানুসারে পোর্ত্তুগীস লোকেরা নানাবিধ বাণিজ্য দ্রব্য এবং উপঢৌকনের সহিত জেপান উপদ্বীপে একখানি জাহাজ প্রেরণ করিল। সুচতুর যুবক জেপানী তাহাদের কর্ত্তা স্বরূপ হইয়া অনেকগুলি জেস্যুইট যাজককে সঙ্গে লওত স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইল। ঐ যাজকদিগের মধ্যে ফ্রানসিস জেভিয়ার নামা এক মহাপুরুষ ছিলেন, বিদ্যা বুদ্ধি অধ্যবসায় কোন বিষয়ে জেভিয়রের কোন ত্রুটি ছিলনা, খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারকদিগকে যে সকল মহদ্গুণে গুণান্বিত হইতে হয়, তাঁহার সে সকল গুণই ছিল। স্বধর্ম্মত্যাগী যুবক জেপানীকে সঙ্গে লইয়া তিনি বিশেষাগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন, তাঁহার উৎসাহ

মনোবাক্যে ইহারই সুযোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রজামাত্রেই রাজপ্রস্তাবে অনুমোদন করিল, তাহাতে পোর্ত্তুগীসদিগের জেপান উপদ্বীপে [illegible] যে প্রভুত্ব হইয়াছিল, সকলই ক্রমে শিথিল হইয়া [illegible]। ইহার কিছু দিন পরে আর একটি ঘটনা হয় তাহাতে পোর্ত্তুগীসদিগের পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বিষম বিপদ হইল।

লিস্বন পোর্ত্তুগ্যালের রাজধানী, পূর্ব্বদেশ হইতে এক খানি জাহাজ ঐ লিস্বনে যাইতেছিল, পথে ওলন্দাজেরা উহা জয় করিয়া স্বাধিকার করে, জাহাজের [illegible] উপরের মধ্যে তাহারা অনেক খান রাজবিশ্বাসঘাতক পত্র প্রাপ্ত হয়। মোরো নাম এক জন খৃষ্টান জেপানী স্বদেশের বিরুদ্ধে পোর্ত্তুগীস ভূপালকে ঐ [illegible] পত্র লিখিয়াছিল। ঐ মোরো রোমীয় খৃষ্ট ধর্ম্মের বিশেষ উৎসাহী, এবং জেপান বাসী পোর্ত্তুগীস বণিকদিগের এক জন প্রধান কর্ম্মচারী এবং বন্ধু ছিল। দুরাত্মা বিশ্বাসঘাতক স্বার্থপরবশ হইয়া এই ভাবে ঐ বিদেশী রাজাকে লিপি প্রেরণ করে, নৃপবর! আপনি যদি কিয়ৎ সঙ্খ্যক সৈন্য এবং জাহাজ পাঠাইয়া দেন, তবে অনায়াসেই জেপান উপদ্বীপ পোর্ত্তুগীস জাতির লব্ধ হইতে পারে। কি দেশী কি বিদেশী আমরা সমুদায় খৃষ্টান একবাক্য হইয়া এ বিষয়ের ষড় যন্ত্র করিতেছি, আপনি সাহায্য করিলেই কৃতকার্য্য হইতে পারিব, কোন সংশয় নাই।

ওলন্দাজেরা তৎকালে ধর্ম্ম এবং বাণিজ্য বিষয়ক বৈরভাব হেতু পোর্ত্তুগীস দিগের বিষম বিদ্বেষী ছিল। মোরোর রাজবিশ্বাস ঘাতক এই সকল পত্র প্রাপ্ত হইলে, তাহারা আর কাল বিলম্ব করিল না, জেপান গবর্ণমেণ্টে তা-

একেবারে পাঁচখানি জাহাজ পাঠা[illegible] নিয়ম আ-দমস নামা এক ব্যক্তি ঐ করেক [illegible] পথ দর্শক রক্ষক রূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন [illegible] অতি বুদ্ধিমান [illegible] লোক, ইংল[illegible] জাহাজ সকল যে [illegible] থাকিত, সেই স্থানের অনতি দূরে রচেস্টর নামক নগরে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, তাহাতে বাল্যকালাবধি দে-খিয়া শুনিয়া সামুদ্রিক [illegible] তাঁহার এক প্রকার অ-ভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। বিশেষ, আফ্রিকা খণ্ডীয় বারবে-রি নগরের বণিক [illegible] তিনি দ্বাদশ বৎসর নাবিকের কর্ম [illegible] ইহাতে তাঁহার অভিজ্ঞতা এবং [illegible] পাইয়াছিল। তিনি যে কর্মে নিযুক্ত হইলেন তাহার যে যথোপযুক্ত ব্যক্তি, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

মনুষ্য [illegible] ক্রিক কর্মে যতই বিজ্ঞ হউক, দৈবদুর্ঘটনা হই-লে ঐ [illegible] জ্ঞতা কোন প্রকারে রক্ষা করিতে পারে না। [illegible] পীড়া, ঝড় এবং তুফানে আদমসের অনেক নাবিক ও [illegible] সৈন্য মরিল, পূর্বোক্ত পাঁচখানি জাহাজের মধ্যে দুই খানি রহিল। তাঁহার শত্রুগণ তাঁহাকে হীনবল দেখিয়া পথে যুদ্ধ করত তাহার এক খানি লুঠিয়া লইল, অতএব আ-দমস নিজে যে জাহাজের কর্ণধার স্বরূপ ছিলেন, কেবল সেইখানি রক্ষা পাইল। এইসকল দুর্বিপাক বসতঃ সমুদ্রে তাঁহার দুই বৎসরকাল অতিবাহিত হইল, অনন্তর তিনি জে-পানের সন্নিকটবর্ত্তী কিউসিউ উপদ্বীপের রাজধানী বুঙ্গো নগরের বন্দরে উপস্থিত হইলেন। বুঙ্গোর রাজা বিশেষ সমাদর করিয়া তাঁহাদিগের সৎকারাদি করিলেন, সম্রা-টকে তাঁহাদিগের আগমন বৃত্তান্ত অবগত করিয়া রাজস্থান

[illegible]লের সাক্ষাতে আদমস এবং তদনুযায়ী লোকদিগকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া তাহাদের শারীরিক এবং বৈষয়িক ব্যাপারের ত[illegible] লইলেন। বিনাপরাধে তাহারা যে দুঃখ পাই[illegible] তজ্জন্য আন্তরিক ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন। তাহাদের যে সকল সামগ্রী জেপান গবর্ণমেণ্ট আত্মসাৎ করিয়াছিল, তাহা পুনঃপ্রদান করিলেন। রাজ প্রসাদে হতভাগ্য ওলন্দাজদিগের এমনি সৌভাগ্যলাভ হইল, যে তাহাদের আহারাচ্ছাদন শয়নোপবেশনের নিমিত্ত যে কোন সামগ্রীর প্রয়োজন, সে সকলই জেপান গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে অকাতরে দিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে ওলন্দাজেরা জেপানাধীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল "মহারাজ! জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া আমরা বহুদিন আসিয়াছি, স্ত্রী পুত্র কন্যাদিগের নিমিত্ত মন অতি বিষণ্ণ হইয়াছে, অনুমতি হয় তো স্বদেশে প্রত্যাগমন করি। ভূপাল ইহাতে সম্মত হইলেন না, আর দুই বৎসর কাল তাহাদিগকে জেপানে থাকিতে কহিলেন। কি করে রাজাজ্ঞার অন্যথা তাহাদিগকে সে স্থানে থাকিতে হইল, কিন্তু ইহাতে তাহারা অসুখী হইলে না। দিন দিন জেপানীয়দিগের সহিত তাহাদের আলাপ পরিচয় আহার ব্যবহার যত বাড়িতে লাগিল, ততই [illegible] পূর্ব্বাপেক্ষা আপনাদিগকে সুখী বোধ করিল। বুদ্ধিমান আদমস রাজ সংসর্গে নিরন্তর বাস করিতেন, তাঁহার জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতা এবং বাক্য নৈপুণ্যে ভূপাল ও অন্যান্য প্রধান অপ্রধান সকল রাজ কর্ম্ম-চারীই বশীভূত হইয়াছিলেন, তাহাতে ক্রমে ক্রমে তিনি প্রতি[illegible]

আমি পরিবারাদির সহিত সুখে কালযাপন পূর্ব্বক তাপিত প্রাণকে শীতল করিয়া পুনরায় প্রত্যাগমন করিব। নিষ্ঠুর সম্রাট ইহাতেও সম্মত হইলেন না, ইংলণ্ড হইতে আদমসকে জেপানে স্ত্রী পুত্র কন্যা আনিতে আজ্ঞা করিলেন। তদনুসারে হতভাগ্য আদমস আপনার সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিয়া একখানি পত্র তাঁহার প্রিয়তমা বনিতাকে, আর অপর একখানি তাঁহার পরমাত্মীয় একজন ইংরাজকে লিখিলেন বটে, কিন্তু দুই খানি পত্রের একখানিও তাঁহারা পান নাই, পাইলে অবশ্যই প্রত্যুত্তর আসিত। হায়! আদমসের মনক্ষোভের কিছু প্রতীকার হইল না। ১৬২৯ খৃ অব্দে তিনি বিংশতি বৎসর জেপানে থাকিয়া দেহ পরিত্যাগ করিলেন; মৃত্যুকালে তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন, প্রাণপ্রিয় পরিবারের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া যে প্রাণত্যাগ করিতে না পায় তাহার মৃত্যু অপেক্ষা অধিক দুঃখ, হা! প্রেয়সী, হা! সুতদান, হা! সুকুমার কুমার কুমারীগণ! আমি জন্মের মতন চলিলাম তোমাদের সহিত আর আমার সাক্ষাত হইল না, এই বলিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

ওলন্দাজদিগের প্রথম কুঠী ফিরাণ্ডো নামক একটী ক্ষুদ্র উপদ্বীপে সর্ব্বাগ্রে স্থাপিত হয়, তথায় অতি সামান্য রূপ বাণিজ্য কর্ম্ম চলিত। বাস্তবিক সকাই নগরীয় পোর্ত্তুগিজদিগের বাণিজ্য কুঠী ইহা অপেক্ষা অনেক উত্তম ছিল। পরস্পর বৈরভাব থাকাতে তাহারা রাজ সন্নিধানে পরস্পর পরস্পরের অনিষ্ট চেষ্টা করণে কিছু মাত্র ত্রুটী করিত না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, লোভ এবং অহঙ্কার দোষে পোর্ত্তুগিসেরা যখন জেপান উপদ্বীপ হইতে বহি-

[illegible]ত হয়, তখন ওলন্দাজেরা সে স্থানে ছিল, অতএব সময়ে [illegible] নির্যাতন হেতু তাহারা যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিল, সে সকলই সুসভ্য ইউরোপীয় নামের পক্ষে দোষাবহ তাহার কোন সন্দেহ নাই। তদ্যথা জেপানাধীশ্বর টাইকো পোর্ত্তুগিসদিগকে দূরীভূত করিলে, রোমীয় খৃষ্ট ধর্ম্ম মতাবলম্বী অনেক জেপানী লোক সে স্থানে বসতি করিতেছিল। সম্রাট কারাবরোধ হত্যা এবং দারুণ যন্ত্রণা প্রদান করিয়াও তাহাদিগকে খৃষ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইতে পারেন নাই। অতএব দৌরাত্ম্য ও তাড়না করিলে তাহারা রাজ বিদ্রোহী হইয়া সাইএ-সের নামে একটি ক্ষুদ্র উপদ্বীপে আশ্রয় লইয়াছিল, রাজ সৈন্যগণ তাহাদের দণ্ড বিধানের জন্য নানা চেষ্টা করিয়াছিল বটে, কিন্তু কিছুই করিতে পারে নাই, এবং যত চেষ্টা করিয়া বাড়াইলে তাহারা তাহাদের সকল উদ্যমই ব্যর্থ করিয়াছিল।

জেপানাধীশ্বর ইহাতে কুপিত হইয়া [illegible] ওলন্দাজদিগের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। কুকিবাক নামে এক ব্যক্তি জেপানে ওলন্দাজ কুঠীর কর্ত্তা স্বরূপ ছিলেন, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন না, রাজপ্রীতি লাভের জন্য তিনি কয়েকখান জাহাজে তোপ এবং সৈন্য লইয়া হতভাগ্য নিরাশ্রয়ী খ্রীষ্টানদের আশ্রয় নষ্ট করিতে চলিলেন। আত্ম রক্ষার্থ ঐ খ্রীষ্টানেরা সাধ-মবেরার চতুষ্পার্শ্বে যে ভিত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তোপের চোটে প্রথমে তিনি সেই ভিত্তি নষ্ট করিলেন। আত্ম সৈন্য এবং রাজ সৈন্য দ্বারা এক পক্ষ তাহাদিগের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিলেন, তাহাতে আহা-

উপদ্বীপের রাজার উপর এবং অপর একখানি জেপা-নের সম্রাটের উপর ছিল। জেপানীয় লোকদিগের পক্ষে যে সকল সামগ্রী অত্যাবশ্যক হইবে তদ্ব্যতীত অপর কোন বস্তু তিনি ঐ জাহাজে লইলেন না। দুইবৎসর সমুদ্রে থাকিয়া ১৬১৩ খৃঃ অব্দের জুনমাসে সেরিস ফিরণ্ড উপদ্বীপে উপস্থিত হন, ফিরণ্ডের রাজা বিশেষ আত্মীয়তা প্রকাশ করিয়া অধীন কর্ম্মচারি লোকদিগের দ্বারা সেরিসের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

উইলিয়ম আদমস তৎকালে জেডো রাজধানীতে ছিলেন। ফিরণ্ডতে উপস্থিত হইয়া সেরিস তাঁহাকে আপন আগমন বার্ত্তা জ্ঞাত করিলে, তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। বহুকালের পরিচিত উভ-য়ের বিদেশে সাক্ষাৎ হওয়াতে পরস্পরের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না, কোলাকোলি করিয়া তাঁহারা নানা প্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন। অনন্তর আদমস বন্ধুর সহিত কিয়দ্দিন সুখে কালযাপন করিয়া পরে সেরিস এবং অপর দশজন ইংরাজকে সঙ্গে লইয়া রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন। ইংলণ্ডীয়েরা জেপানে যেন সুখে বাণিজ্য করিতে পারে, সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করণের তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য এই, অতএব সেরিস রাজপ্রীতি লাভার্থ স্বদেশাধিপতির প্রেরিত উপঢৌকন এবং পত্র দুইখানি সঙ্গে লইলেন। প্রথমে তাঁহারা ফিরণ্ডের ভূপতির সহিত সাক্ষাৎ করি-লেন, রাজদণ্ড উপঢৌকন এবং পত্র প্রাপ্ত হইয়া তিনি সাতিশয় সন্তুষ্ট হওত সেরিসকে আপনার এক খানি অতি মনোহর বজরা দিলেন, পঞ্চাশ জন দাঁড়িতে ঐ

[illegible]রাখালি বাঁধিয়া [illegible] আদমস যে দেশের মহা- [illegible] ব্যক্তি তাঁহার [illegible] সেরিস অনেক আশ্চর্য্য বিষয় দেখিয়েন অনেক নূতন লোকের সহিত তাঁহার আলাপ [illegible] তিনি জেপানী- দিগের রীতি নীতি অনেক জানিতে পারিয়া সাতিশয় [illegible] হইলেন। জেডো ফিরও হইতে ৫০০ ক্রোশ দূর, অনেক দেখিয়া শুনিয়া যাইতে যাইতে তাঁহাদের এক সপ্তাহ বিলম্ব হইল। অনন্তর তাঁহারা রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইলে সম্রাট আপন সদগুণ প্রযুক্তই হউন, অথবা আদমসের অনুরোধেই হউক, তাঁহাদের বিশেষ অভ্যর্থনা করিলেন। সেরিস ইংলণ্ডীয় ভূপের পত্র এবং [illegible] ঢৌকনাদি প্রদান করিলে, তিনি সাদরে তাহা গ্রহণ করিয়া ইংরাজদিগকে কোনো বন্দরে [illegible] [illegible] দিলেন। পূর্ব্বে যেরূপ ওলন্দাজ এবং পোর্ত্তুগিসদের প্রথমাগমনে সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন ইংরাজদিগের সহিতও সেইরূপ সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

এ স্থলে বন্ধু উত! একটি কথা বলিতে হইল আমি যে সকল বৃত্তান্ত বলিয়াছি, তুমি পুর্ব্বাপর বিবে[illegible] করিয়া দেখ, জেপানীয়ের মন্দলোক নহে, দর্পপরতা ও বিষম লোভের বশবর্ত্তী হইয়া যদবধি পোর্ত্তুগিসেরা জেপানীদিগকে না বিরক্ত করিয়াছিল, তদবধি তাহারা কোন ইউরোপীয় জাতিকে অসম্মান ও অনাদর করে নাই। কি পোর্ত্তুগিস, কি ওলন্দাজ, কি ইংরাজ ইতি পূর্ব্বে যাহারা জেপানে গিয়াছিল, সকলকেই তাহারা সমাদরের সহিত সম্বর্দ্ধন করিয়াছিল। যদি বল এক জাতির অত্যাচার হেতু অপর ইউরোপীয়লোকের দোষ-

গুণ বিবেচনা না করিয়া তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করা জেপানদিগের অকর্ত্তব্য হইয়াছে। তা বটে কিন্তু ঘরপোড়া গরু সিঁন্দুরে বর্ণ মেঘ দেখিয়া ভয় পায়, এই সামান্য চলিত কথাটি স্মরণ করিতে হইবে। স্বাধীনতা রক্ষার্থ কে না যত্ন করে? বিশেষ রূপে উপকৃত এক ইউরোপীয় জাতি কৃতঘ্নতা প্রকাশ করিয়া যখন তাহাদিগের দেশ লইতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন অপর জাতিও অনায়াসে সেইরূপ করিতে পারে। কেবল এই মাত্র আশঙ্কায় ইউরোপীয়দের প্রতি জেপানীদের শ্রদ্ধা ভক্তি লোপ পাইয়াছিল, নতুবা কখনই এরূপ হইত না। বিশেষ রোমীয় কাথলিক যাজকের ধর্ম্ম প্রবোধক লোক, ধার্ম্মিকাভিমানী লোকে যখন গর্হিত কর্ম্ম করিল তখন অপর বিদেশীকে অনায়াসে তদ্রূপাচরণ করিতে পারিবে, এ সন্দেহও তাহাদিগের মনে দৃঢ় রূপে জন্মিয়াছিল।

ভবিষ্যতে ইংরাজদের কি হইবে তাহা বলা এক্ষণে আবশ্যক নহে। তাঁহারা রাজআজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া কিছু দিন জেপানের সর্ব্বত্র বাণিজ্য করিলেন, পরে ১৬১৬ খৃঃ অব্দে সম্রাট পূর্ব্ব নিয়মের কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া ফিরণ্ড উপদ্বীপে তাহাদিগকে চিরস্থায়ী বাণিজ্য কুঠী স্থাপন করিতে আদেশ করিলেন, তদনুসারে তাঁহারা তথায় বাণিজ্য করিয়া বিপুল অর্থলাভ করিতে লাগিলেন, কিছুদিন পরে সেরিসের ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করা প্রয়োজন হইলে, তিনি আপনার কর্ম্ম ভার রিচার্ড কোক্স নামা এক ব্যক্তির উপর অর্পণ করিয়া আর আটজন ইংরাজকে তদধীনে রাখিলেন। দুইজন জেপানী উকীল এবং আর দুইজন

সামান্য ভৃত্যও কুঠীতে নিযুক্ত রহিল। উক্ত আটজন ইংরাজের মধ্যে উইলিয়ম আদামস ছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই নিয়োগে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে যথেষ্ট বেতন দিতে লাগিলেন। ওলন্দাজ এবং ইংরাজ উভয় জাতি প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বী হওয়াতে, পরস্পর, ঐক্য ভাবে ফিরঙ্গীতে নির্ব্বিঘ্নে বাণিজ্য করিতে লাগিল। আর রোমান খৃষ্টান পোর্ত্তুগিসেরা প্রতিপক্ষে রহিল, ইহারা সাধ্যানুসারে অপর দুইজাতির অনিষ্ট সাধনে কিছুমাত্র ত্রুটি করিত না।

ইংরাজদিগের কুঠির কর্ত্তা কোক্স সাতিশয় বিনয়ী এবং ধর্ম্মশীল লোক ছিলেন, সদ্গুণ প্রভাবেই ছোট বড় সকলেই তাঁহার বশীভূত হইল, এই ক্ষমতাপ্রযুক্ত তিনি দুইবার জেডোতে যান, দুইবারই সম্রাট তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিয়া অতীব সন্তুষ্ট হয়েন। পরন্তু জেপান দেশে ইংরাজেরা যে সকল বাণিজ্য দ্রব্য লইয়াছিল, তাহা তদ্দেশীয় লোকদিগের পক্ষে যথোপযুক্ত না হওয়া প্রযুক্তই হউক, অথবা অন্য কোন কারণ বশতই হউক, বাণিজ্য কর্ম্মে তাহাদিগের বড় একটা উন্নতি হইল না। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি ফিরঙ্গ উপদ্বীপে যদিও চারিলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া অবশেষে বাণিজ্যাবরোধ করিতে হইল; ১৬২৩ খৃ অব্দে ইংরাজেরা তত্রস্থ কুঠী উঠাইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তাহাদিগের প্রতি কেহ কখন কোন বিষয়ে দোষারোপ করিতে পারে নাই, এজন্য বিচ্ছেদ হেতু প্রধান অপ্রধান সকল জেপানীই বড় অনুতাপ করিতে লাগিল। যাহা হউক

ইংরাজেরা আরও কিছুদিন থাকিলে, বোধ হয় জেপানের অবস্থা ভাল বই মন্দ হইত না, এবং তাহারা উহা পৃথিবীর সর্ব্বত্রে বাণিজ্য কর্ম্ম করিয়া প্রচুর অর্থলাভ করিতে পারিত। সুখের বিষয় এই, সহস্র সহস্র নিরপরাধী খৃষ্টানদিগের শোণিত পাতের দ্বারা জেপান যখন কলঙ্কিত হইয়াছিল, ইংরাজেরা তখন সেখানে থাকে নাই, তৎপূর্ব্বেই তাহাদিগের দেশাগমন হয়।

১৬৭৩ খৃ অব্দে পুনর্ব্বার ইংরাজেরা জেপানে বাণিজ্য করিবার আশায় চারিখানি অর্ণবপোত প্রেরণ করিয়াছিলেন, নেগাসেকাই ভিন্ন অন্য কোন স্থানে বিদেশীয় বণিকেরা তৎকালে বাণিজ্য করিতে পাইত না, অতএব ইংলণ্ডীয় জাহাজ প্রথমতঃ ঐ স্থানে উপস্থিত হইলে, পূর্ব্বে তাহারা যেরূপ অনুগৃহীত ও সমাদৃত হইয়াছিল, এবারে সেরূপ হইল না, তাহাদিগের কর্ম্ম সিদ্ধির আশা ব্যাঘাত হইল। এই যাত্রায় ইংরাজদিগের অকৃতকার্য্য হওনের অনেকে অনেক কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটী প্রধান কারণ এই পূর্ব্বে এমবয়না, সিয়াম, বটেভিয়া, মালোয়া, সিলোন এবং দক্ষীণ হিন্দুস্থানের পূর্ব্ব এবং পশ্চিম ভাগে পোর্ত্তুগিসদিগের অনেক বাণিজ্য কুঠী ছিল। কালক্রমে তাহাদিগের বল বীর্য্য এবং ক্ষমতা লোপ হইলে, ওলন্দাজেরা ঐ সকল স্থান অধিকার করিয়া, পূর্ব্বখণ্ডে অসীম ক্ষমতাপন্ন হয়, যাহাতে অপর লোকেরা তাহাদিগের সম্পর্কীয় কোনস্থানে বাণিজ্য করিতে না পারে, সাধ্যানুসারে নিয়ত তাহারা এই চেষ্টা করাতে, ইউরোপের কোন জন বণিক তাহাদিগের সমকক্ষ হইতে পারিত না

সুতরাং তাহাদিগের কার্য্য সিদ্ধির অনেক ব্যাঘাত হইত। ওলন্দাজদিগের শত্রুতা প্রযুক্তই হউক, অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, জেপানে বাণিজ্য করিতে না পাইয়া, ইংরাজেরা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল বটে, কিন্তু তন্মাত্র বণিক সম্প্রদায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাহার আর অন্য কোন উদ্যোগ করিলেন না। ইংলণ্ডদেশে তৎকালে প্রথম চার্লস রাজা ছিলেন, রাজ কার্য্যে তিনি বড় একটা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন না, বলিয়া প্রজা শাসন উত্তম রূপ করিতে পারেন নাই। একারণ, রাজা এবং রাজার প্রতি প্রজারা অসন্তুষ্ট হইয়া পরস্পর বিবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। দেশীয় বিরোধানল নির্ব্বাণ করিতে অনেক কাল ব্যয় নষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সমস্ত উদ্যোগ বিফল হইয়াছিল, কারণ দেশ এবং রাজ্যের শান্তি স্থির না হইলে বাণিজ্য কখনই কোন স্থানে সম্পূর্ণরূপে বিস্তৃত হয় না।

অনন্তর ১৬৭৩ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডীয় বণিক সম্প্রদায় পুনর্ব্বার জেপানে যাত্রা করণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে রাজ্যে বাণিজ্য বিস্তার হেতু তাহাদের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়, একারণ তদ্দেশীয় ভূপতি ও প্রধানদিগকে নানাবিধ দ্রব্য সামগ্রী দিয়া পাঠাইলেন। জাহাজ খানির নাম রিটর্ন, ফেলিসিমেন্ট নামে এক ব্যক্তি তাহার কর্ণধার রূপে নিযুক্ত হইলেন। জেপান বিষয়ে ফেলিসিমেন্ট যে সকল আশ্চর্য্য কথা লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্ন লিখিত তিনটি বিষয় বড়ই মনোযোগের যোগ্য, প্রথম জেপানীদিগের সতর্কতা ও পর্য্যবেক্ষণ, দ্বিতীয় বিদেশীয়

যেন ইংলণ্ডীয় বাণিজ্য জাহাজ জেপান পরিত্যাগ করে, কোন প্রকারে আর এদেশে যেন পুনরাগমন করে না। প্রধান রাজকর্ম্মচারীর এই পত্রখানি প্রাপ্ত হইয়া কেমিসেট বিপদে পড়িলেন, অনেক বিনতি করিয়া প্রত্যুত্তর লিখিলেন, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল দর্শিল না, নিরূমিত সময়ের মধ্যে অগত্যা তাঁহাকে সমস্ত বাণিজ্য দ্রব্যের সহিত প্রত্যাগমন করিতে হইল। তৎপরে ১৮[illegible] খৃষ্টাব্দে ফ্রেডরিক নামে একখানি জাহাজ কলিকাতা হইতে জেপানে গিয়াছিল, কিন্তু রিটর্ণের যে দশা, তাহারও সেই দশা হইল, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জেপানীয়েরা তাহা স্বদেশ হইতে দূরীভূত করে।

১৮০৮ খৃঃ অব্দে অক্টোবর মাসে ইংলণ্ডীয় একখানি যুদ্ধজাহাজ কতকগুলি তোপ ও বন্দুক সঙ্গে লইয়া জেপানে উপস্থিত হইল। ওলন্দাজদিগের জাহাজের যেরূপ বর্ণ এবং পতাকা ঐ জাহাজেরও সেইরূপ বর্ণ এবং পতাকা হওয়াতে, সকলেই উহাকে বটেভিয়া উপদ্বীপ হইতে প্রেরিত ওলন্দাজ জাহাজ স্থির করিল। ডেসমার নামে ন্যাগাসাকি নগরস্থিত ওলন্দাজ কুঠীর একজন কর্ম্মচারী, অপর একজন লোককে সঙ্গে লইয়া তাহাদের অভ্যর্থনা করিতে গেল। যাইবামাত্র ইংলণ্ডীয় কাপ্তেন তাহাদের উভয়কে ধরিয়া কারারুদ্ধ করিলেন। তাহাতে কি ওলন্দাজ কি জেপানি সকল লোকেই সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, এ কি সর্ব্বনাশ! ওলন্দাজ হইয়া ওলন্দাজদিগের প্রতি এরূপ কুব্যবহার করে, ইহার কারণ কি। জেপানীদিগের যে সকল নৌকা তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত ঐ জাহাজ পরিবেষ্টন

করিয়াছিল, তাহাদিগের ভয়ের আর পরিসীমা রহিল না, সকলেই তীরা ভঙ্গমুখে পলায়ন করিল। ডিয়র্ক নামে ওলন্দাজ কুঠীর প্রধান কর্ম্মচারী অনেক বিবেচনা করণানন্তর সিদ্ধান্ত করিলেন, যে, ইউরোপে ওলন্দাজ এবং ইংরাজদিগের সহিত যে যুদ্ধ হইতেছে, সেই যুদ্ধবশতঃ ইংরাজেরা বৈরনির্য্যাতন হেতু এইরূপ করিয়া জেপানে যুদ্ধজাহাজ প্রেরণ করিয়া থাকিবে।

প্রহরীদিগের মুখে নাগাসাকাই নগরের শাসনকর্ত্তা এই বৃত্তান্ত অবগত হইলে, তাহার ক্রোধের আর ইয়ত্তা রহিল না, তিনি কটু কাটব্য প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, রে ভীরুগণ! তোরা প্রহরীপদের যোগ্য নয়, আমার নিকট হইতে দূরহ, গুজমানকে সঙ্গে লইয়া না আসিলে আমি তোদের মুখাবলোকন করিব না। ভৎর্সনে তাহারা দুঃখিত হইয়া করযোড়ে নিবেদন করিল, ধর্ম্মাবতার আমাদিগকে তিরস্কার করিতেছেন কি, এখানকার সুশিক্ষিত সৌরক্ষিত সহস্র সৈন্যও পলায়ন করিয়াছে, সেনানীও সেখানে নাই, আমরা কেমন করিয়া গুজমানকে প্রত্যানয়ন করিব। একথা শুনিয়া তিনি আরও ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, কিন্তু সহসা কিছু উপায় করিতে পারিলেন না। রাত্রি দুই ঘণ্টার সময়ে অবরুদ্ধ গুজমান কোন সুযোগে তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিয়া অবগত করিল, মহাশয়! দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা যে জাহাজে বদ্ধ হইয়াছি, সেখানি বঙ্গদেশ হইতে প্রেরিত, কাপ্তেনের নাম পেল,, ওলন্দাজবণিকদিগকে ধৃত করণার্থ পেলুর পূর্ব্ব সমুদ্রে আগমন, কিন্তু উহারা সতর্ক হওয়াতে তাহার মানস সিদ্ধ হয় নাই। একারণ

ন্যাগাস্যাসকাই নগরে আসিয়াছে, পরন্তু ইহাদের জল এবং আহারীয় দ্রব্যের বড়ই অভাব, উহা পাইলেই আমাদিগকে ছাড়িয়া দিতে পারে।

এই পত্র পাইয়া ডিয়ক মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, শাসনকর্ত্তার সম্মতি ব্যতিরেকে আমি কেমন করিয়া পেলুকে জল এবং খাদ্যসামগ্রী প্রেরণ করি, বিশেষ শক্রকে সাহায্য করা বিহিত নয়, করিলে তেজোহীন বলিয়া তাহারা আমাদিগকে ভীরু বোধ করিবে, অতএব বলবিক্রম প্রকাশ করিয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করাই বিধেয়। এদিকে শাসনকর্ত্তা আপনার একজন কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করিয়া বন্দীদ্বয়কে পুনরানয়নের উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমত সময়ে ডিয়ক তাঁহার নিকট গমন করিয়া আপনার সমস্ত অভিপ্রায় বিদিত করিলেন। তাহাতে তিনি ঐ উদ্যোগে আর প্রবৃত্ত হইলেন না, ডিয়ক কতদূর পর্যান্ত আপনার মানস সিদ্ধ করিতে পারেন, তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে বেলা দশ ঘটিকার সময়ে গুজমান ডিয়কের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, মহাশয় জল এবং খাদ্যদ্রব্য আহরণার্থ কর্ণধার পেল আমাকে পাঠাইয়া দিলেন, এই সমস্ত দ্রব্য লইয়া মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই এ হতভাগ্যকে প্রত্যাগমন করিতে হইবে। না গেলে তিনি কল্য প্রাতঃকালে তীরে অবরোহণ করিয়া চীন এবং জেপান জাহাজে অগ্নি প্রদান করত ইহার সমুচিত দণ্ডবিধান করিবেন, আর যে ব্যক্তি আমার সঙ্গে কারারুদ্ধ হইয়াছিল, তাহারও প্রাণদণ্ড হইবে। যদি জল এবং খাদ্য লইয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে তিনি

[আ]মাদিগকে নিষ্কৃতি দিবেন। গুজম্যান আরও বলিল, [জ]াহাজে প্রবেশ করিলে, এক ব্যক্তি আমাকে একজন [স]েনাপুরুষের নিকট লইয়া গেল, শুনিলাম তিনি সৈন্যা-ধ্যক্ষ, ঐ সেনাপতি সক্রোধবাক্যে আমাকে কহিলেন, রে ওলন্দাজ! সত্য করিয়া বল, বন্দরে কোন ওলন্দাজ জাহাজ আছে কি না, যদি অসত্য বলিস, এখনই আমরা ইহার তত্ত্ব লইয়া তোর প্রাণ বিনাশ করিব। আমি বলিলাম, বটেভিয়া হইতে একখানি জাহাজ আসি-বার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু এখনও তাহা আসে নাই, বন্দরে এক্ষণে কোন ওলন্দাজজাহাজ নাই। লোক প্রেরণ করিয়া পরে জানাতে তাহারা আমার কথা সত্য জানিতে পারিল, তাহাতেই আজি সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে জল এবং আহারীয় দ্রব্যের জন্য পাঠাইয়াছে।

নাগাসাকাই নগরের শাসনকর্ত্তা এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন, কিরূপে ইংরাজ জাহাজের দণ্ডবিধান করিবেন, ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিলেন না, ভিন্নকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়া দিলেন, যেরূপ রণসজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া ইংরা-জেরা আসিয়াছে, তাহাদিগকে দণ্ডিত করা বড় সহজ কর্ম্ম নয়, জল এবং খাদ্যসামগ্রী দিয়া গুজম্যানকে পাঠান যাউক, কৌশলক্রমে শত্রুর দণ্ডবিধান করা বিধেয়। খড় আলকাতরা এবং শর প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য অগ্নি সংস্পর্শে শীঘ্র জ্বলিয়া উঠে, তিনশত নৌকাতে এরূপ সকল দ্রব্য পরিপূরিত করিয়া ইংরাজদিগের জাহাজের নিকটে প্রেরণ করা যাউক, দাঁড়িরা আপনাপন নৌকাতে অগ্নি দিয়া জলে ঝাঁপিয়া পড়িয়া সন্তরণ দ্বারা আপ-

নাদের প্রাণ রক্ষা করিবে। তিনশত নৌকার অগ্নি হঠাৎ ইংরাজেরা নির্ব্বাণ করিতে পারিবে না, সুতরাং প্রজ্বলিত অগ্নি তাহাদের বারুদ ভরা তোপে লাগিয়া তাহাদের তোপেই তাহাদের মূলোৎপাটন হইবে। আর একটি উপায় এই, যে উপসাগরের দ্বারা তাহাদিগকে সমুদ্রে যাইতে হইবে, সেখানে বড় বড় প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া সেই উপসাগরকে পরিপূরিত কর যাউক, যাইবার সময় জাহাজে প্রস্তর লাগিলে জাহাজ ভাঙ্গিয়া যাইবে, আর তাহারা যাইতে পারিবেনা, আমরা ক্রমে ক্রমে তাহাদের সকলকে ধরিয়া কারারুদ্ধ করিব. কারণ ব্রিটেন বাসী লোক দিগের জলে যেরূপ শক্তি, স্থলে সেরূপ শক্তি নাই, ইহা আমি বিশেষ রূপে জানি। ডিয়কের এই সমস্ত প্রস্তাবে শাসন কর্ত্তা সম্মত হইলেন, জল এবং খাদ্য সামগ্রীর সহিত গুজম্যান পুনঃপ্রেরিত হইল, পেল্ প্রতিজ্ঞানুরূপ বন্দী দ্বয়ের কারামোচন করিলেন। পরন্তু ডিয়ক আপনার মানস সিদ্ধ করিতে পারিলেন না, সেই রাত্রিতেই সুবাতাস হইলে, ইংরাজ জাহাজ ন্যাগাসকাই পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব সমুদ্রে যাইল, পূর্ব্বোক্ত ভয়ঙ্কর বিপদে তাহাদিগকে আর পড়িতে হইল না।

জেপানে একটি ভয়ানক নিয়ম আছে, বৈর নির্য্যাতন না করিতে পারিলে প্রধান প্রধান লোকেরা আত্ম হত্যা দ্বারা প্রাণ পরিত্যাগ করে। কিটস জাহাজের অধিপতি পেলের পলায়ন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, ন্যাগাস কাই নগরের শাসন কর্ত্তা অতীব দুঃখে আত্ম হত্যা করিলেন, আর ত্রয়োদশ জন প্রধান কর্ম্মচারীও তাহার অনুগামী

হইল। তাহাতে জেপানে একেবারে হাহাকার শব্দ উঠিল, পেলুর ভয়ে যে সৈন্যগণ পলাইয়া গিয়াছিল, তাহাদের সেনাপতিকে জেপানের সম্রাট এক শত দিন কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। তার সেই পর্য্যন্ত ইংরাজদিগের প্রতি তাহাদের এরূপ বিদ্বেষ জন্মিল, যে এখন পর্য্যন্ত পেলুর নাম হইলে তাহারা অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ করে।

এই দুর্ঘটনার পাচবৎসর পরে অর্থাৎ ১৮১৩ খৃ অব্দে আর একখানি ইংরাজী জাহাজ ওলন্দাজদিগের নিশান তুলিয়া জেপানে গিয়াছিল। পতাকা দেখিয়া ডিয়ফ মনে মনে বিবেচনা করিলেন, বটেভিয়া উপদ্বীপ হইতে যে জাহাজ আমরা প্রত্যাশা করিতেছিলাম, তাহা এত দিনে বুঝি আসিয়াছে। মনে মনে তিনি এইরূপ বিবেচনা করিতেছেন, এমত সময়ে একখানি পত্র তাঁহার নিকট আসিয়া পৌঁছিল, পত্র পাঠে তিনি জানিতে পারিলেন, যে ওয়াডনার নামে যে ব্যক্তি পূর্ব্বে ওলন্দাজ কুঠীর কর্ত্তা ছিল, যাহার দ্বারা তিনি (ডিয়ফ) উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, সেই ওয়ডার্নার আসিয়াছেন, আর তাহার সঙ্গে একজন চিকিৎসক এবং দেওয়ান এবং অপর তিন জন সহকারী কর্ম্মকর্ত্তা আসিয়াছে। পত্র পাঠ করিয়া ডিয়ফের চক্ষুস্থির হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ দুইজন প্রহরীকে প্রেরণ করিয়া জানিতে পারিলেন যে ওয়াডর্নার যথার্থ বটে, কিন্তু ওলন্দাজ জাহাজের সেরূপ ভাব সে জাহাজের সেরূপ ভাব নয়, সকলই যেন নূতন প্রকার। প্রহরীরা কর্ণধারের নিকটে বাণিজ্যানুমতি বিষয়ক পত্র চাহিয়াছিল, কিন্তু ওয়াডর্নার তাহাদিগকে তাহা দেন নাই, কেবল এই কথা বলিয়া বিদায় করিয়াছি-

[illegible], তোমরা এখন যাও, আমি স্বয়ং যাইয়া ডিয়কের সহিত সাক্ষাৎ করতঃ পত্র প্রদান করিব। প্রহরীরা এই সকল কথা কুটীর অধ্যক্ষকে জানাইতেছে, এমত সময়ে ওয়ার্ড-নরের জাহাজ ঘাটে আসিয়া লাগিল, দেশীয় প্রথানুসারে ঘাটের রক্ষকগণ তথায় উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিল, যে, জাহাজস্থ আরোহীলোকেই ইংরাজী ভাষা কহে, অত-এব তাহারা সিদ্ধান্ত করিল যে সেখানি আমেরিকা দেশীয় জাহাজ, ওলন্দাজেরা ভাড়া করিয়া বাণিজ্য করণার্থ সেখানে পাঠাইয়াছে। এবিষয়ের সত্যাসত্য জানিবার নিমিত্ত ডিয়ক স্বয়ং তথায় সমুপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইবামাত্র ওয়ার্ডনর তাঁহার হস্তে একখানি লিপি প্রদান করিলেন। বুদ্ধিমান ডিয়ক সম্মুখে এ পত্রখানি না খুলিয়া ওয়ার্ডনার এবং তাঁহার লোকজনের সঙ্গে লওত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

পত্র পাঠ করিয়া ডিয়ক অবগত হইলেন [illegible] উপদ্বীপ ওলন্দাজদিগের আর অধীনে নাই, তাহা এখন ইংরাজদিগের অধিকার ভুক্ত হইয়াছে। তথা-কার শাসন কর্ত্তা সার ষ্টামফোর্ড রাফেল, ডিয়ককে পদচ্যুত করিয়া ওয়ার্ডনর এবং তদনুসঙ্গীগণকে তৎপদে পদাভিষিক্ত করিয়াছেন। অনন্তর তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন, আমি ইংরাজদিগের [illegible] নহি, ইংরাজদিগের দ্বারা নিযুক্ত হইয়া আমি কিছু [illegible] আসি নাই, আমি রেফলের পত্র মানিব কেন, আমি যাহাদের নিযুক্ত তাহারা যদি একথা কহেন তবে মান্য কর্ত্তব্য। কিন্তু ধূর্ত্ত স্বভাব প্রযুক্ত বাক্যে কিছু প্রকাশ করিয়া কহিলেন না, প্রতারণা করিয়া ওয়ার্ডনারকে

রাজধানী অথৌটিক [illegible] নগরে লইয়া যায়, আর সেব [illegible] হয়। তাহাদিগকে কাঁমো[illegible] সম্মুখে দশ বৎসরকাল আবদ্ধ করিয়া রাখে স্বদেশে [illegible] করিতে দেয় না। সংস্রব দ্বারা [illegible] লোক যেন পরস্পর পরস্পরের ভাষা শিক্ষা করিতে পারে, এবং পরস্পরের যেন সৌহার্দ্দ ভাব হয়, আবদ্ধ করণের মূল তাৎপর্য্য এই, কিন্তু ইহাতে বিপরীত হইল, ১৭৯২ খৃঃ অব্দে রুষিয়া দেশের মহারাণী [illegible] হতভাগ্য জেপানী নাবিকদিগকে সঙ্গে দিয়া, অনেক উপঢৌকনের সহিত জেপান দেশে লাকসমান নামক এক ব্যক্তিকে পাঠাইলেন, যেশোর নামক উপদ্বীপের উত্তরাংশে লাকসমান উপস্থিত হইয়া উপঢৌকন গুলি রাজার নিকট প্রেরণ করত আপন অভিপ্রায় জ্ঞাপন-ইলেন, তথাকার শাসন কর্ত্তা এই রূপ করিয়া এক পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন, "আমাদের প্রেরিত নাবিকদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া তোমরা ভাল করিয়াছ, কিন্তু এতদিন তাহাদিগকে বদ্ধ রাখা তোমাদের উচিত হয় নাই, বোধ হয় জেপান দেশের রীতি নীতি জান না বলিয়া তোমরা একর্ম্ম করিয়াছ, যে ব্যক্তি জেপান পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেশীয়দের সহিত সংস্রব করে, আমরা তাহাকে পুনর্ব্বার স্বদেশে লই না। অতএব নাবিকদিগকে আর আমাদের প্রয়োজন নাই, আমরা তাহাদিগকে এবং তোমাদিগকে বিদেশী লোক বলিয়া গণ্য করিলাম, আমাদের দেশের রাজনিয়মানুসারে তোমরা যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ হওনের যোগ্য, কিন্তু তোমরা অসভ্য লোক নহ, আমাদের দেশের লোকের প্রতি

সদ্ব্যবহার করিয়াছ, এজন্য এই অনুমতি করিলাম, জেপান পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র স্বদেশে যাও, আর আসিও না, যদি কখন আইস, তবে নেগাসকাইনগরে আসিও।

এইরূপে নাবিকদিগকে সঙ্গে লইয়া আডমাম জেপান পরিত্যাগ করিলেন। মহারাণী কেথি রাইন আর পুনরুদ্যোগ করিলেন না। ১৮১৪ খৃ-অব্দে তাঁহার পৌত্র সম্রাট আলেকজাণ্ডার এবিষয়ের দ্বিতীয়বার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। রিসানফ নামক এক ব্যক্তিকে দৌত্য কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া তিনি গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত একখানি জাহাজ ন্যাগাসকাইনগরে পাঠাইয়া দেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইলে, সামান্য দেশাচার লইয়া প্রথমেই জেপানীয়দের সঙ্গে তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হয়। দেশীয় প্রথানুসারে জেপানে জেপানীয় রাজ কর্ম্মচারীদিগকে অবনত হইয়া নমস্কার করা তাঁহার উচিত ছিল, কিন্তু তিনি তাহা করণে সম্পূর্ণ অস্বীকার পাইয়াছিলেন। বিরোধের আর একটি কারণ এই, রিসানফ, বাণিজ্য দ্রব্য সকল অবতরণ করাইতে চাহিলে, জেপানীয়েরা তাঁহাকে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিতে কহে, তাহাতে তিনি অসম্মত হইয়া অভদ্রাচরণ করেন, আর ওলন্দাজ কুঠির কর্ম্মকর্ত্তা ডিবককে এই ভাবে এক পত্র লিখেন যে তাহাদিগের সাহায্যেই জেপানীয়েরা তাঁহার প্রতি এইরূপ অবমাননা এবং অহিতাচার করিতেছে, তাহাতে সুবুদ্ধিমান ডিবক এমনি করিয়া তৎপ্রত্যুত্তর করেন, যেন তিনি তাহার কোন সংস্রবে নাই, বস্তুতঃ তিনিই সমুদায় অনিষ্টের মূল কারণ, রিসান-

ফেক্স আগমনাবধি তিনি যত চেষ্টা করিতেছিলেন সে সকলি তাহার নিজের এবং স্বদেশীয় লোকদিগের মঙ্গলার্থে।

রিসানফ এবং [illegible] পরস্পর এইরূপ পত্র লেখা লিখি চলিতেছে, এমত সময়ে জেপান গবর্ণমেণ্ট হইতে সংবাদ আইল যে, রুষীয় দেশ বাসী দূত সমস্ত বানিজ্য দ্রব্য নেগাস কাই নগরের বন্দরে আনিতে পারেন, কিন্তু যে পর্য্যন্ত সম্রাটের অনুমতি না হয়, সে পর্য্যন্ত তিনি কোন ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিবেন না। এই সম্বাদ পাইয়া তিনি সমস্ত দ্রব্যের সহিত জাহাজ বন্দরে লাগাইলেন, তাহার বসবাসের নিমিত্ত বাঁশের বেড়ায় বেষ্টিত একটি গৃহ প্রস্তুত হইল, কিছুদিন সেখানে আছেন, এক দিন সম্রাট তাহার সহিত সাক্ষাত করিতে চাহিলেন। তদনুসারে তিনি নানাবিধ উপঢৌকন লইয়া রাজ ধর্ম্মাধিকরণে যাইবার উদ্যোগ করিলেন; জেপানিয়েরা যে পথ দিয়া তাহাকে যাইতে হইবেক, সেই পথের দুই পার্শ্বে এমনি করিয়া পরদা টাঙ্গাইয়াছিল যে জেপানের মধ্যবর্ত্তী কোন বস্তু তাঁহার নয়ন গোচর হইল না। নগরের স্থানে স্থানে ঘোষণা হইল, রুষীয় দেশ বাসী এক বিদেশী বণিক বানিজ্য করণাভিপ্রায়ে জেপানে আসিয়াছে, তিনি সম্রাটের সহিত সাক্ষাত করিবেন, অতএব লোক সকল সতর্ক হও, যদি তাহার কোন মন্দ অভি সন্ধি থাকে, আজি তোমরা রাজপথে বাহির হইও না।

এই ব্যাপার দর্শনে রুশিয়ান্ দূত আশ্চর্য্যাবিষ্ট হইয়া মনেং বিবেচনা করিতে লাগিলেন, বাহ, শিষ্টা-

চার বিষয়ে জেপানিদিগের তো কিছু ত্রুটী দেখি না, তবে এ আবার কি, ইহারা এমন করিয়া আমার প্রতি ক্রোধ করিতেছে কেন। সম্রাট সন্নিধানে যাওয়া যাউক পরে যা হবার তাই হবে। এইরূপ সাতিশয় সন্দিগ্ধ চিত্ত হইয়া দূত সম্রাটের নিকট গমন করিলে, সম্রাট বিশেষ শিষ্টাচার প্রকাশ করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন, কিন্তু যে কর্ম্মের নিমিত্তে তিনি গিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রত্যুত্তর দিলেন না। সেদিন তো অমনি অমনি গেল, রিসানক স্ব নিকেতনে প্রত্যাগমন করিয়া সম্রাটের আজ্ঞার প্রতীক্ষায় রহিলেন। কিছু দিন বিলম্বে রাজকর্ম্মচারী একজন দূত ভূপালের স্বাক্ষরিত এক খানি পত্র প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিল, মহাশয়। এই লউন আর বিলম্ব করিবেন না, শীঘ্র স্বস্থানে প্রস্থান করাই বিধেয়। পত্র পাঠ করিয়া রিসানক হতজ্ঞান হইলেন, তাহার সকল আশাই বিফল হইল। জেপানাধিপতি তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, বহুকালাবধি বিবিধ জাতির সঙ্গে আমরা বাণিজ্য বিষয়ক সংস্রব রাখিয়া তাহাতে বিরক্ত হইয়াছি, এক্ষণে এতদ্দেশীয়েরা ভিন্ন দেশে না যায় এবং বিদেশীয়েরা এতদ্দেশে না আইসে, ইহাই আমাদের নিতান্ত বাসনা। অতএব আপনার সকল পরিশ্রম বৃথা হইল, রুষিয়ার সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক রাখিতে জেপান গবর্ণমেণ্টের কোন মতে ইচ্ছা নাই, অদ্যাবধি আর আপনারা এদেশে কখন আসিবেন না। রিসানক এইরূপ অপমানিত ও হতাশ হইয়া জেপান পরিত্যাগ করিলেন, তাহার ক্রোধের আর ইয়ত্তা রহিল না, প্রতিফল দিবার নিমিত্ত কামস্কাটকা

নামক স্থানে তিনি গমন করিয়া তথায় যে রুষীয় লোক-দিগের দুই খানি যুদ্ধ জাহাজ ছিল, তাহার নাবিকদি-গকে আপন দুরবস্থার কথা জানাইয়া কহিলেন। তোমরা জেপানে যাইয়া জেপানাধিপতির প্রগলভতার বিশেষ দণ্ড দেও, আমি রুষিয়ার অধীশ্বরকে এ সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইতে চলিলাম। পথে যাইতে যাইতে রিসানফের মৃত্যু হইল, ক্যামসকাটকা বাসী সামুদ্রিক দোষ্কার, যুদ্ধ জাহাজ লইয়া জেপানের অধিকারভুক্ত কিউরাইল উপদ্বীপে উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ অনেক লোকের প্রাণবধ করিল অনেক গ্রাম লুট পাট করিয়া প্রজাদিগের সর্ব্বস্বাপহরণ করিল আর কয় প্রধান প্রধান লোককে বন্দীভূত করিয়া আপনাদিগের জাহাজে তুলিয়া লইল। এই দুর্ঘটনা ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে হয়। জেপানাধিপতির অত্যাচারের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া একেবারে চমৎকৃত এবং ক্রোধে প্রজ্বলিত অনল প্রায় হইলেন। রুষীয়ার সম্রাট আলেকজাণ্ডারের অজ্ঞাতে এ দৌরাত্ম্য হইয়াছে কি না, ওলন্দাজদিগের দ্বারা তাঁহার তত্ত্বানুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারি-লেন না।

১৮১১ খৃ অব্দের মে মাসে কাপ্তেন গোলোইন নামে এক ব্যক্তিকে রুষীয়ার সম্রাট কিউরাইল উপদ্বীপে পাঠা-ইলেন, ইটরপু নামক স্থানে প্রথমে তাঁহার জাহাজ লঙ্গর হয়, লঙ্গর হইবামাত্র জেপান দেশীয় সৈন্যেরা তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করে, রে দুরাত্মন! অরক্ষিত কিউরাইল উপদ্বীপের লোকদিগের প্রতি একবার যে রূপ অত্যাচার করিয়া-

এবং আমেরিকা নিবাসীরা যত্ন পূর্ব্বক তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়া কিছু দিন সে স্থানে রাখে, পরে তথা হইতে ঐ দুর্ভাগাদিগকে জেপানে প্রেরণ করিবে, এই অভিপ্রায় করে। জেপানীয়েরা আর যে তাহাদিগকে পুনঃ গ্রহণ করিবে না, ইহা তাহারা জানিত না, মনে করিয়াছিল, হতভাগা জেপানী নাবিকদিগের প্রতি আমরা যেরূপ সদ্ব্যবহার করিয়াছি, জেপানের অধীশ্বর অবশ্যই আমাদের প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইবেন। আমাদের জাহাজ জেপানের কোন বাণিজ্যোপযোগী বন্দরে গেলে কাছে তাড়িত বা দূরীভূত হইবে না।

এই বিবেচনা করিয়া আমেরিকানেরা মরিসন নামে একজন স্বদেশীয় বণিককে জাহাজে করিয়া জেপানে পাঠাইয়া দেয়। পাছে জেপানীয়েরা তাহাদিগের বিরুদ্ধ অভিসন্ধি বোধ করে, এই ভয়ে মরিসন সঙ্গে কোন অস্ত্র শস্ত্র বা তোপাদি লইলেন না, সর্ব্ব বিধায়ে কুশলতা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত, ঐ হতভাগা জেপানীদিগের সঙ্গে জন কয়েক স্বদেশীয় নাবিক লইয়া ১৮৩৭ খৃ অব্দে জেপান যাত্রা করিলেন। জেডো নামক উপসাগরে তিনি প্রথমে উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইবা মাত্র তথাকার রক্ষক লোক সকল তাঁহাকে নিরস্ত্র দেখিয়া ঘৃণা প্রকাশ পূর্ব্বক তৎপ্রতি কামান ছুড়িতে লাগিল, তাহাতে তিনি ভীত হইয়া সে স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিউসিউ উপদ্বীপের নিকট নঙ্গর করিলেন, সেখানেও তাঁহার পূর্ব্ববৎ দশা হইল। কি করেন, প্রাণভয়ে কম্পিত কলেবর হইয়া তিনি হতভাগা জেপানী নাবিকদিগকে সঙ্গে লইয়া মেকাউ উপদ্বীপে প্রত্যাগমন করিলেন।

১৮৪৬ খৃ. অব্দে আমেরিকা খণ্ডের ইউনাইটেড ষ্টেটস্ নামক স্থান হইতে নব্বতি কামানবিশিষ্ট আর একখানি যুদ্ধজাহাজ জেপানে প্রেরিত হইল। জাহাজের নাম কলম্বস, কমোডরবিডল্ তাহার অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, জুলাই মাসের প্রারম্ভে তিনি জেডো নামক উপসাগরে উপনীত হইলে, জেপানীয়েরা স্বদেশীয় রীত্যনুসারে চারিশত নৌকা লইয়া জাহাজ পরিবেষ্টন করিল। তন্মধ্যে একখানি নৌকা হইতে এক জন রাজকর্ম্মচারী তাঁহার জাহাজে উঠিয়া এক গাছি যষ্টি তাহার জাহাজের মধ্যভাগে এবং অপর এক গাছি পশ্চাদ্ভাগে স্থাপন করিল। কমোডর বিডল প্রথমে তাহার মর্ম্মাবগত হইতে পারিলেন না. অনেক বিবেচনা করণানন্তর তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, যে, জেপানীয়েরা তাঁহার জাহাজ অধিকার করিল, এই চিহ্ন প্রকাশার্থই যষ্টি স্থাপন করিয়াছে। অতএব তিনি তাহা উঠাইয়া ফেলিয়া দশদিনকাল ক্রমাগত জাহাজেই রহিলেন, তীরে অবরোহণ করিলেন না। অবশেষে সম্রাটের নিকট হইতে এই আজ্ঞা আইল, "ওলন্দাজ ব্যতিরেকে অন্য কোন জাতিকে আমরা জেপানে বাণিজ্য করিতে অনুমতি করিতে পারি না।" ভয় প্রদর্শন না করিলে জেপানীয়েরা যে সহসা কোন কর্ম্ম করিতে চাহে না, আমেরিকাবাসী বণিকদিগের ইহা বিশেষ উপলব্ধি হইয়াছিল। ১৮৪৯ খৃ অব্দে যে ঘটনা হয়, তাহাতেই ইহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে। ইউনাইটেড ষ্টেটস্ সম্বন্ধীয় ষোল জন নাবিক পূর্ব্বসমুদ্রে জাহাজ চালাইয়া যাইতেছিল, দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ ভয়ঙ্কর ঝটিকা হেতু ঐ জাহাজ জেপানসমুদ্রের চড়ায়

গিয়া থাকে। জেপানীয়েরা তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া বহু যন্ত্রণা দেয়, কিয়দ্দিন অর্দ্ধাশনে রাখে, তাহাদিগের খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রধান চিহ্ন ক্রুশ আনিয়া তাহাদিগকে কহে, ইটি আমাদের জেপানের ক্রুশ ইহার উপর তোমরা পদাঘাত কর, না করিলে আমরা তোমাদের প্রাণ দণ্ড করিব।

এইরূপ দুরবস্থা এবং অত্যাচারের কথা আমেরিকা নেরা অবগত হইয়া, কতকগুলি তোপ এবং সৈন্য সংযুক্ত একখানি জাহাজ ঐ হতভাগা নাবিকদিগের মুক্তির নিমিত্ত পাঠাইয়া দেয়। জাহাজ খানি জেপানে উপস্থিত হইলে, তথাকার সম্রাট তাহা দূরীভূত করণের চেষ্টা করে, কিন্তু প্রধান কর্ণধার ভয় প্রদর্শক বাক্যে প্রগলভতা এবং মাৎসর্য্য প্রকাশ করিয়া সম্রাটকে একখানি পত্র লিখেন, জেপানাধীপতি! উচ্ছন্ন যাইবার ইচ্ছা থাকে তো আমাদের দেশের নাবিকগণকে তুমি কারাবদ্ধ করিয়া রাখ? আমাদের রাজা প্রজাবৎসল, প্রজার দুঃখে তিনি বড়ই দুঃখিত হন, সৈন্য অস্ত্র এবং ঐশ্বর্য্য সকল বিষয়েই তিনি মহা বলবান এবং বিক্রমশালী, ইঁহার সহিত তুলনায় তুমি এক ক্ষুদ্র মশক স্বরূপ, তোমার সর্ব্বনাশ করিয়া তিনি আপন প্রজার উদ্ধার করিবেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। অতএব যদি মঙ্গল ইচ্ছা কর, তবে আমাদের দেশের হত ভাগ্য নাবিক দিগকে ছাড়িয়া দাও। কর্ণধারের এই রূপ প্রগলভিত পত্র প্রাপ্ত হইয়া সম্রাটের চক্ষুস্থির হইল, তিনি অবিলম্বে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া কর্ণ ধারের নিকট প্রেরণ করিলেন। তাহাতে নাবিকেরা পরমাহ্লাদে স্বদেশে আসিয়া সুখ সচ্ছন্দে ভোগ করিতে লাগিল।

আমেরিকানেরা স্বদেশীয় হতভাগ্য নাবিকদিগকে মুক্ত করণান্তর মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, কি ইংরাজ কি পোর্ত্তুগিস কি কেহই। ওলন্দাজ ব্যতীত কোন জাতি যখন জেপানে বাণিজ্য করিয়া সিদ্ধকাম হইতে পারে নাই, তখন আমরা যে হইব এমন সম্ভাবনা কি। যাহা হউক আর একবার চেষ্টা করা বিধেয় হইয়াছে; বিশেষ চেষ্টা করিলে বোধ হয় কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। এই স্থির করিয়া কমডোর পেরি নামক এক ব্যক্তিকে তাহারা জেপান দেশে প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিল। কমোডর পেরি সাতিশয় সুপ্রসিদ্ধ নাবিক সেনাপতি, মধ্যে মধ্যে তাহার পূর্ব্ব সমুদ্রে গতি বিধি ছিল বলিয়া তিনি জেপানের বৃত্তান্ত অনেক অবগত ছিলেন। গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে কমোডোর স্বেচ্ছাক্রমে সেনাপতি এবং অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়া, যে যে বস্তু আবশ্যক প্রয়োজনীয় হইবে তাহার আয়োজন করিতে লাগলেন। সর্ব্বশুদ্ধ বার খানি জাহাজ প্রস্তুত হইল, তন্মধ্যে তিন খানি অতি প্রকাণ্ড বাষ্পীয় জাহাজ, সৈন্য কামান অস্ত্র শস্ত্র এবং খাদ্য সামগ্রী দ্বারা সমস্ত জাহাজ পরিপূরিত করিয়া ১৮৫২ খৃ অব্দে তিনি জেপান যাত্রা করিলেন। ২৬ সে মে বৃহস্পতিবার তিনি লুকু উপদ্বীপের প্রধান বাণিজ্য স্থান নাফা নগরে উপস্থিত হইলেন। ইতিহাসে এই লুকু ঘটিত কমোডরের অনেক বৃত্তান্ত লেখা আছে, বাহুল্য ভয়ে সে সকল কথা এস্থলে বলা হইল না।

১৮৫৩ খৃ অব্দের জুলাই মাসে কমোডোর পেরি নাফা পরিত্যাগ করিয়া জেপান রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পূর্ব্বে বাষ্পীয় জাহাজ জেপানে কখন

[illegible] যাই, জেপানীয়েরা [illegible] সাতিশয় [illegible]ত্যাবিষ্ট হইল। জেডো উপসাগরের নিকটে উরাগা নামক একটি নগর ছিল; ঐ নগর প্রান্তবর্ত্তী ফুসি নামক পর্ব্বতের অদূরে কমোডোর জাহাজ নঙ্গর করিলেন। জেপানের মধ্যে ফুসী সাতিশয় উচ্চ পর্ব্বত, উহার শিখর দেশ হইতে সমস্ত জেপান স্পষ্ট রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। জাহাজ হইতে নাবিকেরা দেখিতে পাইল, ফুসির উপরিভাগ যেন হিমানীতে পরিবৃত, মেঘে যেন উহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। মাস্তলের উপর উঠিয়া নাবিকগণ দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা জেপান ভূমি পরিনিরীক্ষণ করিতেছে, এমত সময়ে প্রকাণ্ড বারখানা জেপানী পোত তাহাদের অভিমুখে আসিতে লাগিল। বড় বড় অক্ষরে পোতগুলার নিশানে কি লেখা ছিল, [illegible] কমোডোর পেরি বিবেচনা করিলেন, এসকল গবর্ণমেণ্ট পোত হইবে। আমাদিগের তত্ত্বানুসন্ধানী হইয়া আসিতেছে।

দেখিতে দেখিতে শতাধিক ক্ষুদ্র নৌকা চারিদিক হইতে আসিতে লাগিল, উরাগাস্থিত দুর্গ হইতে দুই তিনটি তোপের শব্দও হইল। তদ্দৃষ্টে নাবিক সেনাপতি আপনার প্রত্যেক জাহাজের কর্ম্মচারিদিগকে অনুমতি করি-লেন, তোমরা জেপানার কোন নৌকা জাহাজের নিকট আসিতে দিও না, আসিলে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিও। কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে জেপানীয় কয়েকখান নৌকা সারাতোগা নামক একখান আমেরিকান জাহাজের সন্নিকটে আসিয়া জাহাজে উঠিবার উপক্রম করিল, নাবিকগণ নিষেধ করিলে তাহারা নিষেধ মানিল না, শৃঙ্খল ধরিয়া

বলপূর্ব্বক জাহাজে আরোহণ করিতে চাহিল, সুতরাং পিস্তল এবং অন্যান্য অস্ত্রের সংকারে আমেরিকান নাবিকেরা তাহাদিগকে দূরী ভূত করিতে বাধ্য হইল।

অনন্তর দিবাবসান হইলে সর্ব্বতীর প্রথমাগমে তাহারা দেখিল, বিচিত্র বর্ণ বিশিষ্ট কয়েকখানি বড় বড় বজরা আসিতেছে, এক এক খান বজরাতে প্রায় ত্রিংশৎ নাবিক, সকলেই দীর্ঘাকার বলিষ্ঠ পিঙ্গল বর্ণ, তাহারা প্রায় নগ্ন কেবল কোটিদেশে এক একটক বস্ত্র জড়ান আছে। তাহাদের মস্তকের ঊর্দ্ধ ভাগে কেশ নাই, কিন্তু চতুর্দ্দিকের কেশ লম্বমান হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে কৃষ্ণ বর্ণের কলপ্ লাগান, মধ্যে মধ্যে এক একটি পিন, কেহ কেহ ঐ পিন যুক্ত লম্বা কেশ গুলি তুলিয়া মাথায় একটি ঝোটন বাঁধিয়াছে, কেহ কেহ তাহা করে নাই, ধুচুনির ন্যায় বাঁশের চিয়াড়ির এক একটি টুপি পরিয়া কেশ গুলি ঝুলাইয়া দিয়াছে। পোতের মধ্যবর্ত্তী জন কয়েক লোকের পরিচ্ছদ কিছু সভ্য, চোগার মত গলদেশ অবধি পদ দেশ পর্য্যন্ত এক একটা ঢিলা পিরান পরিধান, তাহার আস্তীনগুলায় বিচিত্র বর্ণের ডোরা লাগান। যুদ্ধাস্ত্র ধারী উচ্চ পদারূঢ় সৈনিক পুরুষেরা যেরূপ স্বর্ণ ও রৌপ্যাভরণ পরিধান করিয়া থাকে, তাহারা সেইরূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে তাহারা সকলেই জাহাজের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

একখানি বজরাতে এক জন প্রধান রাজ কর্ম্মচারী ছিলেন, তিনি হস্তে এক পত্র লইয়া আমিরিকান জাহাজের এক ব্যক্তি কর্ণধারকে কহিলেন, মহাশয়! অনুগ্রহ

করিয়া আমার এই লিপিখানি আপনাদিগের কর্ত্তা কমোডোর পেরিকে দিউন। কর্ণধার উত্তর করিল, তোমার ঐ পত্রের মর্ম্ম কি? খার ডাকপত্র গ্রহণ করিতে আমাদিগের অধ্যক্ষের আদেশ নাই। আপনাদিগের রাজ্যের মধ্যে যে ব্যক্তি অত্যুচ্চ পদাভিষিক্ত, তিনি যদি স্বয়ং আসিয়া সম্রাটদত্ত পত্র প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার সহিত কথোপকথন করেন, তবে তিনি আমাদিগের জাহাজ অভ্যর্থিত হইতে পারিবেন নতুবা অন্য কেহ হইবেন না। ইহাতে বন্দরের একজন কর্ম্মচারী ওলন্দাজ ভাষায় কর্ণধারকে কহিল, কর্ণধার! তোমার ভয় নাই, ইহাকে তুমি জাহাজে গ্রহণ করিয়া কমোডোরের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দাও, ইনি সামান্য মনুষ্য নহেন, উরাগা নগরের নায়েব শাসন কর্ত্তা, ইনি যাহা করিবেন বা বলিবেন, প্রধান শাসন কর্ত্তা তদ্বিষয়ে অনুমোদন করিবেন, তাঁহার কোন সন্দেহ নাই।

এই কথা কর্ণধার কমোডোরকে জ্ঞাত করিলে, কমোডোর তাহার মানস সিদ্ধ করিতে সম্মত হইলেন। কণ্টি নামে তাঁহার একজন নায়েব ছিল, তিনি তাঁহাকেই নায়েব শাসন কর্ত্তার সহিত কথোপকথন করিতে নিযুক্ত করিলেন। তদনুসারে শাসনকর্ত্তা জাহাজের একখান সিঁড়ী নামাইয়া দিলে, নায়েব শাসন কর্ত্তা কণ্টির কেবিন্ অর্থাৎ শয়নোপবেশন গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন, কমোডোর তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে বসিয়া সকল কথা শুনিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ দুইজনে শিষ্টাচার প্রকাশ পূর্ব্বক মিষ্টালাপ হইলে কণ্টি বলিলেন, কমোডোর আমাদিগের দেশের

ধির। এই কথাতে নায়েব শাসনকর্ত্তা বন্দুর উঠিয়া অঙ্গুলী নির্দ্দেশ দ্বারা তাহাদিগকে শীঘ্র দূরীভূত করিলেন, কিন্তু কয়েকখানি নৌকা তাঁহার ইঙ্গিত না মানিয়া সেই খানেই রহিল। ইহাতে কাটি অস্ত্রধারী সৈন্যযুক্ত এক খানি ক্ষুদ্র আমেরিকার পোত প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে স্থানান্তরীকৃত করিলেন, ভয়ে আর একখানিও নৌকা উরাগার চতুঃসীমার মধ্যে রহিল না, সকলই ক্রোশান্তরে পলাইয়া গেল। এমন কি আমেরিকান সৈন্য সমূহের দম্ভ এবং বেশভূষার পারিপাট্য দেখিয়া নায়েব শাসনকর্ত্তা পর্য্যন্ত ভীত হইয়া বিদায় লইলেন। আসিবার সময় তিনি এই কথা বলিলেন, কর্ত্তৃপক্ষের পত্র গ্রহণ বিষয়ে আমি কোন কথা বলি, আমার এমন ক্ষমতা নাই, বোধ হয় কল্য জেডো রাজধানী হইতে রাজসভার কোন পরাক্রমশালী লোক আসিয়া আপনাদিগের পত্র গ্রহণ করিবেন।

দিবা সান্ধ্য সময়ে কমোডোর এবং তাহার আর আর প্রধান কর্ম্মচারীগণ জাহাজের উপরি ভাগে উঠিয়া দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা উরাগার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতে ছিলেন, দেখিলেন, তটে ভারি কোলাহল শব্দ হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত প্রকাণ্ড পোত সকল চারিদিক হইতে আসিয়া একত্রিত হইয়াছে, সৈন্য সকল বেশভূষা করিয়া সুসজ্জীভূত হইতেছে। দুর্গ হইতে নিশান তুলিয়া সৈনিক পুরুষগণ দুই একটা কামানও ছুড়িল। তীরস্থিত রাজপথ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষাবলীতে আবৃত ছিল, একারণ সমস্ত বস্তু স্পষ্টরূপে দৃষ্ট [illegible] যে কিছু দেখা গেল, সকল বিষয়েই

বোধ হইল যেন [illegible] সংশোধনাদি করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছে।

পর দিন প্রাতঃকালে একখানি জেপানী নৌকাতে জনকয়েক শিল্পকার আসিয়া আমেরিকান জাহাজে সকলের প্রতিমূর্ত্তি করিতে লাগিল। তাহার পরক্ষণেই অর্থাৎ বেলা সাতটার সময় তিনখানি বজরাতে জনকয়েক ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহাদিগের পট্টবস্ত্র ও স্বর্ণালঙ্কার পরিধান, এবং আর আর অঙ্গরাগের বিচিত্র ভাব দেখিয়া বোধ হইল, অবশ্যই তাহারা কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি হইবে। মিসিসিপাই নামক একখানি আমেরিকান জাহাজের নিকট তাহারা আসিলে, এক ব্যক্তি ওলন্দাজ ভাষায় তৎকর্ণধারকে কহিল, আমাদের দেশের মহান্ ব্যক্তি উরাগার শাসনকর্ত্তা, অধ্যক্ষ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাত করিতে আসিয়াছেন। কর্ণধার বলিল, অধ্যক্ষ মহাশয় রাজমন্ত্রী ব্যতিরেকে অন্য কাহারও সহিত কথোপকথন করিবেন না, যেহেতু তাহা রীতি নয়, তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী কাপ্টেন আপনাদিগের সহিত সাক্ষাত করিলেও করিতে পারেন।

এই কথা বলিয়া কর্ণধার যে জাহাজে কাপ্টেন ছিলেন, উরাগার শাসনকর্ত্তাকে সেই স্থানে লইয়া গেলেন। অনেক শিষ্টাচার এবং মিষ্টালাপের পর কাপ্টেন ইউনাইটেডষ্টেটসের কর্ত্তৃপক্ষদিগের পত্রের উল্লেখ করিলে, শাসনকর্ত্তা বলিলেন, ন্যাগাসকাই ভিন্ন অন্য কোন স্থানে বিদেশীদিগের পত্র গ্রহণ বা তদুত্তর প্রদান করা আমাদের দেশের প্রথা নহে, অতএব আপনাদিগের সেই স্থানে যাওয়া যেন বিহিত বোধ হইয়াছে। তচ্ছ্-

রসীম পরিতৃপ্তি জন্মিয়াছিল, নিদাঘ হিমানীর প্রাদুর্ভাবে সে সকল একেবারে শুষ্ক প্রায় হইয়া মরুভূমির ন্যায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে, দূরবর্ত্তী পর্ব্বত সকল শ্বেতবর্ণ নিহাররূপ পরিধানে আবৃত হইয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দুরবস্থাবলোকনে যেন নেত্রবারি নিক্ষেপ করিতেছে, দুরন্ত শীতের প্রাদুর্ভাবে গাত্রে বায়ু লাগলে যেন কণ্টক বিদ্ধ হয়। বাষ্পীয় জাহাজ ক্রমে তটের নিকটবর্ত্তী হইলে দুইখানি জাহাজ যেন নঙ্গর করিয়া রহিয়াছে, এমন স্পষ্ট দৃষ্ট হইল, পতাকা নিরীক্ষণ করিয়া তাহারা দেখিল, যে জাহাজখানির নাম মেসিডোনিয়া, কি অভিপ্রায়ে মেসিডোনিয়া সে স্থানে আসিয়াছে, ইহা তাহারা মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল। অনতিদূরবর্ত্তী হইলে তাঁহাদের সকল সন্দেহ নিরাকরণ হইল, জিজ্ঞাসা করাতে মেসিডোনিয়ার কর্ণধার কহিলেন ক্ষুদ্র উপসাগর দিয়া গিয়া জেডো উপসাগরে যাইতে আমরা মানস করিয়াছিলাম, কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনায় আমাদের জাহাজ গুপ্ত চড়ায় লাগাতে একেবারে আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, এমন বিপাকে পড়িব আমরা স্বপ্নেও বিবেচনা করি নাই. সহৃদয় কমোডোর পেরি কর্ণধারের এই সকল খেদোক্তি শুনিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া তাহার বিপদ উদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, বাষ্পীয় জাহাজের একদিকে রজ্জু বন্ধন করিয়া বারকয়েক হেঁচকা মারাতে মেসিডোনিয়া শীঘ্র জলে ভাসমানা হইল, তাহাতে তাহাকে যথাস্থানে আকর্ষণ করিয়া রাত্রিতে নঙ্গর করাইলেন।

মেসিডোনিয়া নামক জাহাজ চড়া হইতে উদ্ধিত

হইয়া নির্ব্বিঘ্নে কূল প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা দেখিয়া আমেরিকানদিগের প্রতি জেপানীয়দের বিশেষ শ্রেদ্ধানুরাগ জন্মিল, পূর্ব্বে যেরূপ তাহাদিগের প্রতি সন্দেহ হইয়াছিল এখন আর সেরূপ রহিল না, যাহাতে বিদেশী দর্শকগণের [illegible] অগোচর না হয়, এখন এমন সাবধান তাহারা করিতে আরম্ভ করিল, আমেরিকানদিগের বাষ্পীয় জাহাজ প্রায় দশক্রোশ দূরে ছিল, স্বদেশজাত পাথুরিয়া কয়লা পাঠাইয়া তাহারা তাহার সাহায্য প্রদান করিল। ১৩ই ফেব্রুয়ারি দিবসের প্রাতঃকালে কমডোরের সমস্ত জাহাজ জেডো উপসাগরে উপনীত হইল। পূর্ব্বে একবার আসিয়াছিল বলিয়া ঐ বিশাল জলরাশির পথ তাহাদের অগোচর ছিল না, সমস্ত পথই তাহারা উত্তমরূপ জানিত। অতএব নিশ্চিন্তায় জাহাজ চালাইতে লাগিল। উরাগা হইতে ছয় ক্রোশ দূরে তাহারা নঙ্গর করিলে সত্বর দুইখান গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত পোত তাহাদের অনুবর্ত্তী হইল। সসকুইহেনা নামে আমেরিকানদের একখানি জাহাজ ছিল, জেপানিওদিগের দুইজন প্রধান কর্ম্মচারী তন্নিকটে উপস্থিত হইয়া জেডো গমনে প্রার্থনা করিলে, জাহাজের কর্ণধার কমডোরকে সেই বার্ত্তা কহিলেন, তৎশ্রবণে সুবিজ্ঞ মান্য কমডোর বাড়ন ট্রি নিয়মানুসারে আপনাকে গোপন করিবেন বলিয়া কর্ম্মচারিদিগকে সে জাহাজে গ্রহণ করিলেন না, অপর আর একখানি জাহাজে তাহাদিগের অভ্যর্থনা করিতে কর্ণধারকে কহিলেন তদনুসারে কর্ণধার যথোচিত সমাদর পূর্ব্বক পাউহেটেন নামক একখানি জাহাজে তাহাদিগকে লইয়া গেলেন। জেপানি কর্মচারী [illegible]দিগের যে

সকল কথা বক্তব্য ছিল, তাহা বলিতে আরম্ভ করিল, যথার্থ বিষয় কার্য্যের কথা ব্যতিরেকে তাহারা অপর কোন কথা কহিল না।

পাউহেটন নামক জাহাজে যে কয়েক জন জেপানি রাজকর্ম্মচারী উঠিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এক ব্যক্তি অত্যুচ্চ পদাভিষিক্ত মান্যগণ্যলোক, ইংরাজী কথা কহিতে পারে এমন দুইজন লোক তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিল, পাংশুল শ্বেতবর্ণবস্ত্র তাহাদের পরিধান, প্রথমতঃ তাহারা জাহাজে উঠিয়া ইতস্ততঃ জাহাজের সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী বিশেষরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল, তাহাতে বোধ হইল, যে তাহারা দর্শনীয় সকলবিষয়ের বেশ সংবাদ লইতে আসিয়াছে। যাহাহউক উচ্চপদস্থ জেপান কর্ম্মচারী জাহাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, তাহারা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেল। পূর্ব্বে ইজাইমেন নামে এক ব্যক্তি আমেরিকানদের সহিত সন্ধি করণ সম্বন্ধে বিশেষানুকূল্য করিয়াছিল, অতএব কর্ণধার তাঁহারি কথা সর্ব্বাগ্রে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে উচ্চপদাভিষিক্ত রাজকর্ম্মচারী উত্তর করিলেন, তাঁহার শরীর বড় একটা সচ্ছন্দ নাই, সুস্থ হইলেই আসিয়া কমডোরের সহিত সাক্ষাত করিবেন, তৎপরে আমেরিকানদিগের কয় খানি জাহাজ, তাহাদের নাম কি, কয়খান আসিয়াছে এবং কয়খান বা আসিবে, তাহাদের আকার কি রূপ, পরস্পর এইরূপ অনেক কথার প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর হইতে লাগিল. অবশেষে বিনীতভাবে জেপানীয়েরা কহিল, কমডোরের সম্বর্দ্ধনার্থ আমাদের সম্রাট উরাগাতে দুইজন প্রধান রাজপুরুষকে পাঠাইয়াছেন, এবং আরও জন কয়েক লোক আসিবেন, অতএব অধ্যক্ষ মহাশয় অনুগ্রহ

করিব। যদি সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে বড় ভাল হয়।

এই কথা শ্রবণ করিয়া আমেরিকান কমডোর আদমস্ সাহেব কহিলেন, কমডোর উরাগা যাইতে কখনই সম্মত হইবেন না। জেপানী রাজকর্মচারি উত্তর করিলেন, না হইবে কেন, উরাগা বিদেশীয় লোকদিগের সহিত সন্ধি করণ জন্য সম্রাটের নিরূপিত স্থান, তদ্ভিন্ন অন্য কোন স্থানে সে কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় না। কাপ্তেন আদমস্ কহিলেন, হবে না কেন, সম্রাট এই স্থানেই কমিসনর পাঠাইয়া কেন সন্ধিপত্র সম্পাদন করুন না, সত্য কহিতেছি, আমাদের প্রতিজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়, যে স্থানে আমাদিগের জাহাজ সকল নঙ্গর করা হইয়াছে, সেই স্থানেই সন্ধি হইবে, ইহাতে যদি জেপান গবর্ণমেন্ট সম্মত না হন, তবে আমরা এই উপসাগর পার হইয়া যাইব, প্রয়োজন হয় তো জেডো রাজধানী পর্য্যন্ত যাইতে হইবে। তচ্ছ্রবণে রাজকর্ম্মচারী ভীত হইয়া ওবিষয়ে আর কোন কথা কহিলেন না, মিষ্ট সম্ভাষণে অপরাপর কথা কহিতে লাগিলেন, পরে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন।

পরদিন জেপানীয় রাজকর্ম্মচারিরা পুনরায় পাউ-হেটন নামক জাহাজে উপস্থিত হইয়া কহিল, আমেরিকানদিগের প্রতি আমাদের সম্রাটের কিছু মাত্র বিরুদ্ধভাব নাই, তিনি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করেন, যাহাতে তাহাদিগের অবমানন বা অমর্য্যাদা হয়, এমন কর্ম্মে লিপ্ত হইতে তাঁহার ক্ষণমাত্র ইচ্ছা নাই। অল্পদিনের মধ্যে তিনি কমিসনার প্রেরণ করিয়া কমডোরের সম্বর্দ্ধনা করিবেন; তচ্ছ্রবণে পাউহেটনের

কর্ণধার বলিলেন; করিবেন তো বটে তা আমরা জানি, কিন্তু কোন স্থানে করিবেন তাহা নিশ্চয় হইলে ভাল হয় না। তাহাতে তাহারা প্রত্যুত্তর করিল বোধ হয় কামাকুরা নগরে হইবে। এই কথাতে কাপ্তেন আদমস সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, কল্য তোমরা উরাগাতেই হইবে এমন কৃত নিশ্চয় হইয়াছিলে, আজ একেবারে কামাকুরা উল্লেখ করিতেছ এ কথার অভিপ্রায় কি? হটাৎ এমন স্থান পরিবর্ত্ত কেন হইল। জেপান দেশীয় ভদ্র সন্তানের অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষার ন্যায় বাল্যকাল হইতে শঠতা বিনয়শীলতা এবং চতুরতাদি শিক্ষা করিয়া থাকে, কপটতা ভাব প্রকাশ করিয়া অম্লান বদনে চাতুর্য্য ও প্রতারণার কথা কহে, কিছু মাত্র অস্থির চিত্ত অথবা শঙ্কিত হয় না। অতএব সহাস্যবদনে তাহারা প্রত্যুত্তর করিল, তা জানেন না মহাশয়! সম্রাট উরাগা এবং কামাকুরা উভয় স্থানেই স্থির করিয়াছিলেন, কমাডোর উরাগা যাইতে সম্মত নহেন বলিয়া এই স্থান মনোনীত করা হইয়াছে বোধ হয় অধ্যক্ষ মহাশয় ইহাতে অসন্তুষ্ট হইবেন না।

জেডো উপসাগরের অত্যুচ্চ তীরবর্ত্তী স্থানের নাম কামাকুরা, উহা উরাগার দশ ক্রোশ দূরে আছে, উহারি কাছাকাছাতেই পূর্ব্বে মেসিডোনিয়ান জাহাজ লাগিয়াছিল। ঐ দৈব ঘটনা যোগে কমডোরকে সেই স্থানে কিছু দিন জাহাজ নঙ্গর করিয়া থাকিতে হইয়াছিল বলিয়া তিনি স্থানের বিষয় কিছুমাত্র অজ্ঞাত ছিলেন না। এবিষয়ে কিছু না কিছু অবশ্যই কুমন্ত্রনা এবং ধূর্ত্ততা আছে, এই আশঙ্কা করিয়া তিনি কাপ্তেন আদমসকে এই কথা কহিতে

বলিয়াদিলেন, কানাছুরায় যাওয়া অত্যু সহজ কথা নহে, উহা আমাদের পক্ষে বড় অযোগ্য স্থান। এই বৃত্তান্ত কহিয়া আদমস [illegible] এবং নিকটবর্ত্তী স্থান নিয়োগের বিষয় উল্লেখ [illegible] জেপানীর রাজ কর্ম্মচারী সম্রাটের অনুজ্ঞায় উরাগাকেই যাইতেহইবে, এইকথা পুনঃ২ কহিতে লাগিলেন, তাহাতে আদমস বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন আমরা বর্ত্তমান স্থান পরিত্যাগ করিয়া কখনই স্থানান্তরে যাইব না, যদি কোন উচ্চপদস্থ রাজ পুরুষ আমাদের সহিত সাক্ষাত করিতে চাহেন; তবে এই স্থানেই করিতে হইবে। এই রূপ অনেক প্রকার বাগ্বিতণ্ডা হইতে লাগিল, অবশেষে কাপ্তেন আদমস কহিলেন, অধিক বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই, আমেরিকানেরা যেস্থানে এক্ষণে অবস্থিতি করিতেছে সেস্থানে কমডোরের সহিত সাক্ষাৎ করণে তোমাদের আপত্তিটা কি তাহা লিখিয়া দেখাইতে পার। জেপান রাজকর্ম্মচারী এবিষয়ে স্বাভিমত প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আমাদের যে যে বিষয় জিজ্ঞাস্য কাপ্তেন আদমস যদি তৎ প্রত্যুত্তর লিখিয়া প্রদান করেন, তবে আমরাও আমাদের আপত্তি কি? তাহা লিখিয়া জানাইতে পারি। টকসুরো নামে একজন ওলন্দাজ উকীল জেপানীয়দের সঙ্গে ছিল, প্রধান কর্ম্মচারির সঙ্গে সে ব্যক্তি কিয়ৎক্ষণ পরামর্শ করিয়া এই কথা লিখিল, উরাগার নিকটবর্ত্তী সোরাহানা নগরে যখন আমেরিকান অধিপের পত্র আমরা গ্রহণ করিয়া ছিলাম, তখন সেই স্থানেই তোমরা আমাদের প্রত্যুত্তর লইবে না কেন? কাপ্তেন আদমস উত্তর লিখিলেন, কিকারণে কমডোর সেস্থানে

যাইতে সম্মত নহেন, তাহা আমি বলিতে পারি না, কেবল এক মাত্র কারণ এই, জাহাজ লঙ্গর করণ পক্ষে সে স্থান সর্ব্ব বিষয়ে সুবিধাজনক নহে, তথায় নানাবিধ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।

আদম্‌সের কথার ভাবে জেপানীয়েরা কিছু সশঙ্ক চিত্ত হইল, আমেরিকানেরা বৈরতাচরণ করিবে, মনের এই সন্দেহ করিয়া তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, জেপান গবর্ণমেণ্টের আমাদের প্রতি সম্পূর্ণ সখ্যতাভাব আছে, কিন্তু কমোডোরের সেভাব আমাদের প্রতি আছে কি না? কাপ্তেন আদম্‌স সাধ্যানুসারে তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া কহিতে লাগিলেন, আমি তোমাদিগকে নিশ্চয় কহিতেছি, বন্ধুত্ব করণ ব্যতিরেকে আমেরিকানেরা অন্য কোন অভিপ্রায়ে এদেশে আসে নাই, জেপান গবর্ণমেণ্টের সহিত কুশলে বাণিজ্য সম্পর্ক হয়, ইহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছা, তবে সম্রাটের প্রস্তাবে তাঁহারা যে সম্মত হইতেছেন না, তাহার কারণ এই, অনেক ভদ্র সন্তান, কর্ম্মচারী এবং সৈনিক পুরুষ হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই দিকে আসিয়াছে, ঐ বাণিজ্যানুরাগী আমেরিকানদিগের প্রধান ধন যে জাহাজ এবং নাবিকগণ, তাহাও আনা হইয়াছে, এ সমস্ত কিসে নির্বিঘ্ন এবং নিরাপদ থাকে, কমোডোর অহর্নিশি এই চিন্তা করেন, অধিক কি বলিব, অনুপযুক্ত স্থানে গেলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া তিনি যাইতে সম্মত হইতেছেন না, আর অন্য কোন কারণ নাই। এই কথাতে জেপানীয়দের কিছু সন্দেহ নিরসন হইলে, তাহারা কহিল, মন্ত্রী পদের উপযুক্ত

কমোডোরের সহিত সাক্ষাৎ করণান্তর সকল বিষয় স্থির করিবেন, আমরা এক্ষণে বিদায় প্রার্থনা করি। আদমস কহিলেন, যদি আইসেন তবে যেন এই জাহাজেতেই আসেন। [illegible] জেপানি কর্ম্মচারী বলিলেন, ইহা অঘটন ঘটনের ন্যায় দুঃসাধ্য বোধ হইতেছে। আমেরিকান কর্ণধার প্রত্যুত্তর করিলেন [illegible] রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ প্রায় রাজ [illegible] ইহা সকল দেশেই রীতি আছে। তোমাদিগের [illegible] যদি জাহাজে আসা অঘটন ঘটনা হয়, তবে কমোডোর নিজে রাজধানী জেডোতে যাইয়া একর্ম্ম সমাধা করিবেন। এই কথাতে তাহারা মুখ ভঙ্গিমা দ্বারা সাতিশয় বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিল, জেডো রাজধানীতে তোমাদের কখনই যাওয়া হইবে না, আমরা ভূয়ো ভূয়ো নিষেধ করিতেছি, জেডোতে তোমাদের কখনই যাওয়া হইবে না। যাইবার সময় জেপানিয়েরা কর যোড় পূর্ব্বক নিবেদন করিল, মহাশয় আপনারা সেস্থলে কোন বোট বা নৌকা পাঠাইবেন না, আর, জেডো প্রভৃতি উপসাগরে আপনাদিগের নাবিকগণ যাইয়া যাজ রজ্জু দ্বারা জলের যে রূপ তত্ত্বাবধারণ করিতেছে, সে রূপ যেন আর না করে, কেন না তদ্দ্বারা পদে পদে জেপান গবর্ণমেন্টের অবমানন করা হইতেছে। আদমস কহিলেন, এরূপ অঙ্গীকার আমরা করিতে পারি না। কমডোর ভবিষ্যৎ সুখ সচ্ছন্দ লালসায় ঐ কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা করিয়া থাকেন, উহাতে শুদ্ধ আমেরিকার নয়, সর্ব্ব দেশীয় সমস্ত বণিক সম্প্রদায়েরই উপকার হইতে পারিবে, আমাদের লিখিত বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া তাহারা

ম্যাসিডোনিয়ন জাহাজের ন্যায় আর কেহ বিপদে পড়িবে না। এমন সুযোগ পরিত্যাগ করা উচিত নয়, তোমরা উৎকণ্ঠিত হইও না, জাতি হিংসা বৃত্তি একেবারে উন্মূলন কর, আমরা স্পেন রাজ্যের ইষ্ট বই অনিষ্ট করিতে আসি নাই।

কিয়দ্দিন বিলম্বে উক্ত পদস্থ প্রধান রাজপুরুষ আসিয়া কমোডোরের সহিত কথোপকথন করনানন্তর সকল বিষয় স্থির করিবে, এই কথা বলিয়া স্পেনিয়রা গিয়াছিল বটে, কিন্তু পর দিন প্রাতঃকালেই কয়েক রাজ কর্ম্মচারী পাউহেটান নামক জাহাজে আসিয়া উপস্থিত হইল। কমডোর পূর্ব্ব দিবস পীড়িত ছিলেন, একারণ তাহারা প্রথমে আসিয়াই তিনি কিরূপ আছেন তাহার তত্ত্বাবধান করিয়া পরে কহিল আমাদিগের কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ এই, মহাশয়দিগের কোন অভাব থাকে বলুন, কাষ্ঠ জল প্রভৃতি জাহাজের উপযোগী যে কোন বিষয়ের অভাব হইবে, আমরা সাধ্যমতে সে সকলই সংপূরণ করিব। আমেরিকানেরা বলিল, তোমাদিগের প্রস্তাবে আমরা বড়ই বাধিত হইলাম, সম্প্রতি আমাদিগের কিছুরই অভাব নাই, দিন কয়েক পরে মৎস্য, ডিম্ব, এবং কিছু ব্যঞ্জন সামগ্রীর প্রয়োজন হইবে, আমরা মূল্য দিতে প্রস্তুত আছি, তোমরা ক্রয় করিয়া আনিয়া দিলে উপকৃত হইব। এই কথা শুনিয়া স্পেনিয়ার্ডেরা কহিল, সামান্য বিষয়ের নিমিত্ত মূল্য গ্রহণ করিতে আমাদের আদেশ নাই, যদি উপঢৌকন রূপে আপনারা উহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করেন তবে এখনই আনিয়া দিতে পারি। এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, ক্রমে তাঁহাকে কহিতে

পাউহেটন জেডো উপসাগর ১৮ ফিব্রুয়ারি ১৮৫৪ শাল।

সকল দেশে যে রূপ রীতি আছে, তদনুসারে কমডোর পেরি রাজধানী জেডো নগরে যাইবার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

"আমাদিগের জাহাজ যেরূপ প্রকাণ্ডাকার এবং উহার মূল্য যে রূপ অপরিসীম, উরাগাতে যাওয়া কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ হয় না এবং এস্থানেও অধিক দিন থাকাও উচিত নয়, জেডো উপসাগর পার হইয়া রাজ ধানীর সমিপবর্ত্তী হওয়া যেন বিধেয় বোধ হইতেছে, কারণ সে স্থানে গেলে আমাদের জাহাজ সকল নিরাপদ এবং নির্ব্বিঘ্ন হইবে।"

"যদ্যপি প্রধান কমিসনার উপযুক্ত মর্য্যাদাবিশিষ্ট এক জন লোক প্রেরণ করিয়া আমাদের প্রধান কর্ণধার ক্যাপ্তেন আদম্‌সের সহিত এই সমীপবর্ত্তী সাগর তটে সাক্ষাত করান, তবে কোন্ সময়ে ও কোন্ স্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে, তাহা যেন নিশ্চিত হয়, আগামি মঙ্গলবারে মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত যেন আমরা বিষয়ের সম্বাদ পাই।"

"যদ্যপি কমিসনরের ইচ্ছা হয়, কমডোর পরম আহ্লাদের সহিত একখানি জাহাজ প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে এই দর্শন যোগ্যস্থানে আনয়ন করিতে পারেন, আর কর্ম্ম সমাধা হইলে পুনর্ব্বার ঐ জাহাজ দ্বারা তাঁহাকে উরাগাতে প্রেরণ করিতে পারেন।"

"কমিসনারের প্রেরিত লোক যখন ক্যাপ্তেন আদম্-সের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন, তখন যেন তাঁহার কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরিত একখানি পত্র আনয়ন করেন,

না জানিলে তাঁহার প্রতি আমাদের বিশ্বাস হইবে না।”

আমেরিকান কর্ম্মচারিদিগের নিকট হইতে এই পত্র গ্রহণ করিয়া জেপানিয়েরা স্বস্থানে প্রস্থান করিল, তদ্বিষয়ে আর কোন তর্ক বিতর্ক করিল না, মনে করিল আগে প্রধান রাজপুরুষদিগকে এই পত্র দেখাইলে তাঁহারাই ইহার যথাযথ বিবেচনা করিবেন। যাইবার সময় কেবল এই কথাটি জিজ্ঞাসা করিয়া গেল, জেপান গবর্ণমেন্ট গত বৎসর নেগ্যাসকাই নিবাসী ওলন্দাজদিগের দ্বারায় কমডোরকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা তিনি পাইয়াছেন কিনা? এপ্রস্তাবের কোন কথা প্রকাশ করিলে বলেন, কাপ্তেন আদমস্‌র এমন ক্ষমতা ছিল না, সুতরাং তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, তোমরা ও কথা আমায় জিজ্ঞাসা করিও না, ও সকল বিষয়ে কথা কহিতে আমার অধিকার নাই।

অনন্তর দুই দিন পরে জেপান দেশীয় প্রধান কমিসনার নিম্ন লিখিত ক্ষুদ্র পত্রখানি কমডোরকে লিখিয়া পাঠাইলেন। “জেপান বিশ্বরের অনুজ্ঞাক্রমে আমেরিকা খণ্ডীয় ইউনাইটেড ষ্টেটসের রাজ কর্ত্তৃপক্ষের প্রেরিত দূতকে হর কামাকুরা নড়ুরা উরাগাতে আমরা সম্বর্দ্ধনা করিতে বাধ্য হইয়াছি, সেই স্থানেই সাক্ষাৎ হইলে, বাণিজ্য বিষয়ক সন্ধির নিয়ম করিয়া তাহাতে জেপানীয় এবং আমেরিকান জাতির যে যে উপকার হইবার সম্ভাবনা সে সকল কথাই হইবে, এখন সে বিষয়ের আন্দোলনে আবশ্যক নাই। যাহা লিখিতেছি তাহা সত্যই লিখিতেছি।”

কমডোর পেরি এই পত্র খানি প্রাপ্ত হইয়া

তৎপ্রত্যুত্তরে সামান্যরূপ এই কথা লিখিয়া প্রেরণ করিলেন, যে কারণে কমডোর উরাগাতে গমন করিতে পারেন না, তাহা পূর্ব্ব পত্রে সুবিদিত হইয়াছে। আমেরিকার কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ এই, জেডো নগরে সম্রাটের প্রত্যুত্তর পত্র তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

জেপানিয়েরা ঐ পত্র গ্রহণ করিয়া এই কথা বলিল, আমরা অঙ্গীকার করিতেছি, কমিসনারের দ্বারা যাহা হউক এক প্রকার মিমাংসা করিয়া কল্য প্রাতে পুনরায় প্রত্যাগমন করিব. কাপ্তেন আদম্‌স কহিলেন, এ সামান্য বিষয় লইয়া এত ব্যস্ত হওয়া এবং সর্ব্বদা যাওয়া আসা করণের আবশ্যক নাই. কল্য প্রাতঃকালে উরাগাতে যাইতে আমি মনস্থ করিয়াছি, আমাদের অধ্যক্ষ মহাশয়ও এবিষয়ে অনুমোদন করিয়াছেন, আমি স্বয়ং যাইয়া এবিষয়ের স্থির করিয়া আসিব। এই নিয়ম স্থিরীকৃত হইলে, কাপ্তেন আদম্‌স কতক গুলি সৈন্য সঙ্গে লইয়া পরদিন জাহাজ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইলেন। উপনীত হইবামাত্র [illegible] জেপান কর্ম্মচারী আসিয়া, তাঁহাকে আহ্বান করিয়া একটি কাষ্ঠময় অট্টালিকাতে [illegible] অট্টালিকা [illegible] নির্ম্মিত. [illegible] মাদুর [illegible] দুইদিককার প্রাচীর [illegible] পরিলিপ্ত [illegible]ছে, [illegible] অতি সূক্ষ্ম লোম [illegible] জিত, লোকের [illegible] দিয়া উপবেশন [illegible] উচ্চ, এরূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল যেখানে [illegible] একটি প্রশস্ত মেজ, মেজটির কিয়দংশ অত্যুৎকৃষ্ট চিত্র বিচিত্র পট্ট বস্ত্রে মণ্ডিত, এবং অপরাংশ নানাবর্ণের কিত

দ্বারা পরিভূষিত, দেখিলে চক্ষের পাপ দূর হয়।

বামপার্শ্বে উপবেশন করা জেপানীদিগের মতে অতিশয় সম্ভ্রমসূচক হয়, অতএব আমেরিকানেরা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলে, বিশেষ সম্মান পূর্ব্বক তাহারা তাঁহাদিগকে ঐ দিকে বসাইল। অনন্তর জেপানদেশীয় যুবরাজ দুইজন প্রতাপশালী মান্য গণ্য লোককে সঙ্গে লইয়া যবনিকা উন্মোচন করত অপর একটী কোঠা হইতে বহির্গত হইলেন, দর্শনমাত্র উরাগারের শাসনকর্ত্তা প্রভৃতি প্রধান অপ্রধান যত জেপানি কর্ম্মচারী ছিল, সকলে হাঁটু পাতিয়া বসিয়া নমস্কার করিল, যদবধি উভয় জাতির পরস্পর সম্দর্শন সমাপ্ত না হইল, তদবধি তাহারা ঐ ভাবে মৃত্তিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হেট মাথায় বসিয়া রহিল। রাজপুত্র এবং তাঁহার অমাত্য দ্বয় আমেরিকানদিগের দক্ষিণপার্শ্বে উপবেশন করিলে, প্রায় পঞ্চাশং জেপানীয় সৈন্য আসিয়া তাঁহার পশ্চাভাগে করযোড় পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিল।

যুবরাজের অতি সুন্দর পট্টবস্ত্রে পরিচ্ছদ, সুপ্রসন্ন এবং সুবুদ্ধি জ্ঞাপক বদন মণ্ডল, সুমধুর বচন এবং অঙ্গ ভঙ্গিমার দ্বারা সকলেই বিমোহিত হইল। অনন্তর তিনি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কাপ্তেন আদমসকে কহিলেন, আপনকার শুভাগমনে আমি বড়ই পরিতুষ্ট হইয়াছি। এক জন ওলন্দাজ এই কথা ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া আদমসকে জানাইলে, আদমস হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার করিয়া যথাবিহিত শিষ্টাচার প্রকাশ করিলেন। তৎপরে কি আমেরিকান, কি জেপানি, কি ওলন্দাজ, যে সকল লোক তথায় সমুপস্থিত ছিল, সক-

সেই পাত্রোত্থান পূর্ব্বক মস্তক অবনত করিয়া পরস্পর অভিবাদন করিল। অনন্তর আমেরিকান দূত বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন,জাহাজের পক্ষে উরাগ কোনমতে উপযুক্ত স্থান নহে, তথায় নঙ্গর করিলে, নানাব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। তৎশ্রবণে জেপানিয়েরা প্রত্যুত্তর করিল, সম্রাটের আজ্ঞায় আপনাদিগের অধ্যক্ষ সেই স্থানে সম্বর্দ্ধিত হইবেন, এবং পত্রের ও উত্তর সেই স্থানে দেওয়া যাইবেক, ইহাতে আমাদিগের আর কোন বক্তব্য নাই। কাপ্তেন আদমস্ এ বিষয়ের আর কোন কথা না কহিয়া আপনার নামাঙ্কিত একখানি তাশ যুবরাজের হস্তে দিলেন. এবং যুবরাজের নামাঙ্কিত তাশের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। অপেক্ষণ বিলম্ব করে, দেওয়া যাইবে, এই কথা বলিয়া জেপানীদিপ যবনিকা উন্মোচনকরত অপর একটী প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন, আর বলিলেন মহাশয় ক্ষমা প্রার্থনা করি, অল্প যে বিলম্ব হইবে সেজন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না।

অনন্তর রাজানুসঙ্গী লোক সকলে হস্তে চীনদেশোদ্ভব অতিসুন্দর এক একটী পাত্র লইয়া আমেরিকানদিগকে চা দিতে লাগিল, কাষ্ঠের বাসনে ঐ চাপাত্র সকল স্থাপিত ছিল, তাহার শোভার কথা কি কহিব, স্বর্ণ এবং রৌপ্যের কৃত্রিম পুষ্প দ্বারা উহার চতুষ্পার্শ্ব এমনি পরিমণ্ডিত যে সহসা তৎপ্রতি দৃষ্টি করা যায় না উজ্জ্বল্য প্রযুক্ত চক্ষু আপনা মুদিতে থাকে। এইরূপে চা প্রদান করিয়া এলক্ষাজ উঁহাদের কহিল, মহাশয়গণ! এ অতি সামান্য খাদ্য, আপনাদিগের উপযুক্ত নহে, অনুগ্রহ পুর্ব্বক যদি গ্রহণ করেন, তবে আমরা বড়ই বাধিত হই। পরক্ষণে এইভাবে কথা কহিতে

কহিতে জেপানিয়েরা আমেরিকানদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনাদের প্রধান কর্ম্মচারীদের নাম কি? উরাগায় আসিয়া আপনারা সন্তুষ্ট হইয়াছেন কিনা? আমেরিকাধিপতির পত্রের প্রত্যুত্তর গ্রহণ বিষয়ে এস্থান উপযুক্ত কি না। এই বিষয়টি তাঁহাদিগের মুখ্য অবিধেয়, অতএব যতকথা কয় সকলেতেই কেবল ঐ অভিপ্রায় প্রকাশ করে। আমেরিকান জাহাজ জেডোর সন্নিধানে আইলে আমাদের অনিষ্ট হইবে, এই আশঙ্কায় কেবল তাহারা নিষেধেরই কথা কয়, কিসে আমাদের অভিপ্রেত লাভ হইবে কেবল এই চেষ্টাই করে। কাপ্তেন আদমস তাহাদিগের নিতান্ত দার্ঢ্য এবং উত্তেজনা দেখিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, কমোডোরের হস্তাক্ষরিত এক খানি পত্র আমার নিকট আছে, তিনি তোমাদের প্রস্তাবে কখনই সম্মত হইবেন না। কেন তোমাদের কি স্মরণ নাই, উরাগাতে নঙ্গর করিয়া পূর্ব্বে ভেগেণ্ডিয়া জাহাজের কি দুরবস্থা হইয়াছিল, এখন তো প্রবলতর ঝড় বৃষ্টির সময়, আমাদের কিছু একখানি জাহাজ নয় অনেক গুলি, এমন সময়ে ওস্থানে থাকিলে আর কি নিষ্কৃতি আছে, তোমরা কি অসম্ভব অনুরোধ করিতেছ, বিপদ পড়িলে তোমরা কি আমাদিগকে হাত দিয়া রক্ষা করিবে।

এই রূপ কথা বার্ত্তা হইতেছিল, এমত সময়ে যুবরাজ বহির্গত হইয়া আপনার নামাঙ্কিত তাশখানি আদমসের হস্তে দিলেন, „ হায়েষাই ডেকাকু নোকামি ” অর্থাৎ ডেকাকুর অধিপতি হায়েষাই, তাহাতে এই নাম লেখাছিল। আদমস উহা প্রাপ্ত হওনানন্তর কমোডোরের পত্রখানি তাঁহার হস্তে দিলেন, দিয়া কহিলেন, মহাশয় বিবেচনা

করুন, নির্ব্বিঘ্ন * নিরাপদ স্থান আমাদিগের জাহাজের পক্ষে অত্যাবশ্যক বিষয়, এবিষয়ের যেন অন্যথা না হয়। যুবরাজ ঐ পত্র প্রাপ্ত হইয়া উহার মর্ম্মাবগত হইবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার অমাত্যবর্গের সহিত আর একটী গোপন গৃহে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর নানাবিধ মিষ্টান্ন সামগ্রী বিবিধপ্রকার ফল আর চা দুগ্ধ মিছ্‌রি লইয়া জন কয়েক পরিচারক আসিল, আসিয়া সভাস্থ লোকদিগকে তাহা পরিবেশন করিতে লাগিল। সভ্যেরা খাইতে খাইতে কহিতে লাগিলেন, কমডোরের অভ্যর্থনার নিমিত্তে এই গৃহটি বিশেষরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে. আহা ইটি কি সুন্দর গৃহ, আমাদের দেশে অনেক সম্ভ্রান্ত বণিক বাণিজ্যার্থে আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সম্রাট এতাদৃশ সুন্দর বাটী কাহার নিমিত্ত প্রস্তুত করেন নাই। কেহ বলিলেন, এখান নদীর জল অধিক হইবে। আমেরিকানদিগকে স্বমতে নিবার নিমিত্ত এইরূপ কতজনে কতকথা কহিতে লাগি কিন্তু কাপ্তেন আদমস্‌ তাহাদের কথাতে কর্ণপাত করিলেন না, তাহারা যত কমডোরকে তথায় আনিবার নিমিত্ত তাহাকে সাধ্য সাধনা করে, যত তাহাকে তত্রস্থ নদীর জল মানরজ্জুর দ্বারা পরিমাণ করিতে কহে, ততই তিনি উরাগা নানা বিপদের আকর বলিয়া তাহাদের সমস্ত কথা কাটিয়া দেন। কাপ্তেন আদমসের সহিত এই রূপ বাগ বিতণ্ডা হইতেছে, এমত সময়ে যুবরাজ তিন জন সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত বহির্গত হইয়া কহিলেন, আমি আপনাদিগের অধ্যক্ষের প্রেরিত পত্র খানি তিন চারি বার পাঠ করিয়াছি, কিন্তু এ বড় কঠিন

প্রস্তাব, আমা অপেক্ষা উচ্চ পদাভিষিক্ত রাজকর্ম্মচারী দিগের সহিত পরামর্শ না করিয়া সহসা এবিষয়ের প্রত্যুত্তর দিতে পারি নাই; সম্রাট ত্বরায় তাহাদিগকে এই উরাগাতে প্রেরণ করিবেন, আপনারা তিন দিন কাল বিলম্ব করুন। তৎশ্রবণে কাপ্তেন আদমস্ কহিলেন, মহাশয় আপনাদিগের মনোগত ভাব কি তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন, অনৃত আশা দিয়া মনুষ্যকে সন্দিগ্ধ রাখা উচিত নয়, ক্রমে প্রবল বায়ু হইতেছে, উপসাগরে আর অধিক কাল জাহাজ রাখিলে বিপদ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা আছে, বিশেষ অনেক দিন আমরা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি. জেপানের সহিত কতদূর পর্য্যন্ত সন্ধি হইল সেসংবাদ এত দিন পর্য্যন্ত প্রেরণ করা হয় নাই. কমডোর এজন্য বড়ই চিন্তিত আছেন, তিনি আমেরিকাতে শীঘ্র একখানি জাহাজ পাঠাইয়া দিবেন, তাহা হইলে আর যে জাহাজ সেখান হইতে আসিতেছে, তাহা আর আসিবে না, অতএব এবিষয় যাহাতে শীঘ্র নিষ্পত্তি হয় তাহা আপনারা করুন, নতুবা ভবিষ্যতে মন্দ বই ভাল হইবে না। এইরূপ কথোপকথন হইলে পর, যুবরাজ অমাত্য বর্গের সহিত বিনীত ভাবে আদমস্কে নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ভেণ্ডেলিয়া নামক জাহাজে কাপ্তেন আদমস উরাগাতে গিয়াছিলেন, সভা ভঙ্গকরণান্তর স্বস্থানে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করেন, এমত সময়ে প্রবল ঝটিকা উপস্থিত হইল, বায়ুর প্রভাবে উপসাগরের সমস্ত বারি উথলিত হইয়া প্রবল তরঙ্গহিল্লোল উঠিল। তদ্দর্শনে কাপ্তেন আদমস্ জাহাজে আর চড়িলেন না, বিলম্ব

করিয়া নিকটস্থ স্থান সকল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না, জেপানের কর্তৃপক্ষ সভাগৃহের পথ ঘন বস্ত্রের যবনিকা দ্বারা এমনি আবরণ করিয়াছিলেন যে উর্দ্ধ আটফিটের অধোভাগে কি আছে, হঠাৎ তাহা দৃষ্ট করা দুষ্কর, কেবল উচ্চ উচ্চ পাহাড়ের উপরিভাগে বহুসংখ্যক স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকাগণ আমেরিকানদিগকে দেখিবার নিমিত্ত যে ব্যগ্র হইয়া ধাবমান হইতেছিল, তিনি শুদ্ধ তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। বায়ু স্থির হইলে, আদমস্ অনুসঙ্গি-লোকদিগের সহিত জাহাজে আসিবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমত সময়ে আমেরিকানদিগের পাত্রে যে সকল অবশিষ্ট খাদ্যসামগ্রী ছিল, জেপানিয়েরা দেশীয় রীত্যনুসারে তাহা একখানি কাগচে মুড়িয়া তাঁহার হস্তে প্রেরণ করিল, কাপ্তেন সাহেব ঐ উচ্ছিষ্ট সামগ্রী সকল গ্রহণ করিতে অশ্রদ্ধা করিলেন না, যে দেশের যে আচার, এই বিবেচনায় তাহা সমাদর পূর্ব্বক লইলেন। তিনি ঘাটে আসিলে জেপানিয়েরা সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাকে আপনাদিগের নৌকাতে লইয়া জাহাজের সন্নিধানে যাইতে চাহিল, কিন্তু পাছে কিছু ধূর্ত্ততা করে, এই ভয়ে তিনি তাহাদের নৌকায় আরোহণ করিলেন না, অনুসঙ্গিলোকদিগকে তদ্দ্বারা পাঠাইয়া আপনি ভেণ্ডেলিয়ার ক্ষুদ্র একখানি বোটের দ্বারা গেলেন। তাঁহার অনুসঙ্গি লোকেরা জেপানি নৌকার সৌন্দর্য্য, এবং তৎশিল্পকরদিগের শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইল বটে, কিন্তু তাহার দাঁড়ের একটি বিশেষ প্রভেদ দেখিয়া তাঁহাদের সমুদয় কৌতূহল ভয়ের নিমিত্ত হইল,

মানুষের মাথার খুলিতে দাঁড় করিয়া মানবে যে নৌকা বহন করে, এব্যাপার তাহারা জন্মাবধি কখন দেখে নাই। জেপানী নৌকাতে ইহা প্রথম দেখিয়া তাহারা সাতিশয় শঙ্কিত হইল।

পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ভেণ্ডেলিয়া জাহাজ উরা-গাতে অবস্থিতি করিতেছিল, ইত্যবসরে ইজাইমেন নামক একজন প্রধান রাজকর্ম্মচারী তথায় উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বে যখন আমেরিকানেরা জেপানে আগমন করেন, তখন ঐ ব্যক্তি বিশেষ আত্মীয়তা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। কাপ্তেন আদমস্ তাঁহাকে দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কারণ এবারে তাঁহার সহিত সাক্ষাত না হওয়াতে, তিনি মনে করিয়াছিলেন যে জেপানগবর্ণমেণ্ট তাঁহার ভূতপূর্ব্বকর্ম্ম অনুমোদন করেন নাই, হয় তো তাঁহার অপমান করিয়াছেন, নতুবা তিনি মান সম্ভ্রম রক্ষার্থ জেপানের রীত্যনুসারে আত্মহত্যার দ্বারা সাংসারিক সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। যাহা হউক, আদমস্ বিনীতভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! এখানে আসিয়া পর্য্যন্ত আমরা আপনকার সহিত সাক্ষাতের প্রতীক্ষা করিতেছি, এত দিন আপনার আসা হয় নাই কেন? তিনি উত্তর করিলেন, কিছুদিন আমি শারীরিক অসুস্থ ছিলাম, পরে রাজকর্ম্মের এমনি গুরুতর ভার আমার প্রতি পড়িয়াছিল যে আমার মাথা চুলকাইবার অবকাশ ছিল না, আজি আমার কি সুপ্রভাতা রজনী, তোমাদের সহিত সাক্ষাত হওয়াতে আমি যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি তাহা বলিতে পারি নাই। এইরূপ শিষ্টাচার এবং প্রণয় প্রদর্শন

করাতে, তিনি যে একজন প্রকৃত ভদ্রলোক, কাপ্তেন আদম্‌সের ইহা স্থির উপলব্ধি হইল। কথোপকথন করিতে করিতে ইজাইমেন আদম্‌সকে আরও কহিলেন, সামান্য বিষয়ের নিমিত্ত আপনারা এত ব্যস্ত এবং উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন কেন? জেপানের সম্রাট আপনাদিগের প্রতি যে বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি করেন, ইহা আমি উত্তমরূপ জানি, কমোডোরের মানস সিদ্ধ হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে কিনা রাজ আজ্ঞা, অধ্যক্ষ মহাশয় উরাগাতে একবার আসিলে যদি সম্রাট সন্তুষ্ট হন, তবে তাহাতে তাঁহার ক্ষতি কি? আপনি কমোডোরকে এই কথাগুলি বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিউন। আমি আপনাদিগের হিতাম্বেষী, কল্যই একজন উচ্চপদাভিষিক্ত রাজকর্ম্মচারিকে প্রেরণ করিয়া যাহাতে কমোডোর পত্রের উত্তর পান তাহার বিহিত চেষ্টা করিব, সম্রাটকে অনুরোধ করিলে বোধ হয় একথার অন্যথা হইবে না। এই কথা বলিয়া তিনি বিদায় হইলেন। কাপ্তেন আদম্‌স এই সমাচার লইয়া ভেণ্ডেলিয়া নামক জাহাজ জেডো উপসাগরের অভিমুখে চালাইতে লাগিলেন, আমেরিকানদিগের আর আর জাহাজ যেখানে ছিল, তিনি সেই স্থানেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কাপ্তেন আদমসের বিলম্ব হওয়াতে কমোডোর বিবেচনা করিতেছিলেন, উরাগাতে যাইয়া বুঝি তাঁহার কর্ম্ম সিদ্ধ হয় নাই, অতএব এত দিন যে ভয়ের কথা জেপানীদিগকে বলা যাইতেছে, তাহা এখন নিষ্পাদন করাই বিধেয়। এই বিবেচনায় যেস্থানে গেলে মাস্তুলের উপরিভাগ হইতে জেডো নগর দেখা যায়, যেস্থান হইতে

[illegible] রাত্রিকালীন ঘণ্টাধ্বনি স্পষ্টরূপে শ্রুত হইয়া থাকে, তিনি সেই স্থানে জাহাজ সমূহ স্থানান্তরীকৃত করিলেন। সর্ব্বসময়ে সাবধান করিবার নিমিত্ত জাহাজের [illegible] নৌকা সকল অগ্রসর হইয়া স্থানে স্থানে জল পরিমাণ করিতেছিল, নাবিকগণ রাজধানীর অনতিদূরে [illegible] সকল নজর করিবার উপক্রম করিতেছিল, এমত সময়ে কাপ্তেন বারনস জেগোনিয়া জাহাজ লইয়া তথায় উপস্থিত হওয়ানন্তর যুবরাজের নিম্নলিখিত পত্র-খানি কমোডোরের হস্তে দিলেন।

মহামহিম শ্রীযুক্ত কমোডোর পেরি আমেরিকান
জাহাজাধ্যক্ষ মহাশয় মহিমাকরেষু।

সবিনয় নিবেদনমিদং মহাশয়! আপনকার প্রেরিত পত্র খানি পাঠ করিয়া আদ্যোপান্ত তাবৎ বিবরণ অবগত হইলাম। প্রত্যুত্তরে নিবেদন করিতেছি, ইউরোপ এবং আমেরিকার রীত্যনুসারে জেডো নগর যাওয়া আপনকার বিহিত বটে, কিন্তু জেপানদেশীয় প্রথানুসারে আপনকার সেখানে যাওয়া উচিত বোধ হইতেছে না, কারণ বিহিত বিধানে মহাশয়কে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত এস্থানে একটী গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, আপনি যেরূপ উচ্চপদাভিষিক্ত, তদ্রূপ উচ্চপদস্থ ব্যক্তি সকল আপনার সম্বর্দ্ধনা করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা মহাশয়ের মহত্ত্ব প্রযুক্ত বিশেষ সমাদর করিয়া থাকেন। সম্রাট বিদেশীলোকদিগের কি রীতি নীতি তাহা অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই, একেবারে আমাদিগকে উরাগায় প্রেরণ করিয়া এই আজ্ঞা দিয়াছেন, তোমরা ঐ স্থানে আমেরিকার নাবিক অধিপতির সহিত সাক্ষাত

করিয়া বিশেষরূপে তাঁহার সম্মান করিবে, আর যে কোন বিষয়ের তাঁহার অভাব হয়, তাহা সাধ্যমতে সংপূরণ করিবে, এই রাজআজ্ঞা অবহেলন করা বোধ হয় আপনকার মহত্ত্বের কর্ম্ম নয়। মহাশয়! আপনি অতি বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান, এবং ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি, অধিক আপনাকে কি লিখিব, স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে অনায়াসেই আপনি এবিষয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিবেন, জাহাজে আসিয়া জেপান গবর্ণমেণ্টের প্রস্তুত গৃহমধ্যে আপনি আমাদিগের সহিত সাক্ষাত করেন, ইহা শুদ্ধ রাজার ইচ্ছা নয়, আমাদেরও সম্পূর্ণ ইচ্ছা, বোধ হয় এ কামনা আপনি আমাদের নিষ্ফলা করিবেন না। পরমেশ্বর আপনকার মঙ্গল করুন, আপনি তাঁহার কৃপায় সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য সম্ভোগ করিয়া পরম সুখে কালযাপন করুন, কিমধিক নিবেদনমিতি ২৭ সে মার্চ্চ ১৮৫৪।

নিতান্তানুগত ভৃত্য

শ্রীহেদামাই ডেকাকু নোকামি।

কাপ্তেন আদমস উপস্থিত হইলে তাহার কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে ইজ্রাইমেন তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি কহিলেন, উচ্চপদাভিষিক্ত রাজ কর্ম্মচারী কমডোরকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার প্রত্যুত্তর লইতে আমার আসা হইয়াছে, কিন্তু তাহার কথার ভাবে সে অতিপ্রায় বোধ হইল না। কমডোরের উরাগা যাইতে ইচ্ছা আছে কি না প্রথমে তিনি একথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে জাহাজস্থ অপরলোক সকল প্রত্যুত্তর করিল, না তাহার ইচ্ছা নাই, অতএব তিনি ক্ষুদ্ধ চিত্ত হইয়া আমেরিকানদিগকে কহিলেন, নাই

[illegible] আর [illegible] তোমাদিগের কিছি [illegible] অভাব আছে তাহা বল, রাজ আজ্ঞায় সে সকলি সংপূরণ হইবে। আমেরিকানেরা বলিল আমাদের বিশেষ অভাব কিছুরই নাই, [illegible] মধ্যে কেবল জল ও কাষ্ঠের প্রয়োজন হইয়াছে, ইজাইমেন প্রত্যুত্তর করিলেন, জেপান গবর্ণমেণ্ট পরমাহ্লাদের সহিত ঐ দুই বস্তু আপনাদিগকে দিবেন তার আবার একটা কথা কি, কিন্তু নিয়ম এই উরাগা ভিন্ন অন্য কোন স্থানে বিদেশীরা উহা পায় না। আমেরিকানেরা কহিল, উরাগা হইতে আসুক বা অন্য কোন স্থান হইতেই আসুক, তাহাতে কিছু আইসে যায় না, পরন্তু জল ও কাষ্ঠের অনুরোধে কমডোর যে উরাগায় যাইবেন এমন আপনি মনেও করিবেন না, জেপানিয়েরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যদি আমাদিগের জাহাজে জল আনয়ন না করে, তবে তিনি সমুদ্রতীরে লোক প্রেরণ করিয়া স্বয়ং জল আনয়ন করাইবেন, তার জন্য আবার ভাবনা কি।

ইজাইমেন দেখিলেন, জেডো নগর যাইতে কমডোর স্থির প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, প্রস্তরকে সহসা দ্রবীভূত করা যে রূপ দুঃসাধ্য কর্ম্ম, কথার দ্বারা তাঁহার মনকে কোমল করিয়া উরাগাতে আনা সেই রূপ সুকঠিন হয়, অতএব যে স্থানে তাঁহার জাহাজ সকল নঙ্গর করা ছিল, তাহারই সম্মুখবর্ত্তী জকুহামা গ্রামে জেপান দেশীয় কমিসনারদিগের সহিত তাঁহার সাক্ষাত করণের স্থান নিরূপণ করিলেন। তিনি কমোডোরকে বলিলেন মহাশয়! রাজধানী জেডো নগর এখান হইতে চারিক্রোশ দূরে আছে, আর আপনি অগ্রসর হইয়া যাইবেন না, আপনি দশদিন

কাল বিলম্ব করুন; এইখানেই আমরা আপনকার সম্বর্দ্ধনার্থ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া যথাবিধানে অভ্যর্থনা করিব। কমোডোর এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, জেপানীয়েরা অবিলম্বে বহুসংখ্যক লোক নিযুক্ত করিয়া কাষ্ঠময় গৃহ নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কর্ম্মচারিরা যে ব্যস্ত হইয়া কর্ম্ম করিতেছে, অধ্যক্ষ মহাশয় ইহা জাহাজ হইতে দেখিতে লাগিলেন। কথায় প্রত্যয় নাই, তাঁহাদের মনে যদি কিছু শঠতা থাকে, তিনি লোক প্রেরণ করিয়া য়োকুহামা কিরূপ স্থান, তাহার সম্মুখবর্ত্তী উপসাগরের জল কত গভীর ইহা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহাতে [illegible] স্থান নহে, ইহা নিরূপণ হইলে, তিনি উহার এক ক্রোশ দূরে আপনার জাহাজ সকল সারি [illegible] রাখিলেন, আর [illegible] ক্রোশ পর্য্যন্ত উপসাগরতটের স্থানে স্থানে এক একটি কামান বসাইলেন, কাপ্তেন আদ-মস এবং [illegible] হইয়া নূতন অট্টালিকাটি কি পর্য্যন্ত হইতেছে তাহার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন, আর কিরূপ [illegible] করিলে নাবিক এবং জাহাজি অপর লোক সকল নির্বিঘ্নে আসা যাইতে পারে, তাহাও কর্ম্মকারিদিগকে শিখাইয়া দিলেন।

মার্চ্চমাসের অষ্টম দিবস সভার দিন নিরূপিত হইল, ইতি মধ্যে কর্ম্মকারিরা কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহটি সম্পূর্ণ করিল। ইহার পূর্ব্ব দিবসে জনকয়েক প্রধান ব্যক্তি একত্র হইয়া কিরূপে সভার দিন সমারোহ সম্পন্ন হইবে, তাহা স্থির করিতে লাগিলেন। ইজাইমেন আমেরিকান জাহাজ সমূহের মধ্যে কয়জন প্রধান কর্ম্মচারী আছেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের নাম কি, উপঢৌকন দিবার নিমিত্ত

এ সমুদায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাহাতে আদমস তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সন্ধিকরণার্থ নেপাল গবর্ণমেণ্ট যে কমিসনার নিযুক্ত করিবেন, তিনি মহারাজার প্রায় তুল্য লোক কি না। ইজাইমেন উত্তর করিলেন, মর্য্যাদায় তিনি প্রায় দ্বিতীয় লোক বটে, কিন্তু পূর্ব্বে যে চারিজন উচ্চপদাভিষিক্ত লোকের কথা বলিয়াছিলেন, তাঁহারা আসিবেন, এবং যুবরাজ আর একজন প্রধান লোককে সঙ্গে লইয়া সভায় সমাগত হইবেন। অতঃপর পুত্রের সানুরাগ প্রকাশ করিয়া যথাবিধানে বিনীত ভাবে সভা ভঙ্গ করিলেন: ইজাইমেন এবং তাহার পারিষদবর্গ বিদায় লইয়া গমনকালীন এই কথা বলিয়া গেলেন, যে কল্য আমরা একজন রাজকর্ম্মচারিকে পাঠাইয়া কমোডোর এবং তাঁহার আর্দিদের স্থলে আনয়ন করিব।

চতুর্থ অধ্যায়।

জেডো উপসাগরের পশ্চিম দিগ অবধি রাজধানী পর্য্যন্ত কতকগুলি নগর এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রাম আছে, তাহার মধ্যে মধ্যে পর্ব্বতাকার উচ্চ ভূমি, পূর্ব্বোক্ত জেপানীয়েরা ঐ ভূমির উপরিভাগে সারি সারি কামান সাজাইয়া রাখে, কিন্তু সে কামান সকল ক্ষুদ্র, যে গৃহের উপর উহা বসান থাকে সে গৃহের গাথনি তত শক্ত নহে। সেকারণ উহা দেখিতে যত ভয়ানক বাস্তবিক তত ভয়ানক নহে। নগর সকলের মধ্যে কানাগায়া নামে একটী প্রকাণ্ড সহর আছে, ঐ সহরে জেপানীয় কমিসনরেরা প্রথমে সন্ধির প্রস্তাব করেন, যদি জাহাজ নঙ্গর করিবার পক্ষে সে স্থান সুবিধা জনক হইত, তবে কমোডোরও তাহা মনোনীত করিতেন সন্দেহ নাই। জাকুহামাস্থিত গৃহ সমুদ্রতীরবর্ত্তী হওয়াতে সেস্থানে জাহাজ লইয়া যাইবার পক্ষে কোন অসুবিধা ছিল না, ঐ গৃহটি দেবদারু কাষ্ঠে নির্ম্মিত, উহার ছাদ তর্দ্দেশজাত পিক নামক একপ্রকার কাষ্ঠে প্রস্তুত হইয়াছিল, যে দালানে লোক সকল উপবেশন করিয়া কথোপকথন করিলেন, তাহা দীর্ঘ প্রস্থে বাইট ফিট, এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ ছিল। পীতবর্ণ যবনিকা দ্বারা গৃহের মধ্যস্থল

নটি পৃথককৃত হইয়াছিল, ঐ যবনিকার উপরিভাগে কাল কাল ডোর থাকাতে দখিবার বড় সুন্দর হইয়াছিল। গৃহের বহিস্থিত প্রাচীর কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রে মণ্ডিত, তাহার মধ্যে মধ্যে লোহিত বর্ণের রেখা, আর এক একটী মনুষ্যের হস্ত তাহার স্থানে স্থানে চিত্রিত হইয়াছিল। জেপান দেশের তৃতীয় কমিসনার ইজাওয়া নিমাসাকাই নগরের অধিপতি ছিলেন, তাঁহার গৌরবার্থে ঐ সমস্ত হস্ত মহারাজ্ঞা চিত্র করিতে অনুমতি করেন, কিন্তু আমেরিকানেরা এতদভিপ্রায় বুঝিতে পারে নাই, আমাদিগের অমঙ্গল হ জেপানীয়েরা প্রাচীরে এই হস্তচিহ্ন করিয়াছে, তাহারা মনে মনে এরূপ কল্পনা করিয়াছিল।

মার্চ্চমাসের অষ্টম দিবসে প্রাতঃকালেই সভার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, এজন্য উপসাগরের তটে কোলাহলের আর পরিসীমা ছিল না, কর্ম্মকারিরা নীল, পীত, লোহিত বর্ণ প্রভৃতি নানাবর্ণের পতাকার দ্বারা গৃহ সুসজ্জিত করিতেছিল, কোন স্থানে স্বর্ণ, কোন স্থানে রৌপ্য, কোন স্থানেও বা অন্য অন্য ধাতুর সূত্রাদি বসাইয়া বিবিধ অলঙ্কারে গৃহটি অলংকৃত করিয়াছিল। প্রবেশ দ্বারের, দুইদিকে শুভ্রবর্ণ পতাকা ঝুলিতেছিল, তাহার মধ্যে মধ্যে অনুজ্জ্বল লোহিত বর্ণের ডোরা। ছাদের নিম্ন ভাগে ঝাড় লণ্ঠন টাঙ্গাইলে লোকে যেরূপ গৃহ শোভা করে, জেপানিয়েরা সভা গৃহের মধ্যে তেমনি এক একটী লম্বা সুচিক্কণ কাষ্ঠ দণ্ড ঝুলাইয়া দিয়াছিল, ঐ দণ্ড শাখা প্রশাখা দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া কোন স্থানে হীরার অলঙ্কার, কোন স্থানে বা স্বর্ণ রৌপ্য মতির আভরণ স্থাপন করিয়াছিল, এক এক খানি অলঙ্কারের নীচে

অতি সুন্দর পর্দার ঝাঁপা দোলায়মান হইতেছিল। গৃহের সমুদয় বারাণ্ডা কার অপর বস্ত্রের যবনিকার দ্বারা আচ্ছাদিত, তাহাতে বাহিরের কোন বস্তুই দৃষ্টিগোচর হইত না, ঠিক যেন কারা গৃহের উঠানের ন্যায় উহা ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল। কমডোর জাহাজ হইতে এই সকল বিষয় দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হওত তথ্যানুসন্ধানের অভিপ্রায়ে একজন কর্মচারিকে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি আসিয়া তথা জিজ্ঞাসা করাতে জেপানিদেরা কহিল, পাছে বহুলোক জনতা হয়, তন্নিমিত্তই এই সকল পর্দ্দা দেওয়া হইয়াছে, ইহা সভার মান্য সূচক অপমান সূচক নহে। তৎশ্রবণে কমডোর পুনর্ব্বার লোক পাঠাইয়া বলিয়া পাঠাইলেন, এমন সম্মানের আবশ্যক নাই, যবনিক উত্তোলন না করিলে আমি ভূমি স্পর্শ করিবন। কি করে, তিনি যাহা বলিলেন অগত্যা জেপানিদিগকে তাহাই করিতে হইল।

অনন্তর নিশানধারি লোক সকল বিবিধ বর্ণের নিশান তুলিয়া সারি সারি দণ্ডায়মান হইল, বাদ্যকরেরা সুশৃঙ্খল পূর্ব্বক উপবেশন করিয়া মনোহর বাদ্য করিতে লাগিল, পাইকেরা দম্ভ প্রকাশ পূর্ব্বক হুঙ্কার শব্দে ঢাল ও তরবারি খেলিতে লাগিল, সকলেরই মস্তকে ধূসর এবং লোহিত বর্ণের উষ্ণীষ, গাত্রে অনুজ্জ্বল পাটকর্ণ পরিচ্ছদ, ঐ পরিচ্ছদের স্থানে স্থানে এক একটি ক্ষুদ্র পতাকা উত্থিত, সকলেরই হস্তে সুতীক্ষ্ণ এক একখানি বর্শা। পূর্ব্বে গৌরিস্নাম নগরে সাক্ষাৎ করন সময়ে কমডোর যে রূপ সৈন্যের আড়ম্বর দেখিয়াছিলেন এবারেও

[illegible] যুদ্ধ [illegible] যুদ্ধ কালীন যে পরিচ্ছদ তাঁহারা সচরাচর পরিধান করিয়া থাকেন, সেই মনোহর পরিচ্ছদে পরিভূষিত হইয়া পিস্তল এবং তরবারি হস্তে লইয়া যেন আমার সহবর্ত্তী হন, নাবিকেরা নীলবর্ণ পা জামা [illegible]কান এবং ফোতুয়া প্রভৃতি বস্ত্র পরিধান করিয়া যেন বন্দুক কিরিচ এবং পিস্তল প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত হয়। অস্ত্র বিহীন কোন লোক যেন [illegible] না, পিস্তল বন্দুক এবং বারুদের [illegible] সকল তার সঙ্গে থাকে, এমন কি আমাদিগের বেশ ভূষা এবং রণসজ্জা দর্শনে জেপানীয় দর্শকগণ যেন বিমোহিত এবং শঙ্কুচিত চিত্ত হয়।

বেলা সার্দ্ধ একাদশ ঘটিকার সময়ে সেনাপতি বর্কানান, পাঁচ শত সৈন্য দুই শত নাবিক এবং অপর এক শত লোককে সঙ্গে লইয়া [illegible] নৌকাতে আরোহন করিলেন, তাহারা তীরে সন্নিহিত হইয়া নৌকাগুলি সারি সারি বাঁধিয়া ক্রমে ক্রমে তীরেতে অবরোহণ করিল। প্রথমে সৈন্য পরে নাবিকগণ তৎপরে অপরাপর লোক সকল রণ সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া সারি সারি দণ্ডায়মান হইলে, দর্শকগণ তাহাদের শোভা দেখিয়া একেবারে বিমোহিত হইল। আমেরিকা সেনাপতি নৌকা সকলকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ঘাটের দুই দিকে রাখিলেন, মধ্যভাগ ফাঁক রহিল। পাউহাটান জাহাজের এক খানি সুরক্ষা বজরাতে কমোডোর আরোহন করিয়া তৎপরে ঘাটে উপস্থিত হইলেন, তিনি উপস্থিত হইবামাত্র ম্যাসিডোনিয়ম জাহাজ হইতে [illegible] সম্মান সূচক সত্তরটি তোপ হইল, বাদ্য করেরা

সুমধুর তালে বাদ্য করিতে লাগিল, সৈন্যেরা জয়ধ্বনি করিয়া আপনাদের বল বিক্রম প্রকাশ করিল, জেপানীয় রাজকর্ম্মচারীগণ অগ্রসর হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন, অস্ত্রধারি লোক সকল ঘাটাবধি সভা গৃহ পর্য্যন্ত নিশান তুলিয়া ঘাটের দুইপার্শ্বে সারি২ দণ্ডায়মান হইল। এই সকল লোককে পশ্চাৎ এবং দুই পার্শ্বে রাখিয়া কমডোর অনুসঙ্গি লোকদিগের সহিত সভায় চলিলেন, তাহাতে উপস্থিত হইবামাত্র কতকগুলি জেপানি সৈন্য নতশির হইয়া বিনীত ভাবে নমস্কার করিল, পরে অগ্রবর্ত্তী হইয়া ভিতরে লইয়া গেল। কমডোর পূর্ব্বে শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন, আমি সভার ভিতর প্রবেশ করিলে যেন জেপানিদিগের সম্রাটের এক বিংশতি তোপ এবং তাহার প্রধান কমিশনরের সম্মানার্থে সপ্তদশ তোপ হয়, অতএব এই আজ্ঞানুসারে আমেরিকানেরা পাউহাটন এবং অন্য অন্য জাহাজ হইতে তোপধ্বনি করিতে লাগিল।

পূর্ব্বে উরাগিহার নগরে যাইয়া কমোডোর যেরূপ গৃহসজ্জা দেখিয়াছিলেন, অনুচর কর্ম্মচারিদিগের সহিত প্রথমে প্রবেশ করিয়া এবারেও সেইরূপ দেখিলেন। অর্থাৎ দালানটা সুদীর্ঘ এবং প্রশস্ত ছিল, মেঝাতে অত্যুত্তম খড়ের মাদুর বিছান, তদুপরি একখানি উৎকৃষ্ট গালিচা পাতা ছিল, দেওয়ালের চতুষ্পার্শ্বে প্রায় চারি হাত প্রশস্ত এবং লম্বা একখানি অতিসুন্দর কোমল আসনখানি, তাহা রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত, তাহাতে সভোরা অনায়াসে হেলান দিয়া বসিতে সক্ষম হইলেন, তাঁহাদের সম্মুখ ভাগে যে একটী সুদির্ঘ টেবেল অর্থাৎ মেজ ছিল, তাহাও ঐরূপ বস্ত্রে মণ্ডিত। গৃহের

তাঁহারা গৃহ পরিত্যাগ করিলে, দুইজন ভদ্র সন্তান এবং কয়েক পরিচারক, মদ্য মাংস প্রভৃতি নানাবিধ মিষ্টান্ন সামগ্রী ও ফলাদি আনয়ন করিয়া কহিল, মহানুভব মহাশয়গণ! অনুগ্রহ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ জলযোগ করুন। কমোডোর কহিলেন, তোমাদিগের নিমন্ত্রণ আমি পরম আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিলাম, কিন্তু আমেরিকা এবং অন্যান্য জাতীয় লোকদিগের মধ্যে এমন নিয়ম আছে, ভোজের কর্ত্তা, কর্ত্রী নিমন্ত্রিত লোকদিগের সহিত বসিয়া একত্রে ভোজন করেন, তাহাতে প্রণয় বৃদ্ধি বড়ই হইয়া থাকে। অতএব কমিসনারদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া আহার করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হয়। তৎশ্রবণে ভদ্র সন্তান দুইজন করযোড়ে নিবেদন করিল, মহাশয়! বিদেশী লোকদিগের রীতি নীতি তাঁহারা জানেন না, আপনার ইচ্ছা, কমতো এখনি তাঁহারা আসিয়া পরমানন্দে একত্রে ভোজন করিবেন। এই কথা বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল। ক্ষণকাল পরে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কমিসনার আসিয়া কমোডোরের সহিত ভোজন করিতে বসিলেন, সাকি নামে এক প্রকার পেয়দ্রব্য তাঁহাদিগের সম্মুখে ছিল, তাহার এক পাত্র পূর্ণ করিয়া বিদেশী নিমন্ত্রিত সভ্যদিগকে কহিলেন, আপনারা ইহা পান করুন, জেপানের রীতি এই অভ্যর্থিত লোকদিগকে অগ্রে পান না করাইয়া আমরা পান করি না।

এইরূপ শিষ্টাচারের কথা বার্ত্তা হইতেছে, এমত সময়ে আর আর কমিসনরগণ বিশেষ সজ্জা করিয়া কমোডোরের প্রস্তাবের উত্তর লিখিয়া আসিলেন। তাহার

মর্ম্ম এই, মেগেসকাই নগরের অনতিদূরে যে একটি মন্দির স্থাপিত আছে, বিদেশী লোকদিগের সমাধি-কার্য্য সেই স্থানে হইয়া থাকে, যদি নাবিক সেনাপতিকে কবর দিতে হয় তবে সেই স্থানেই দিতে হইবে। প্রথমে তাঁহার মৃতদেহ উরাগাতে আসিবে, পরে সে স্থান হইতে পূর্ব্বোক্ত স্থানে লইয়া যাইতে হইবে। কমোডোর এই প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া কহিলেন, সকল জাতিতেই অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার নিমিত্ত এক একটি নির্জ্জন স্থান নিরূপিত করে, অতএব যে খানে ভেদাভেদ নাই, বিদেশী মাত্রেরই সমাধি হয়, এমন স্থানে আমেরিকান নাবিককে কবর দেওয়া কিরূপে সম্ভব, যদি দেওয়াই মত হয়, তবে এই গ্রামের নিকটবর্ত্তী কোন স্থান দিউন। জেপানিয়েরা এই কথাতে প্রথমে অনেক আপত্তি করিল, পরে নানা তর্ক করিয়া অকুহামা গ্রামে মৃতদেহ কবর দিতে দিল, স্থানটি তাহাদিগের মন্দিরের নিকটবর্ত্তী, উপকূলের হইতে তাহা অনায়াসে দৃষ্ট হইত। তাহারা আরও বলিল, ইটি নূতন বিষয়, বোধ হয় অনেক লোক দেখিতে আসিবে, কি জানি কোন হাঙ্গাম উপস্থিত হইলেও হইতে পারে। অতএব কল্য প্রাতঃকালে সিসিসিপাই নামক জাহাজে আমরা একজন সম্ভ্রান্ত সৈনিক পুরুষকে প্রেরণ করিব, যেখানে কবর হয় তিনি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন।

অনন্তর কমোডোর বিদায় চাহিলেন, যাইবার সময় কহিলেন, যদি একটুক উক্ত হইলে জেপান দেশীয় সম্ভ্রান্ত রাজ কর্ম্মচারিরা যদি একদিন আমার জাহাজে যাইয়া ভোজন পানাদি করেন তবে আমি ...

কবরের মাটি ফিরাইতে লাগিলেন, ঐ সকল লোকগণ পর্ব্বতের উপরিভাগ গহ্বর এবং অন্যান্য স্থানে বসিয়া ঐই অদ্ভুত বিষয় অবলোকন করিতেছিল, তাহারা ক্রমে অবরোহণ করিতে লাগিল, কিন্তু পর্ব্বতটা গড়ানিয়া ভাবে ছিল বলিয়া তাহাদের অবতরণ সহসা হইল না। এদিগে জেপানীয়েরা দেশাচারানুসারে কবরের চতুষ্পার্শ্বে বাঁশের বেড়া দিয়া অনতিদূরে একটি ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিল, রাজ আজ্ঞানুসারে জন কয়েক প্রহরী দিন কয়েক উক্ত কুটীরে বাস করিয়া কবর চৌকি দিতে লাগিল।

আমেরিকানেরা অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপন করিয়া কুলকে প্রত্যাগমন করিলে, কুরাকায়াক চী নামে একজন প্রধান রাজকর্ম্মচারী যেমস্কিকে সঙ্গে লইয়া মাসিকে লে পাউহেটান নামক জাহাজে উপস্থিত হইলেন। কাপ্তেন আদমস যথা বিধানে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাঁহাদের সহিত বৈষয়িক কথোপকথন করিতে লাগিলেন। জেপান বাসী প্রধান রাজ কর্ম্মচারী তাঁহাকে এক তাড়া কাগজ দিয়া কহিলেন, আপনাদিগের দেশাধিপতির পত্রের উত্তর ইহাতে লেখা আছে, সাম্রাজ্য অধিকারীরও ইহাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। আগামী ১৩ই মার্চ সোমবার দিবসে জেপান রাজ আপনাদিগকে উপঢৌকন দিবেন, তৎপূর্ব্ব দিবসে নানা প্রকার বাদ্য, এবং অস্ত্র চর্চা শিল্প নৈপুণ্যের প্রমাণ লোকদিগকে দেখান যাইবে, যদি আপনাদিগের তাহা দর্শন করিতে ইচ্ছা হয়, তবে সেদিনে তথায় সমাগত হইবেন। তাহা হইলে অভ্যর্থনার স্থান আপনাদিগের যথাযোগ্য হইয়াছে কি

...এইরূপ কথা কহিলেন। অনন্তরে বাণিজ্য সা-... আরম্ভ হইল, জেপানিয়েরা আমেরিকানদিগের ... মূল্য দিতে স্বীকৃত আছে, রাজকর্মচারী এই ... প্রস্তাব করিলেন আর স্থান মনোনীত হইলে, ... সামগ্রী বিক্রয় করিতে পারিবে না, কেবল ক... লোক বিক্রয়ার্থ নিযুক্ত হইবে। একজন মান্য লোক ... কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক রূপে নিযুক্ত হইবেন, আমেরি-কানেরা যেরূপ ওজনে জেপানিদিগকে মুদ্রা প্রদান ক... জেপানিয়েরাও সেইরূপ ওজনে তাহাদিগকে মু... দিবে। সমুদায় কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ নেগাসকাই ... অন্যান্য স্থানাপেক্ষা, আমরা উহাকে মনো... করি, যদি আমেরিকানদিগের কোন কর্ম্মের ব্যাঘাত না হয়, তবে বাণিজ্যারম্ভ ঐ স্থানেই করা বিধেয়। তট স্থিত সন্ধিগৃহে পরদিন কাপ্তেন আদমস উপস্থিত হইলে, তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত জেপানি কর্ম্মচারীদিগের অল্প ক্ষণ কথোপকথন হইল। আদমস কহিলেন, বিদেশী লো-কদের বিষয়ে আপনাদিগের কর্তৃপক্ষ যে নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, কমোডোর তাহাতে সন্তুষ্ট আছেন বটে, কিন্তু যে সকল বিষয় দিতে সম্মত হইয়াছেন তাহা যথেষ্ট নহে, একখানি লেখ্য সন্ধিপত্রে বিস্তারিত রূপে নিয়ম করা অতি আবশ্যক। তৎপরে অনেক বিষয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক হইলে, উভয়ে যথাবিধানে সৌহার্দ্দ ভাব প্রকাশ করিয়া স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

অনন্তর উভয়জাতির উপঢৌকন প্রদানের দিন উপ-স্থিত হইল, যদিও বায়ু স্থির ছিল না উপসাগরে তরঙ্গ হিল্লোল হইতেছিল, তথাপি আমেরিকানেরা জাহাজ

ছাড়িয়া তটে গমন করিলেন, তাহাতে তাহাদের কিছু [illegible] হইল না। উপঢৌকনে অনেক গুলিন বড় বড় বোট [illegible] পূরিত হইল, জনকয়েক নাবিক এবং প্রধান সৈনিক [illegible] রুষ তাহার রক্ষক রূপে নিযুক্ত হইলেন, একখানি [illegible] কাতে এক দল বাদ্যকর বাদ্য বাজাইতে লাগিল, [illegible] আবট আমেরিকানদিগের প্রতিনিধি কর্তাস্বরূপ হইয়া সকল সামগ্রী সঙ্গে লইয়া চলিলেন। উপঢৌকন দিবার অভিপ্রায়ে সন্ধি গৃহের সন্নিকটে একটী গৃহ নির্ম্মাণ হইয়া ছিল, অনেক বোট গুলি তটে বাঁধিয়া জনকয়েক সৈনিক পুরুষের সমভিব্যাহারে সেই স্থানে উপনীত হইলেন। যুবরাজ [illegible] অগ্রসর হইয়া [illegible] ধানে তাহাদের সম্ভ্রম করিয়া গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন। আবট শিষ্টাচার প্রকাশ পূর্ব্বক কমোডোরের স্বাক্ষরিত একখানি পত্র এবং দ্রব্য সামগ্রীর কর্দ্দ তাঁহার হস্তে প্রদান করিলে, তিনি গম্ভীর সম্মান পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিলেন। তৎপরে একটী ক্ষুদ্র গৃহে আবটকে লইয়া গিয়া কহিলেন, আগামী বৃহস্পতিবার কমোডোরের সহিত সাক্ষাৎ করণের দিন স্থির করিলাম, তিনি পত্রদ্বারা জেপানের [illegible] বন্দরে বাণিজ্য করণের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছেন, সেদিন উহার সে পত্রের প্রত্যুত্তর দেওয়া যাইবে।

অনন্তর জেপানীয়েরা তটস্থিত নৌকা হইতে উপঢৌকনের সামগ্রী সকল আনাইয়া সুশৃঙ্খলরূপে তাহা স্থাপন করিতে লাগিল। লোকেরা যেন উত্তমরূপে দেখিতে পায় এজন্য চারিদিক খোলা একখানি প্রকাণ্ড আটচালা কমিসনারগণ নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি দিলেন, পরিশ্রমো

বাষ্পীয় শকট যেরূপ হইতে হয়, উহা সকল বিষয়েই সে-
ইরূপ, কেবল আকারে অতি ক্ষুদ্র মাত্র. এত ক্ষুদ্র যে ছয়
বৎসর বয়স্ক বালক উহাতে যাইতে পারিত কিনা সন্দেহ
ছিল। জেপান দেশীয় লোকেরা এতদ্রূপ আশ্চর্য্য সামগ্রী
পূর্ব্বে কখন দেখে নাই, কি ভদ্র কি অভদ্র সকলেই ইহার
[illegible] দর্শনে সাতিশয় বিমোহিত হইল। ক্ষুদ্র
বলিয়া যদিও উহারা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি-
তেন না, তথাপি ছাদের উপর উঠিয়া কোন কোন দিন
কোন কোন ভদ্রলোক অর্দ্ধক্রোশ পথ ভ্রমণ করিয়া আ-
সিত। ভদ্রলোকদিগের কেহ লৌহ শকটের উপরিস্থ
ভাগে বসিয়া আমোদ করিতেছে, তাহাদিগের ঢিলা
পরিচ্ছদ বায়ুভরে উড়িতেছে. আমেরিকানেরা ইহা
দেখিয়া সাতিশয় কৌতুকাক্রান্ত হইত। কতক তর
কতক ভয়, ও সাহসে যেগুরিণ্ নামক উচ্চপদস্থ ব্য-
ক্তিরা সকল শকটোপরি আরোহণ করিয়া ইতস্তত
গমন করিল, আর যখন উচ্চ হাস্য, অথবা চীৎকার
করিয়া উঠিত, তখন লোকে করতালি দিয়া সাতিশয়
পুলকিত হইত।

আমেরিকানদের সহিত জেপানীয়দের যেন বিশেষ
সম্ভ্রম ও ঘনিষ্টতা না হয়, তন্নিমিত্ত জেপান গবর্ণমেন্ট
বিষয়ে প্রতিবন্ধক জন্মাইতে যদিও বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন
নাই, তথাপি অবশেষে তাঁহাদিগকে সংস্রব করিতে হইল।
আমেরিকানদের জাহাজে প্রতিদিন জল ও খাদ্য সামগ্রী-
র প্রয়োজন হইত, রাজপুরুষদিগের অনুমত্যনুসারে সাধা-
রণ জেপানীয়েরা তাহা মূল্য লইয়া বিক্রয় করিত, সুতরাং
কর্ম্মানুরোধে কি ছোট কি বড় সকল জাতিদের সহিত

আমেরিকান লোকদের কথোপকথনাদি সংগ্রহ হইত, কেবল ব্যবহার অনুরোধে একত্রে বসিয়া ভোজন চলিত না। কোন আশ্চর্য্য নূতন সামগ্রী দেখিলে জেপানীয়েরা সাতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হয়, ইটী তাহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অতএব আমেরিকানদের নূতন নূতন শিল্প কর্ম্ম দেখিয়া তাঁহারা তদ্বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওনজন্য নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত। দৃষ্টান্তরূপে একটী কথা বলি, আমেরিকান সৈনিক পুরুষদিগের বস্ত্রের পারিপাট্য বড় উৎকৃষ্ট ছিল। যেখানে যেমন করিয়া বস্ত্র পরিধান করিতে হয়, তাঁহারা সেইরূপ পরিধান করিত। জেপানীয়েরা তদ্দর্শনে সাতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, কিরূপে তাহারা ঐ রূপ বস্ত্র প্রস্তুত করে, কিরূপে তাহার সেলাই হয়, কিরূপে তাহাতে বোতাম লাগায় ইত্যাদি নানা কথা জিজ্ঞাসা করিত। উপহার রূপে আমেরিকানেরা তাহাদিগকে নূতন একটা একটী বোতাম দিলে, তাহাদের আহ্লাদের আর পরিসীমা থাকিত না। সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক তাহারা উহা গ্রহণ করিয়া বড়ই কৃতজ্ঞ হইত। ভাল, এত সামগ্রী থাকিতে আমেরিকানদের পরিচ্ছদস্থ বোতামের প্রতি তাঁহাদের এত অনুরাগ ছিল কেন? কারণ জেপান দেশে বোতামের ব্যবহার ছিল না, উহা কি প্রকারে করিতে হয় তাহাও তাহারা জানিত না, তাহারা যে সকল বস্ত্র ব্যবহার করিত, সে সকলই হয় দড়ি নতুবা সূত দিয়া বান্ধা, বোতামের কর্ম্ম তাহাতেই চলিত, সুতরাং বস্ত্র পরিধান বা পরিত্যাগ করিবার সময়ে বোতামে যত সুবিধা হয়, তাহা তাহাদের কখনই হইত না।

বস্ত্রের বিষয়ে তো এইরূপ বলিলাম, তদ্দেশীয় প্রধান

রাজকর্ম্মচারী মেওারিনেরা যখন অনুচরবর্গকে সঙ্গে লইয়া জাহাজে যাইতেন, তখন ক্ষণমাত্র বিরাম করিতেন না, পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জাহাজের এ কোণ ওকোণ ভিতর বাহির সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিতেন। কখন উঁকি মারিয়া তাহাদের বড় বড় কামান দেখিতেন, কখন কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তরবারি প্রভৃতি তাহাদের ক্ষুদ্র অস্ত্র সকল পরীক্ষা করিতেন, নৌকা সকল মাপ করিতেন, রশি সকল কিরূপ শক্ত তাহা স্পর্শ করিয়া দেখিতেন। বাষ্পীয় জাহাজের যে স্থানে বাষ্প যন্ত্র ছিল, যন্ত্রবিৎ কর্ম্মকারকেরা কিরূপে তাহাতে কর্ম্ম করে, যন্ত্রের চাকা কত শীঘ্র যায়, কিরূপে উষ্ণ জল হইতে বাষ্প উত্থিত হইয়া তাদৃশ অদ্ভুত কর্ম্ম নিষ্পাদন করে, তাহা বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। জেপানীয় লোকেরা শুদ্ধ দেখিয়া সন্তুষ্ট হন নাই, দেখিবার সময় তাহারা তাহাদের দীর্ঘসূত্রী শিথিল পরিচ্ছদের এক পার্শ্বের জেবেতে তুঁত ছালের কাগজ পেনসিল এবং কালী কলম প্রভৃতি লিখিবার সামগ্রী লইয়া যাইত, আর আমেরিকানদিগের সহিত সাক্ষাৎ করণ সময়ে যে সকল কথোপকথন হইত তাহার মর্ম্ম লিখিয়া রাখিত। জেপানীয়দিগের চিত্রকর্ম্মে বড়ই অনুরাগ ছিল, আমেরিকানেরা কোন মনোহর প্রতিমূর্ত্তি অথবা চিত্রপট দেখাইলে, পরমাহ্লাদিত হইয়া তাহার প্রতিকৃতি লইতে চেষ্টা করিত, কিন্তু শিল্পকর্ম্মে তাহাদিগের সুনৈপুণ্য ছিল না বলিয়া উহা তাদৃশ উত্তম হইত না। প্রত্যেক মনুষ্যই আমেরিকানদিগের জাহাজ এবং অন্যান্য সুন্দর সুন্দর সামগ্রীর প্রতিমূর্ত্তি লইতে চেষ্টা করিত বুদ্ধি কৌশল প্রকাশ করিয়া পেন্সল দ্বারায় চিত্রের পাণ্ডুলেখ্য লিখিত, কিন্তু সফল হ-

হইত না। ইহার কারণ কি? বোধ হয় তাহারা কথঞ্চিৎ
শিক্ষিত ছিলেন না, কারণ প্রকৃত শিল্পিকদিগের হস্ত
কৃত যে সকল কর্ম্ম আমেরিকানেরা জেপানে লইয়া
দেখাইয়াছিল তাহা সর্ব্ববিধায়ে প্রশংসনীয়। যদিও
তাহারা সুসভ্য লোক নহে, পদার্থবিদ্যাশিক্ষার অভাবে
তাহাদের বুদ্ধি বৃত্তি এবং ধর্ম্ম প্রভৃতি সুমার্জ্জিত হয়
নাই, তথাপি তাঁহাদিগের অনুকরণ শক্তি বিশেষ
রূপ ছিল, যেখানে যেমন সেখানে তদনুরূপ ব্যবহার
করিত, বিদেশীলোকদিগের আচার ব্যবহার শীঘ্র শিখিয়া
লইয়া তাহাদের রীত্যনুসারে কর্ম্ম করিত, খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি
জেপানিরা কেবল তাহাদের বিদ্বেষ ছিল, বোধ হয় উহারা উহার উৎ-
কর্ষ অনুভব করিতে পারে না, বলিয়াই ঐ রূপ হইয়া
থাকিবে। বাস্তবতঃ তাহারা যেরূপ গুণজ্ঞ ও গুণসম্পন্ন, উ-
হার কলোপধায়িকা শক্তি বুঝিতে পারিলে, তাহাদের ও-
রূপ বিরাগ কখনই থাকিত না, বরং সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ
করিয়া যাহাতে তাহার উন্নতি হয় এমন চেষ্টা, পাইত এবং
আপনাদিগকেও কৃতকৃতার্থ বোধ করিত।

বিদেশী লোকদিগের বিষয়ে সাতিশয় কৌতূহল
প্রকাশ করিয়া, জেপানিয়েরা তাহাদের বুদ্ধি বিদ্যা অনু-
করণে তৎপর ছিল বটে, কিন্তু বিদেশীয়েরা যাহাতে তা-
হাদিগের কোন প্রকার বিদ্যা শিখিতে না পারে, এবিষয়ে
বিলক্ষণই সাবধান ছিল। আমেরিকানেরা যদি কোন দিন তা-
হাদের আচার ব্যবহার রীতিনীতি ধর্ম্ম অথবা বিদ্যার
বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিত, তবে তাহারা শপথ ক-
রিয়া বলিত, মহাশয়! অনুগ্রহপূর্ব্বক এ কথা আমাদিগকে
জিজ্ঞাসা করিবেন না, জেপান সংক্রান্ত কোন কথা প্রকাশ

বারিগণ কোন স্থানে থাকে, তবে এখনই যেন তাহারা স্ব স্ব জাহাজে প্রত্যাগমন করে। সৈনিক পুরুষেরা তদনুসারে তাহার অনুজ্ঞামত কর্ম্ম করিলে, তিনি আজ্ঞাপত্রের অনু-লিপি একখানি জেপানি দূতের হস্তে দিয়া কহিলেন, যে ব্যক্তি ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়া তোমাদের দেশে অত্যাচার করিয়াছে, তুমি এখনি যাইয়া তাহার হস্তে এই লিপি খানি প্রদান কর, তাহা হইলে সে নিবৃত্ত হইয়া এখনি জাহাজে প্রত্যাগমন করিবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। কমোডোর যেরূপ বলিলেন, দূত সেইরূপ করিল, বিবাদের নিষ্পত্তি হইয়া গেল, তাহাতে কানাগয়ার কর্ত্তৃপক্ষেরা সন্তুষ্ট হইয়া পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহাকে একখানি কৃতজ্ঞতাসূচক পত্র প্রদান করিল।

দূত, আমেরিকান সেনাপতি বলিয়া যে ব্যক্তির দৌরাত্ম্যের কথা প্রকাশ করিয়াছিল, যাহার ব্যবহারে জেপানিয়েরা চমকিত হয়, সে আর কেহই নয়, মিসিসিপি জাহাজের একজন ধর্ম্ম উপদেশক। তিনি এক দিন সমুদ্রতটে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, বেড়াইতে বেড়াইতে আরও কিয়দ্দূর গমন করিয়া জেপানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতে তাঁহার কৌতুহল জন্মিল, অতএব তিনি নিত্য যেমন বেড়াইতেন তদপেক্ষা দুই তিন ক্রোশ পথ চলিয়া গেলেন, কিন্তু বিদেশী দর্শকগণ যেন ততদূর পর্য্যন্ত না যায়, জেপান গবর্ণমেণ্টের এমন নিষেধ ছিল। তিনি যকুহামা নগর হইতে দেড় ক্রোশ দূরবর্ত্তী কানাগয়া নগরে যাওয়াতে, জন কয়েক জেপান প্রহরী করযোড়পূর্ব্বক তাঁহার নিকট নিবেদন করিল, মহাশয়! অগ্রসর হইয়া দেশের

না কহিয়া একেবারে বলিলেন, এত বাকী আড়ম্বরের আ-
বশ্যক নাই, আমি স্বস্থানে প্রস্থান করিতেছি।

পথে যাইতে যাইতে ধর্ম্মোপদেশক বন্দোয়া নামক একটী নগর দৃষ্টি করিলেন, সর্ব্ব বিধায়ে ঐ নগর অতি মনোহর স্থান, উহার পথ, ঘাট বাজার হাট সকলই সুপরিষ্কৃত এবং লোকাকীর্ণ, মুদ্রা পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হওয়াতে তিনি একটী দোকানে যাইয়া স্বদেশীয় মুদ্রার পরিবর্ত্তে জেপান মুদ্রা লইতে গেলেন। অন্য রাজ্যের মুদ্রা গ্রহণ করা জেপান দেশের বিধি নহে, এই কথা বলিয়া দোকানদার প্রথমে অনেক আপত্তি করিল বটে, কিন্তু উপদেশক অনেক তর্ক বিতর্ক করিলে সে অঙ্গীকৃত চিত্তে তৎপরিবর্ত্তনে বাধ্য হইল। কিন্তু পরদিন এক জন [illegible] লইয়া আমেরিকানদিগের নিকট আগমন করত কহিলেন, তোমাদের মুদ্রা তোমরা লও, জেপানি মুদ্রা আমাদিগকে পুনঃ প্রদান কর, এরূপ মিথ্যা আড়ম্বর ও আঁটা আঁটি দেখিয়া আমেরিকানেরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না, ধর্ম্মোপদেশককে কহিলে তাহারা সহাস্য বদনে জেপানিদিগকে টাকা ফিরাইয়া দিল।

সমুদ্র তীরে কমোডোরের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের জন্য কমিসনারদিগের দ্বারা যে দিন স্থির হইয়াছিল ঝড় বৃষ্টিরূপ দৈব দুর্ঘটন প্রযুক্ত সে দিন শুভকর হইল না, তজ্জন্য পরদিন প্রাতঃকালে তাহা সমাধা করিবার কল্পনা স্থির হইল। পরন্তু কমিসনারগণ নিশ্চিন্ত ছিলেন না, নিম্ন লিখিত পত্রখানি তাঁহারা কমোডোরকে লিখি

তাঁহাদের অভাব সম্পুরণ করণ, জেপান গবর্ণমেণ্ট এসকল প্রস্তাব যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিয়াছেন, অবশ্যই আপনারা এসকল পাইবেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু চীন দেশে যেরূপ আপনাদের বাণিজ্য চলিতেছে, সেরূপ বাণিজ্য এখানে হওয়া সাতিশয় সন্দেহ স্থল, সে বিষয়ে আমরা সম্প্রতি কিছুই লিখিতে পারি না। কারণ আমাদের দেশীয় লোকদিগের রীতি নীতি এবং সংস্কার অপর দেশীয় লোকদিগের সম্পূর্ণ বিপরীত, আমরা প্রাচীন প্রথাকে বড়ই মান্য করি, মহাশয় ইচ্ছা করিলে কি হইবে, সে নিয়ম পরিবর্ত্ত করা আমাদের পক্ষে সাতিশয় সুকঠিন বিষয়। বহুকালাবধি চীন রাজ্যের, পৃথিবীর পশ্চিমাংশ নিবাসী ভিন্ন ভিন্ন জাতির সহিত বাণিজ্য সংস্রব আছে, আমাদের কেবল নেগাসকাই নগরীয় চীন এবং ওলন্দাজ ব্যতীত অপর কোন জাতির সহিত সম্পর্ক নাই, আর ঐ দুই জাতি ভিন্ন অন্য লোকের সহিত সম্পর্ক রাখিবার প্রয়োজনও নাই, কারণ আমাদের দেশোৎপন্ন দ্রব্যে আমাদের অভাব সম্পূরণ হইয়া থাকে, অন্য দেশীয় দ্রব্য আমাদের বড় একটা প্রয়োজন করে না, এজন্য এখানে বাণিজ্য দ্রব্যের পরিবর্ত্তন অতি অন্যায় হয়।

অনেক বিবেচনা করিয়া স্থির হইল, যে আগামী পরক্ষ পর্য্যন্ত আপনারা ন্যাগাসকাই নগরে বাণিজ্য করিবেন, খাদ্যাদ্য কাষ্ঠ, জল, কয়লা, এবং অন্যান্য দ্রব্য যে কিছু প্রয়োজন হইবে, সে সকলই সে স্থান হইতে পাইবেন। আমেরিকা জাত দ্রব্যের মূল্য ও গুণ আমরা বিশেষ অবগত নহি, এবং আমাদের দেশোৎপন্ন দ্রব্য সা-

সন্ধীর মূল্য ও গুণ আপনারা বড় একটা জানেন না, এজন্য পাঁচ বৎসরকাল পরস্পর পরস্পরের পরীক্ষা লইতে হ-ইবে। এই সময় অতিবাহিত হইলে, আমরা এমন স্থান তোমাদিগকে বাণিজ্যার্থ দিব, যাহা সর্ব্ব বিষয়ে তো-মাদের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে।" নিবেদন মিতি ১৬ ই মার্চ্চ ১৮৫৫ খৃঃ অব্দ।

নিতান্তানুগত ভৃত্যঃ

শ্রীহায়এসাই শ্রীইজাওয়া

শ্রীইদো, শ্রীউউড়োনে,।

পরদিন ১৭ ই মার্চ্চ কমোডোর জনকয়েক উকীল এবং প্রধান কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইয়া সন্ধি গৃহে কমিসনরদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, পরস্পর দেখা শুনা ও শি-ষ্টাচারের কথা বার্ত্তা হইলে, প্রধান প্রধান ইঁহারা জন-কয়েক দালানের পার্শ্ববর্ত্তী একটি কুঠরীতে প্রবেশ করি-লেন। এই সময়ে জেপান ও আমেরিকান উভয় জাতিতেই যোদ্ধার বেশে পরিভূষিত হইয়াছিল। হায়এসাই এই কথা বলিয়া কর্ম্ম আরম্ভ করিলেন, সন্ধি বিষয়ে আমাদি-গের যে অভিপ্রায় কল্য আমরা কমোডরকে লিখিয়াছি কমোডোর তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছেন কি না? ওলন্দাজ উ-কীল, নিজভাষায় একথার মর্ম্ম বুঝাইলে, তর্কবিতর্ক আরম্ভ হইল। আপনাদিগের মত রক্ষায় করিবার জন্য জেপানিয়েরা সাতিশয় দৃঢ়চিত্ত। করিতে লাগিল, আর তোমাদিগের অভিষ্ট সাধন আমাদের দেশের ব্যব-স্থার পক্ষে বড়ই কঠিন, আমরা কোন মতেই তাহা করিতে পারিব না, এই কথা বলিয়া নানা আপত্তি ও গোলযোগ করিতে লাগিল। জেপানী কমিসনারগণ বিশেষানুরোধ

বর্ত্তমানে তিনটি স্থান না পাইলে তিনি কোনমতে সন্তুষ্ট হইবেন না। নাইফন উপদ্বীপে উরাগা এবং কাগোসিমা নামে দুইটী নগর আছে, তন্মধ্যে একটী নগরে তাহাদিগের প্রথম বাণিজ্য স্থান হইবে, দ্বিতীয়টি জেসোউপদ্বীপস্থ মাটস্মাই নগর, এবং তৃতীয় স্থান লুকু উপদ্বীপের ন্যাফে নগর হইবে। এই কথা শুনিয়া কমিসনারগণ প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা মৌনাবলম্বনে রহিলেন, অনেক বিবেচনা করণানন্তর অবশেষে বলিলেন, নাগাসকাই নগর খোলা যখন কমোডোর আপত্তি করিতেছেন, তার উত্তর প্রদান করণে যখন আমরা অসমর্থ হইতেছি, তখন এক্ষণের কোন স্থানে না হইয়া সাইমোডা নগরে আমেরিকান জাহাজের বন্দর হওয়া উচিত। লুকু উপদ্বীপ মহারাজার অধীন বটে, কিন্তু দূরবর্ত্তী স্থান বলিয়া তাঁহার কর্ত্তৃত্ব উহাতে সম্পূর্ণরূপ নাই, এজন্য তদ্বিষয়ে আমরা কোন আপত্তি করিতে চাহি না। আর, যেরূপ লুকু, মাটস্মাই নগর যদিও জেপান গবর্ণমেণ্টের সেইরূপ সংযুক্ত হয়, কিন্তু অনেক কারণ বশতঃ তাহার বিষয়ে কিছু আমরা কিছুই বলিতে পারি না।

কমিসনারদিগের এ সকল আপত্তিতে কমোডোর কর্ণপাত করিলেন না, যাহা চাহিয়াছি তাহা লইবই লইব, জেপান গবর্ণমেণ্টকে অবশ্যই দিতে হইবে, এইভাবের কথা কহাতে, কমিসনারগণ তাঁহাকে অনম্য দেখিয়া গোপনে এ বিষয় বিবেচনা করণার্থ অপর কুঠারীতে গেলেন। পরে, সকলে প্রায় একঘণ্টাকাল নানাতর্ক করণান্তর বাহিরে আসিয়া কহিলেন, আমরা অনেক বিবেচনা করিলাম, কিন্তু মাটস্মাই নগরে বাণিজ্য করণ

বিষয়ে সহসা কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, উহা সম্রাটের নিজাধিকার নহে, জন্ম সূত্রে যুবরাজের অধিকারস্থ হয়, রাজ সদনে উক্তমরূপ আন্দোলন না করিয়া এবিষয়ে কোন কথা কহিতে আমাদের ক্ষমতা নাই, বোধ হয় এক বৎসরের ন্যূনে উহা স্থির হইবে না। কমোডোর তাঁহাদিগকে বাক্যের ছলে বলিলেন, কোন প্রকার শেষ উত্তর না পাইলে তিনি জেপান পরিত্যাগ করিবেন না, যুবরাজ তো স্বাধীন রাজা বটেন, মাটসমাই নগরে যাইয়া তিনি যেন তাঁহার সহিত শীঘ্র সাক্ষাৎ করণান্তর এবিষয়ের নিয়ম স্থির করেন। রাজ প্রেরিত লোকেরা ইহাতে প্রত্যুত্তর করিল, আগামী ২৩ সে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার আমরা আপনাকে একথার চূড়ান্ত উত্তর দিব, অপর সাইমোডা বিষয়ে সকলে সম্মত হইয়া স্থির করিলেন, কমোডোর পর দিন তথায় দুই তিন খানি জাহাজ প্রেরণ করিবেন, একজন জেপানী কমিসনার ও কয়েক রাজ কর্ম্মচারী তথায় উপস্থিত থাকিবে. আমেরিকান নাবিকগণ ঐ স্থানে উক্তমরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, যদি, সর্ব্ব বিধায়ে উহা তাহাদের মনোনীত হয়, তবে ঐ স্থান বাণিজ্য স্থান হইবে, নতুবা মাইফন উপদ্বীপের দক্ষীণে জেপান গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে অপর এক উত্তম স্থান দিবেন। ইহা স্থিরীকৃত হইলে ভেণ্ডেলিয়া এবং সাউথাম্পটন নামে দুই খানি জাহাজ তথায় প্রেরিত হইল।

কমোডোর পেরি পাউহেটান নামক জাহাজে ছিলেন, ২৩ সে মার্চ্চ দিবসে একজন নায়েব কমিসনার মাটসমাই নগরে বন্দর করণ বিষয়ক চূড়ান্ত উত্তর লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। সে উত্তর, জেপানী চীন এবং ওলন্দাজ ভা-

যাতে লেখা হইয়া ছিল; তাহার মর্ম্ম এই, আমেরিকান জাহাজের খাদ্য সামগ্রী জল এবং কাষ্ঠাভাব হইলে, মাটসমাই নগরে না গিয়া পূর্ব্ব ইচ্ছানুরূপ হাকোডাডি নগর হইতে তাহারা তাহা প্রাপ্ত হইবেন। হাকোডাডি বিদেশী লোকদিগের বাসস্থান জন্য এখন প্রস্তুত নহে, অতএব স্থিরীকৃত হইল, ১৮৫৫ খৃঃ অব্দের ১৭ ই সেপটম্বরে আমেরিকানেরা তথায় যেন কার্য্যারম্ভ করেন। কমোডোর ইহাতে কথঞ্চিত সম্মত হইয়া এই বলিয়া নায়েব কমিসনারকে বিদায় করিলেন, আমরা অগ্রে ঐ বন্দরটি পরীক্ষা করিব, যদি কর্ম্মণ্য হয়, তবে তাহা গ্রহণ করণে আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু কমিশনারদিগের এত অলৌকিক বিলম্বের কথা বড়ই অবিধেয় হইয়াছে।

এইরূপে বাণিজ্য স্থানের কথা শেষ হইলে, আমেরিকানদিগের জেপান যাত্রা একপ্রকার সিদ্ধ হইল। দুই জাতিতে সৌহার্দ্দ হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল, উভয় লোকের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণ সম্পূর্ণ শিষ্টাচার এবং বিনীতভাব প্রকাশ করিয়া পরস্পরকে পত্রলিখিতে লাগিলেন। আমেরিকানেরা জেপান গবর্ণমেণ্টকে যে সকল উপঢৌকন দিয়া ছিলেন, বিশেষ কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদের সহিত জেপান গবর্ণমেন্ট পত্র দ্বারা তাহা স্বীকার করিলেন। ২৪ সে মার্চ্চ জেপান সম্রাট প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী দ্বারা কমোডোরকে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রত্যুপঢৌকন দিতে অনুমতি করিলেন। তদনুসারে কমোডোর পূর্ব্ববৎ জন কয়েক উকীল এবং প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইয়া যোকুহামা নগরে উপস্থিত হইলে, সন্ধি গৃহে জেপানীয়েরা তাঁহাদিগকে বিশেষ অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেল।

রাজদত্ত উপঢৌকনে ঐ গৃহ পরিপূর্ণ ছিল, সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিল্পনৈপুণ্যে জেপানে যাহা যাহা প্রস্তুত হয়, সে সকলই তথায় ছিল। যথা কিংখাপ বুটিদার ও নানা প্রকার রেশমী কাপড়, তদ্দেশজাত সুপ্রসিদ্ধ চৌ চৌ বাক্স, কৌটা, সিন্ধুক, মেজ, চৌকী বারকস, পানপাত্র, ভোজন পাত্র, বাটী কটোরা ইত্যাদি, এসকলই কাষ্ঠ নির্ম্মিত, এমনি মনোহর ও সুচিক্কণ যে দর্পণের ন্যায় উহাতে মুখের প্রতিবিম্ব দেখা যাইত। কাঁচের বাসন অগণ্য, সকলই সাতিশয় উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ, নানা প্রকার স্বর্ণ ফুল এবং প্রতি মূর্ত্তিতে পরিভূষিত, তাহাতে বিবিধ বর্ণের মনোরম আভা প্রকাশমান, দর্শনে দর্শনেন্দ্রিয়ের পাপ দূর হয়। কাঁচের বাসনের নিমিত্ত চীন দেশ সর্ব্বত্র সুবিখ্যাত আছে বটে, কিন্তু তদপেক্ষাও উহা উৎকৃষ্ট ছিল। পাখা, আলবোলার নল, পরিধান বস্ত্রের কয়েক প্রকার সামগ্রী বড় মূল্যময় ছিল না বটে, কিন্তু স্বর্ণ রৌপ্যের যে সকল দ্রব্য তাহার চতুষ্পার্শ্বে ছিল, সৌন্দর্য্য তুলনায় উহা কোন মতেই ন্যূন ছিল না। পূর্ব্বোক্ত উপঢৌকন সকল শ্রেণীবদ্ধ সুশৃঙ্খল এবং পরিপাটিরূপে স্থাপিত থাকাতে, কমোডোর তদ্দর্শনে সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। মান এবং পদানুসারে ঐ সকল সামগ্রী দত্ত হইবে বলিয়া, উহা একটি উচ্চ গোলাবীর উপর ক্রমান্বয়ে স্থাপন করা গিয়া ছিল।

কমিশনারগণ দালানের এক পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন, কমোডোর এবং তৎসঙ্গী লোক সকল গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, যুবরাজ হায়েসাই গাত্রোত্থান করিয়া সমুদায় সামগ্রীর ফর্দ্দ, আর যে ২ ব্যক্তিকে তাহা প্রদান করা হইবে, তাহাদের নাম পাঠ করিতে লাগিলেন।

উকীলেরা ঐ সকল কথা প্রথমে ওলন্দাজ তৎপরে ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিল। ধারাবাহিক রূপে সকল কর্ম্ম সমাপ্ত হইল, হায়েসাই কমোডোরকে অপর একটি প্রকোষ্ঠ মধ্যে লইয়া গেলেন, গিয়া, জেপানে যতপ্রকার মুদ্রা প্রচলিত আছে, সে সমুদায়ের দুই দুইটি, তিন বাক্স দিয়াসলাই, এবং দুই খানি তরবারি তাঁহাকে উপঢৌকন প্রদান করিলেন। এই সকল সামগ্রী যদিও মহামূল্য নহে, তথাপি জেপানীয়েরা আমেরিকান কর্ত্তৃপক্ষের প্রতিনিধি বলিয়া কমোডোরকে যে সম্মান করিত, ইহাতে সপ্রমাণ হইয়াছিল। জেপান দেশে, বিদেশী লোককে মুদ্রা প্রদান করা যখন একেবারে নিসিদ্ধ আছে, তখন অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে মুদ্রা দেওয়া কিছু অল্প অনুগ্রহের কর্ম্ম নয়।

কমোডোর স্বস্থানে প্রস্থান করণের উদ্যোগ করিতে ছিলেন, এমত সময়ে কমিশনারগণ বিনয় বচনে তাঁহাকে কহিলেন, মহাশয়! ক্ষণকাল বিলম্ব করুন, আপনাদের অধিপতিকে আমরা যে সমস্ত সামগ্রী দিয়াছি, তন্মধ্যে একটি দ্রব্য এখনও আপনি দেখেন নাই; অতএব একবার আমাদের সঙ্গে গিয়া দৃষ্টিপাত করুন। এই কথাতে রাজপ্রতিনিধি তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন, জেপান রাজ কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে সমুদ্র তটে লইয়া গিয়া দুইশত বস্তা চাইল দেখাইয়া দিলেন, ঐ সকল তণ্ডুল আমেরিকান জাহাজে দিবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল। তণ্ডুল দর্শনে কমোডোর কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমত সময়ে জেনসকি অঙ্গুলী সঙ্কেত দ্বারা অপর এক স্থান স্থিত কতকগুলি শুষ্ক মৎস্য কয়লা এবং গোটা কয়েক কুক্কুর দেখাইয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনি আশ্চর্য্য-

বিষ্ট হইবেন না, রাজা অথবা রাজ প্রতিনিধিকে উপঢৌকন দিবার সময়ে তণ্ডুল, মৎস্য, কয়লা, এবং কুক্কুর দেওয়া আমাদের দেশের পদ্ধতি, না দিলে অবমাননা প্রকাশ হয়, কিন্তু ঐ সকল উপঢৌকন কি অভিপ্রায়ে কেন্ দেওয়া হয়, তাহা প্রকাশ করিয়া কহিলেন না, কমোডোর ইহাতে কিছু ক্ষুব্ধচিত্ত হইলেন। পরন্তু অনুসন্ধান দ্বারা তিনি অবগত হইলেন, কাপ্তেন সারিস যখন ১৬১৩ খৃ অব্দে জেপান যাত্রা করেন, তখন জেপানীয়েরাও তদ্দ্বারা এক খানি পত্র লিখিয়া কতকগুলি মহামূল্য দ্রব্য এবং গোটা কয়েক কুক্কুর উপঢৌকন দিয়া ছিল।

জেপানীদিগের প্রকৃত দাসশীলতার প্রমাণ আমেরিকানেরা মনে মনে আন্দোলন করিতেছেন, এমত সময়ে তটোপরি হটাৎ হস্তী সদৃশ ভীমকায় ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি জন কয়েক লোক তাঁহাদিগের নেত্রগোচর হইল। উহারা মল্ল যোদ্ধা, আমোদ আহ্লাদের নিমিত্ত যুবরাজ কি গোপন কি প্রকাশ্য সভা সর্ব্বত্র তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতেন। গণনায় তাহারা পঞ্চবিংশতি লোক, সকলেই অতি দীর্ঘাকার এবং স্থূলকায় হওয়াতে বাহ্য দৃষ্টিতে যেন তাহারা রাক্ষসের মত ছিল। তন্মধ্যে তিনজন লোক অতি প্রসিদ্ধ কুস্তিগির, জেপান দেশে উহাদের মত কেহই কুস্তি করিতে পারিত না, এজন্য যুবরাজ অভিমান করিয়া তাহাদিগের গুণ আশ্চর্য্যাবিষ্ট আমেরিকানদিগের নিকট কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কয়ানাজী নামা এক ব্যক্তিকে একজন কমিশনার কমোডোরের নিকট আনয়ন করিলে, কমোডোর তাহার আশ্চর্য্যরূপ দর্শনে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তাহার একটি হস্ত ধারণ করিলেন,

ধরিবামাত্র উহা যেন প্রস্তরের ন্যায় শক্ত ও নিরাট বোধ হইল, এমনি মোটা, তিনি দুই চাটুয়া দ্বারা তাহার কব্জী মাপীতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পরিসরে তুল্য হইল না, প্রকাণ্ড ষণ্ডের গলদেশে যেরূপ গলকম্বল অর্থাৎ লোলিত মাংস ঝুলিতে থাকে, ঐ অসম্ভব স্থূল ব্যক্তির গলায় তেমনি কম্বল ঝুলিতেছিল। সকলে তাহার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তির প্রশংসা করাতে, দন্ত প্রকাশ করিয়া সে একবার চীৎকার করিল, তাহাতে বন্য শূকরের চীৎকার অপেক্ষা তাহার চীৎকার সাতিশয় উচ্চতর হইল।

যুবরাজ আমেরিকানদিগকে তাহাদের বল দেখাইবার নিমিত্ত তটোপরি যে সকল চাইলের বস্তা ছিল, তাহা জাহাজে তুলিতে কহিলেন, তাহাতে পরস্পর কেহ কাহারও আশ্রয় লইল না, সকলেই দুই হাতে দুইটা বস্তা ধারণ করত ক্ষণমাত্রে সমুদায় তণ্ডুল জাহাজে তুলিয়া দিল। ঐ সকল বস্তার কোনটাই দুই মনের ন্যূন ছিল না; তন্মধ্যে কয়ানাজী দুই হাতে দুইটা এবং দন্তে একটা ধারণ করত অম্লান মুখে অক্লেশে চলিতে লাগিল, তদ্দর্শনে আমেরিকানেরা সাতিশয় আশ্চর্য্যাবিষ্ট হইলেন। তৎপরে মল্লযোদ্ধাগণ সন্নিধানে গমন করত বলবিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক মল্ল যুদ্ধ করিতে লাগিল, সে যুদ্ধ সাতিশয় জঘন্য কুৎসিত ব্যাপার, অতএব এস্থলে বর্ণন করা বিধেয় হইল না, কেবল এইমাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হই, কমোডোর পূর্ব্বদেশে আসিয়া এতাদৃশ মন্দ রীতি পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই।

সুশিক্ষিত রাক্ষসদিগের ঐ পশুবৎ কর্ম্ম সকল সমাপ্ত হইলে, আমেরিকানেরা জেপানীদিগের রেলরোড এবং টেলিগ্রাফ দেখিতে গেলেন। কমোডোর জেপানীদিগকে

অর্দ্ধ সভ্য লোক বলিয়া জানিতেন, পাহাড়িয়া লোকদি-গের ন্যায় কদর্য্যাচারে লিপ্ত থাকিয়াও তাহারা পদার্থ বিদ্যার যে এত উন্নতি করিবে, কখনই তিনি এমন বিবেচনা করেন নাই! ইংলণ্ডাদি সুসভ্য দেশের টেলিগ্রাফ এবং রেলরোড যেরূপ, উহার নির্ম্মাণের রীতিও প্রায় তদ্রূপ ছিল। বাষ্প যন্ত্রে অগ্নি প্রদান করিলে, বাষ্পবল সহকারে যখন লৌহ বর্ত্মের গাড়ি চলিতে লাগিল, তখন জেপা নবাসী লোকদিগের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না, তাহারা সকলেই করতালি দিয়া কোলাহল করিতে লাগিল। রেলবদ্ধ গাড়ি গুলির শেষ এক খানি গাড়িতে দাঁড়াইয়া কমিশনারদিগের এক জন কেরানী সমাগত লো-কদিগকে সে দিবসের পর্ব্বের বৃত্তান্ত কহিতে লাগিল, আর একজন মিস্ত্রী এক হস্তে অগ্নিতে কয়লা এবং অপর হস্তে কল টিপিয়া গাড়ি চালাইতে লাগিল, আর টেলি গ্রাফ দ্বারা সে সময় জকুহানা নগরের কোন স্থানে কি হ-ইতেছে, সে সমুদায় বৃত্তান্ত আসিতে লাগিল, তাহাতে স-মাগত লোকদিগের কৌতূহলের আর পরিসীমা রহিল না। অনন্তর জেপানীয়েরা যথাবিধানে রাজদত্ত উপঢৌকন সকল আমেরিকানদিগকে প্রদান করিল। যুদ্ধে জয়লাভ করিলে যেরূপ রণবাদ্য হয়, আমেরিকান জাহাজের নাবিক বাদ্য-করগণ নানাদলে বিভক্ত হইয়া অতি মনোহর তালে সেই রূপ রণবাদ্য করিতে লাগিল, বাদ্যকরদিগের বেশভূষা সু-শিক্ষা এবং সুনৈপুণ্য এবং নানাবিধ তালমান মূর্চ্ছনাদি যুক্ত বিবিধ বাদ্যের মনোরম শব্দে জেপানীয় ভদ্র লো-কেরা বিমোহিত হইলেন। সে দিবসের সমারোহ ব্যা-পার ঐ পর্য্যন্ত হইল, কমিশনারগণ সন্ধিগৃহে গমন করি-

লেন, কমোডোর যথা বিধানে বিদায় লইয়া নিজ জাহাজে প্রত্যাবৃত্ত হওনের উদ্যোগ করিলেন, আসিবার সময় তিনি কমিশনারদিগকে কহিয়া আইলেন, পরশ্য দিবসে আপানাদিগকে আমেরিকান জাহাজে ভোজন করিতে হইবে, আমি নিমন্ত্রণ করিলাম, তাহাতে কমিশনারগণ মস্তক অবনত করিয়া নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন।

২৭ সে মার্চ্চ প্রাতঃকাল অবধি বৃহদ্ভোজের উদ্যোগ হইতে লাগিল, আমেরিকান জাহাজ সমূহের উপরিভাগে নীল পীত লোহিত প্রভৃতি নানা বর্ণের পতাকা উড্ডীয়মান হইল, নাবিকেরা সকল জাহাজ পরিষ্কার করত সুশৃঙ্খলপূর্ব্বক সকল গুলিকে সারি সারি স্থাপন করিল, আর পুষ্পমালা এবং হরিদ্বর্ণ বৃক্ষ পত্র দ্বারা সকলকেই সুশোভিত করিল, কাপ্তেন প্রভৃতি প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণ সকলে একই প্রকার রণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া নিমন্ত্রিত লোকদিগকে অভ্যর্থনা করিতে প্রস্তুত হইলেন। দাঁড়ীমাজী এবং অপর সামান্য কর্ম্মচারী ভিন্ন প্রায় সপ্ততিজন ভদ্রলোক নিমন্ত্রণে আসিবেন, এই সমুদায় লোকের উত্তম খাদ্য আয়োজন এবং ভোজনোপবেশনের স্থান প্রস্তুত করণে কমোডোর কিছুমাত্র ক্রটি করিলেন না। জেপানীদিগের সাধারণ ব্যবহারে অনেক কঠিন নিয়ম ছিল, প্রধান কর্ম্মচারীরা অধীন কর্ম্মচারীদের সহিত একত্রে বসিয়া ভোজন পানাদি করিতেন না, কমোডোর একারণ দুই স্থানে দুইটি মেজ প্রস্তুত করণের অনুমতি প্রদান করিয়া কহিলেন, প্রধান প্রধান লোকেরা তাঁহার গৃহস্থিত মেজে বসিয়া ভোজন ক্রিয়া নিষ্পাদন করিবেন, এবং অপর লোকদিগের আহার জাহাজের উপরিস্থিত ডেকের

মধ্যে হইবে। তদনুসারে স্থান প্রস্তুত হইলে, গো মেষ এবং পক্ষ্যাদির মাংসে কালিয়া কোপ্তা কাবাব পোলাউ প্রভৃতি নানাবিধ সুস্বাদযুক্ত ভোজনোপকরণ প্রস্তুত হইতে লাগিল। ব্যঞ্জনের সদ্‌গন্ধে ও মনোহর শোভায় সমুদায় ভোজনস্থান একেবারে আমোদিত হইল।

যথাকালে নিমন্ত্রিত লোকদিগের শুভাগমন হইলে, আমেরিকানেরা সপ্তদশ তোপ ছুড়িয়া তাহাদিগের সম্বর্দ্ধনা করিল। জেপানীয়েরা যুদ্ধ প্রিয় লোক ছিল না বটে, পরন্তু যুদ্ধাস্ত্র এবং রণ সংক্রান্ত কর্ম্ম দর্শনে তাহাদের সাতিশয় অনুরাগ ছিল। একারণ জাহাজে গিয়া অল্পক্ষণ এধার ও ধার দর্শন করত তাহারা যে গৃহে গোলাগুলি বারুদ কামান এবং বন্দুক প্রভৃতি ছিল, তাহা অবলোকন করিতে গেল, অবলোকন করিয়া তাহাদের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না, প্রফুল্ল বদন এবং বাক্য প্রয়োগ দ্বারা তাহারা হর্ষচিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিল। কি কৌশলে তাদৃশ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাষ্পীয় জাহাজ সত্বর গমন করে, জেপানী রাজকর্ম্মচারীরা পরে জানিতে ইচ্ছুক হইলেন, তাহাতে আমেরিকান নাবিকগণ বাষ্প যন্ত্রের সমুদায় অংশের গুণ এমনি সূক্ষ্মরূপে বর্ণন করিল, এবং তাহা চালাইয়া এমনি বুদ্ধি নৈপুণ্য দেখাইল যে তদ্দারা তাঁহারা সাতিশয় আশ্চর্য্যাবিষ্ট হইলেন। অনন্তর খাদ্য প্রস্তুত বলিয়া কমোডোর সকলের অভ্যর্থনা করিলেন, তাহাতে সকলে তাঁহার সঙ্গে আইলে, জাহাজের ডেকের মধ্যে যে যেমন তাহাকে সেই স্থানে বসাইয়া, আপনি কমিশনারদিগের সহিত নিজগৃহে আইলেন, উত্তম খাদ্য এবং মিষ্টবাক্য দ্বারা তাহার অধীন কর্ম্মচারীরা সকলকে পরিতুষ্ট করিল।

আমেরিকান জাহাজের চারিজন প্রধান কর্ণধার কমো- ডোরের প্রধান কর্ম্ম সম্পাদক এবং উকীল কমিসনারদি- গের সহিত ভোজনে বসিলেন। কিন্তু জেপানীদিগের উ- কীল জেনসকি আপন কর্তৃপক্ষদের সহিত বসিতে পাই- লেন না, কমিশনারের অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া ঘরের এক পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র মেজে তাহাকে ভোজন করিতে অনু- মতি দিলেন, তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হইয়া প্রফুল্লচিত্তে ভোজন করিতে লাগিলেন, অবমানন কিছুই বোধ করি- লেন না, ইহাতে আমেরিকানেরা আশ্চর্য্যান্বিত হইল। হায়েসাই সকল বিষয়ে গাম্ভীর্য্যভাব প্রকাশ করিতে লা- গিলেন, তিনি সকল প্রকার মদ্য ও খাদ্যাদির অল্প অল্প আস্বাদ লইলেন বটে, কিন্তু ভাল করিয়া কিছুই খাইলেন না. তাঁহার স্বদেশীয় অপর ভদ্রলোকেরা সেরূপ ব্যবহার করিলেন না, বিশেষ আমোদ করিয়া তাঁহারা সকল সমেগ্রী পর্য্যাপ্তরূপ ভোজন করিলেন।

আমেরিকান যোদ্ধাদিগের সহিত ডেকের মধ্যে যে স- কল জেপানীলোক ভোজন করিতে বসিয়া ছিল, ভোজন করিতে করিতে মদ্যপান কালীন তাহাদিগের কলরবে বি- শেষ গোলমাল হইল, গোলমালের কারণ কেবল পরস্পর পরস্পরের স্বাস্থ্য উক্তিমাত্র, তাহাদিগকে উৎসাহিত ও আহ্লাদিত করিবার জন্য যে মনোহর বাদ্যোদম হইতে ছিল, তদপেক্ষাও তাহাদের শব্দ উচ্চতর হইল। মদ্যমাদে মত্ত হওয়া যদিও নিমন্ত্রিত এবং নিমন্ত্রণকারী উভয়ের পক্ষেই অবিধেয় কর্ম্ম, তথাপি সুখের সময় বলিয়া কোন পক্ষের কর্তৃপক্ষ কিছু বলিলেন না, মদ্যের বোতল আনি- বামাত্রেই নাই, কাহার পর কি খাইতে হইবে তাহারও

নিয়ম রহিল না, ইহা দেখিয়া পরিবেশন কারীরা সহাস্য বদন হইল ; পরন্তু সকল ভোক্তার এরূপ অবস্থা হয় নাই, জনকয়েক জেপানী ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া যথা নিয়েম ভোজন পানক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিল।

আমেরিকানেরা বহুলোকের খাদ্যসামগ্রী আয়োজন করিয়াছিল, সকল লাগিল না, ভোজনের পর ভুক্তাবশেষ সকল বস্তুরই কিছু কিছু রহিল। জেপানীয়েরা স্বদেশের রীত্যনুসারে ঐ সকল সামগ্রী বাঁধিয়া আনিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। তাহাদিগের পরিধেয় লবেদার স্থানে স্থানে প্রশস্ত থলিয়া ছিল, ভোজে যাইবার সময়ে তাহারা উহাতে কতকগুলি কাগজ ও অপর লিখিবার সরঞ্জাম লইয়া যাইত, আর যতপ্রকার খাবার প্রস্তুত হইত সে সকলই লিখিত, পরে আসিবার সময় ঐ সকল সামগ্রীর কিছু কিছু কাগজে মুড়িয়া আনিত। বর্ত্তমান কর্ম্মোপলক্ষে ভোজনের পর সকলেই অবচ্ছিন্নরূপে মেজের উপর কাগজ পাতিয়া খাদ্য সংগ্রহ করত রুমালে বাঁধিলে, ঝোল ভাত ব্যঞ্জনাদির রস তাহাদের সমুদায় বস্ত্রে লাগিতে লাগিল, কিন্তু দেশের রীতি বলিয়া তাহারা ইহাতে ভ্রূক্ষেপও করিল না। জেপানী ভোজে যাইবার সময় যেন আমেরিকানেরা ঐরূপ করে, না করিলে ভোজদাতার অবমানন করা হয়, ইহা তাহারা এক প্রকার স্পষ্ট করিয়া বলিল। বিশেষ আমোদ করিবার জন্য আমেরিকান নাবিকেরা মুখে কালী মাখিয়া কাফ্রীরূপ ধারণ করত বীণা বাদ্য করিতে লাগিল, বীণার রবে সকলেই মোহিত হইলেন, যুবরাজ হায়েসাইয়ের যে এত গম্ভীর স্বভাব, তিনিও ঐ আমোদে আমোদিত হইলেন।

সূর্য্যাস্ত সময়ে তাহারা সকলেই স্ব স্ব নিকেতনে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন, প্রধান কমিসনার কমোডোরের হস্ত ধরিয়া এই কথা বলিলেন, অদ্যাবধি নাইফন এবং আমেরিকা একান্তঃকরণ হইল, কমোডোর ইহাতে শিষ্টাচার প্রকাশ করিয়া সময়োচিত বক্তৃতা করণান্তর তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন, পরে তাহারা আপনাদের নৌকায় চড়িয়া হাস্যামোদ করত গৃহে গমন করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে পূর্ব্বোক্ত সন্ধিগৃহে একটী সভা হইল, জেপানী সম্ভ্রান্ত কমিসনারগণ পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু গম্ভীরভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক সভায় অধ্যাসীন হইলেন, বোধ হয় গত দিবসের আমোদ স্মরণ করিয়া তাঁহারা কিছু লজ্জিত হইয়াছিলেন। তা যাহাহউক, কমোডোর আসন গ্রহণ করিবামাত্র, জেপানীয়েরা তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিয়া কহিল, সেনাপতি পোপ, রাজপ্রেরিত ডাকযোগে আমাদিগের নিকট সাইমোডা হইতে এই পত্র পাঠাইয়াছেন, পাঠ করিয়া মর্ম্মাবগত হউন। পত্র পাঠে কমোডোর সন্তুষ্ট হইলেন, বন্দর করণ বিষয়ে সাইমোডা উত্তম স্থান হইবে, ইহা তাঁহার স্থির উপলব্ধ হইল, অতএব অবিলম্বে তাহা খুলিতে তিনি একেবারে প্রস্তাব করিলেন, আর কহিলেন হাকোডাডি দ্বিতীয় এবং নাফা আমাদের তৃতীয় স্থান হইবে, তাহাতে আর কোন আপত্তি নাই।

এখন উভয় পক্ষে (এগ্রিমেণ্ট) সম্মতি পত্র স্বাক্ষর করা উচিত, ইহা বলিয়া কমোডোর আপন উকীলকে ওলন্দাজী ভাষায় লিখিত ঐ পত্র পাঠ করিতে আজ্ঞা করিলেন, উকীল উহা পাঠ করিলে, জেপানী রাজকর্ম্মচারীগণ দুই তিনবার উহা যত্নপূর্ব্বক পড়িয়া কহিলেন, আমরা

অপর সকল বিষয়ে সম্মত আছি, কিন্তু অবিলম্বে সাই-মোডা নগর বন্দর হইতে পারে না। ইহাতে উভয়পক্ষে তর্ক হইতে লাগিল, অনেক তর্ক করণান্তর স্থির হইল, জেপানীয়েরা কমোডোরকে প্রকাশ্য একখানি পত্র লিখিবেন, তাহাতে এই সকল কথা লেখা থাকিবে, "দশমাস গত না হইলে আমেরিকান জাহাজের যাহা২ প্রয়োজনীয় তাহা সাইমোডা হইতে দেওয়া হইবে না, তবে জল কাষ্ঠ এবং অপর যে যে দ্রব্য তথায় সহজে পাওয়া যায়, তাহা সত্বর প্রদত্ত হইবে।

আমেরিকান দিগের জেপান রাজ্যে কত ক্ষমতা থাকিবে, পূর্ব্বোক্ত তিন নগরে তাহাদিগের কত দূর পর্য্যন্ত সীমা হইবে, চিরস্থায়ী বসতি স্থান তাহারা উহাতে করিতে পাইবে কি না, আমেরিকানদিগের (রেসিডেন্ট) অর্থাৎ রাজপ্রতিনিধি জেপানে থাকিবে কি না ইত্যাদি বিষয় সকলের পরে তর্ক হইল। কমোডোর যাহা২ বলিলেন, জেপানী কমিসনারগণ তাহাতেই সম্মত হইলেন। কেবল বর্ত্তমানে আমেরিকানেরা চিরস্থায়ী বসতি স্থান করিতে পাইবে না, আর শুদ্ধ একজন রাজপ্রতিনিধি দেড়বৎসর বহির্ভূত হইলে সাইমোডাতে থাকিবেন, ইহাই স্থির হইল, অতঃপর কমোডোর যথাবিধানে বিদায় লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দিবস পরে ইংরাজী, ওলন্দাজ, জেপানী এবং চীন ভাষায় তিনখানি করিয়া এগ্রিমেণ্ট প্রস্তুত হইল, উভয় পক্ষের নিযুক্ত মিলনকারকেরা উভয় জাতির কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা তাহা স্বাক্ষর করাইলেন। এগ্রিমেণ্টের নিয়মের কথা পূর্ব্বে

পুনঃ পুনঃ উল্লেখ হইয়াছে, অতএব এস্থানে তাহা পুনরুল্লেখের আর আবশ্যক নাই।

এইরূপে সন্ধি পত্র স্বাক্ষরিত হইয়া পরস্পর প্রদত্ত হইলে, কমোডোর স্বজাতীয় রাজনিশান একটি প্রধান কমিসনার যুবরাজ হায়েসাইকে প্রদান করিয়া কহিলেন, মহাশয়! বিদেশী রাজাদিগের সহিত মিলন হইলে, অস্মদ্দেশে যে সকল আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের চিহ্ন প্রকাশিত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে রাজপতাকা প্রদান করা সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিহ্ন রূপে পরিগণিত, অতএব ইহা আমি আপনাকে দিতেছি। হায়েসাই তাহাতে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সহস্র সহস্র ধন্যবাদ করত সাদরে গ্রহণ করিলেন। তৎপরে আর আর সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারীদিগের জন্য যাহা রাখিয়াছিলেন, একে একে তাহা সকলকে দিয়া বিনয় বাক্যে সকলের মনোরঞ্জন করিলেন; এক্ষণে পূর্ব্বের সমুদায় গোলযোগের নিষ্পত্তি হইল, কমোডোর সুস্থির হইয়া কুশলে স্বীয় কর্ম্ম নিষ্পাদন করিতে লাগিলেন।

পরদিবস কমিসনারগণ সমস্ত কর্ম্মচারীদিগের সহিত কমোডোরকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করিলেন, শুভ ভোজ বসিয়া তদ্দেশজাত নানা উপাদেয় খাদ্যের আয়োজন হইল, যে দালানে পূর্ব্বে তাঁহারা সম্মিলিত হইয়া ছিলেন, তাহাতেই এখন মেজ বিস্তৃত হইল, ঐ মেজ গুলা আর কিছুই নহে, লোকেরা সচরাচর যে তক্তপোষে শয়নোপবেশন করে, উচ্চেতে সেই তক্তপোষ মাত্র, কেবল লোহিত বর্ণের সাটিন কাপড়ে তাহা আচ্ছাদিত, আর নিমন্ত্রিত লোকদিগের পদ মর্য্যাদানুসারে তদুপরি ক্রমান্বয়ে সুরম্য এক এক খানি আসন দেওয়া হইয়াছিল। তন্মধ্যে একখান মেজ

অপর কয়েকখান মেজ অপেক্ষা কিছু উচ্চছিল, তাহাতে কমোডোর তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী এবং কমিশনারগণ বসিলেন। সকলে আসন গ্রহণ করিলে, পরিচারকেরা যার পর যা ক্রমশঃ খাদ্য দ্রব্য আনয়ন করিতে লাগিল, প্রথমে মাটির কটোরা পুরিয়া সকলকে এক এক কটোরা ঝোল দিয়া গেল, উহা তাজা মৎস্যের ঝোল ছিল বটে, কিন্তু অতিশয় গাঢ় হওয়াতে ঠিক ইংরাজী খাদ্যষ্টুর মত দেখাইতে ছিল। তৎপরে একখান রেকাবে করিয়া কিছু মসলা আঙ্গুর প্রভৃতি মেওয়া ফল এবং নানা প্রকার চাটনী দেওয়া হইল, আর তার মধ্যে মধ্যে তদ্দেশজাত সাকি নামক মদ্য এবং ইংরাজী হুইস্কির ন্যায় তণ্ডুলোৎপন্ন আর এক প্রকার মদ্য যথেষ্টরূপ দেওয়া হইল। অনন্তর পিষ্টক এবং নানা প্রকার মিঠাই আসিতে লাগিল, সকলই সাতিশয় মিষ্টরস যুক্ত, জেপানীয়েরা উপাদেয় বলিয়া পর্য্যাপ্তরূপ ভোজন করিতে লাগিল, কিন্তু আমেরিকানেরা অমন উপাদেয় দ্রব্য জন্মাবধি কখন খান নাই, অতএব তাহাদিগের অর্দ্ধাশনও হইল না, উদর পূরণ না হওয়াতে শেষে কি আসিবে, তাহারা তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ভোজনের শেষ হয়, এমত সময়ে কতকগুলি মাছ ভাজা, চিংড়ি মাছের ঝোল অম্বল, এবং পুডিং নামে পরমান্ন আইল, আমেরিকানেরা মনে করিলেন, অদ্য এই পর্য্যন্ত শেষ, ইহাতে যাহা হউক এক প্রকার ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে হইবে। কিন্তু তাহাদের ভাগ্যে তাহাও ঘটিল না, কারণ পরিচারকেরা ইঙ্গিত দ্বারা কহিল, বাটী যাইবার সময় নিমন্ত্রিত লোকদিগের সহিত ইহা যাইবে, সুতরাং আসিবার সময় তাঁহাদিগকে তাহা বাঁধিয়া আনিতে হইল।

খাদ্য আয়োজন বিষয়ে যাহা হউক, কিন্তু জেপানী কমিশনারদিগের শিষ্টাচারের কিছুমাত্র ত্রুটী হয় নাই। কানাগয়া নগর খাদ্য সামগ্রীর পক্ষে বড়ই অনুপযুক্ত স্থান, আপনাদের ভাল আহার হইল না, ইহা বলিয়া তাহারা কমোডোরের নিকট অনেক বিনতি করিলেন। পরে পরস্পর পরস্পরের স্বাস্থ্য সম্ভাষণ করিয়া তুইগ্লাস সাকীমদ্য পান করিলে, বিষয় কর্ম্মের কথা আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে কমোডোর জেডো নগর দর্শনের প্রস্তাব করিয়া ছিলেন, কমিশনারগণ তদুল্লেখে বলিলেন মহাশয়! যদি যাইতে হয়, তবে উপসাগরের কিয়দ্দূর যাইবেন, কিন্তু নগরের নিকটবর্ত্তী হইবেন না, কারণ আপনাদিগকে দেখিলে তত্রস্থ লোকেরা ভয় পাইবে, তাহাতে আপনাদিগের ক্লেশের পরিসীমা থাকিবে না। এই কথা শুনিয়া কমোডোর অনেক তর্কবিতর্ক করণান্তর কিছুদিন জেডো যাওয়া স্থগিত রাখিলেন। কমিশনারগণ ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। জাহাজে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কমোডোর স্বদেশে জেপান সংস্থাপিত সন্ধিপত্র প্রেরণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, সেনাপতি আদম্‌স এবিষয়ে অনেক উদ্যোগ করিয়া ছিলেন, অতএব ১৮৫৪ খৃ অব্দের এপ্রেলমাসে তাঁহাকে প্রেরণ করাই বিহিত বোধ হইল।

পঞ্চম অধ্যায়।

সেনাপতি আদমস্ সৌভাগ্য সূচক সম্বাদ লইয়া সারাটোগা জাহাজ দ্বারা আমেরিকা গমন করিলে পর, কমোডোরপেরি দেশ দর্শনার্থ সমুদ্র তীরে অবরোহণ করিলেন। মরিয়ামা, জেনসকি এবং অপর কতকগুলি জেপানি রাজকর্ম্মচারী তাঁহার সহবর্ত্তী ছিল। আড়াই ক্রোশের অধিক তাঁহার দেশ পরিদর্শন হয় নাই, তথাপি ইহাতে করিয়া তিনি অনেক আশ্চর্য্য প্রাকৃতিক বিষয় দর্শন করিয়াছিলেন, অনেক গ্রামে গিয়াছিলেন, অনেক লোকের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয়াদি হইয়া ছিল। তখন বসন্ত কালের প্রথমাগম উদ্যানে এবং ক্ষেত্র সকল সতেজ হরিদ্বর্ণ শস্যাদি দ্বারা মনোহর রূপ ধারণ করিতেছিল এতদ্দেশীয় ধনাঢ্য লোকেরা কেমিলিয়া নামক যে পুষ্পকে অতি যত্নে উদ্যান মধ্যে রক্ষণাবেক্ষণ করেন, জেডো উপসাগরের তটে তাহা স্বভাবতঃ এত জন্মিয়াছিল যে তাহার সঙ্খ্যা করা যায় না, অল্প কোন গাছই চল্লিশ হাতের ন্যূন নহে, লোহিত বর্ণ কুসুম তাহার সকলেতেই ধরিয়া ছিল। আর কোন কোন গাছে যে কয়েকটা ফুল ফুটিয়াছিল, সে সকলই ঘোর লাল, প্রকাণ্ড স্থলপদ্ম অপেক্ষাও তাহার আয়তন অধিক, কমোডোর পূর্ব্বে কখন কোন দেশে এমন কেমিলিয়া দেখেন নাই, অতএব দর্শন করিয়া ঐ বনজ পুষ্পের সাতিশয় প্রশংসা করিলেন।

কমডোর কোন পল্লিগ্রামের নিকটে উপস্থিত হইলেই, তাঁহার জেপানি সহচরের মধ্যে এক ব্যক্তি সত্বর অগ্রসর হইয়া পথমধ্যবর্ত্তী স্ত্রীলোক এবং অপর জনগণকে পথ ত্যাগ করিতে কহিত, কহিবামাত্র তাহারা পলায়নপর হইয়া যথাতথা লুকাইত। কমোডোর দেশীয় লোকদিগের রীতি নীতি আচার ব্যবহার সন্দর্শনার্থ ভ্রমণ করিতেছিলেন, অতএব ও কর্ম্ম তাঁহার মনের মত না হওয়াতে তিনি অনুসঙ্গী উকীলকে কহিলেন, একি ব্যবহার, শিয়াল কুকুর তাড়াইবার মত উহার পথিকদিগকে এমন করিয়া তাড়াইতেছে কেন? বিশেষ স্ত্রীলোকদিগকে অমন করিয়া তাড়ান উহাদের উচিত হইতেছে না। জেনসকি প্রত্যুত্তর করিলেন, স্ত্রীলোকদিগের উপকারার্থেই একর্ম্ম হইতেছে, মহাশয়! এতদ্দেশীয় কামিনীগণ সাতিশয় মৃদু স্বভাবা, সাহসের লেশমাত্র নাই, বিদেশী লোকদিগের দৃষ্টিগোচর ইহারা কোন মতেই হইতে পারে না। এই কথাতে উভয়ের অনেক বাদানুবাদ হইল, কমোডোর যে এমন সন্দেহ সূচক কথায় প্রত্যয় করেন না, ইহা তাঁহার স্থির উপলব্ধি হইল, কিন্তু কমোডোরের কথায় এমনি সুরসভাব জেনস্কি তাহাতে কোন দোষ গ্রহণ না করিয়া বরং প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন মহাশয়? জেপানি রাজকর্ম্মচারিদিগের পূর্ব্ব শিক্ষিত বাক্য নৈপুণ্য আপনি যে বুঝিতে পারিয়াছেন ইহা বড়ই ভাল। আপনকার মনোরথ পূর্ণ করা আবশ্যক দেখিতেছি, আর একটুক অগ্রসর হইয়া চলুন, নিকটবর্ত্তী নগরে মহাশয়কে কিছু জলযোগ করিতে হইবেক, সেখানে গেলে আমরা স্ত্রীলোকদিগকে তাড়াইয়া দিবনা, আপনি সকলি দেখিতে পাইবেন। তদনুসারে কিয়দ্দূর যা-

ইয়া কমোডোর পূর্ব্বোক্ত স্থানে উপস্থিত হইলে, আবালবৃদ্ধ বনিতাদি সকলেই বিদেশীদিগকে দেখিবার আশয়ে মহা জনতা করিতে লাগিল।

নগররক্ষকের বাটীতে আমেরিকানদিগকে লইয়া গেলে, তিনি বিশেষ সমাদর করিয়া তাহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা বৈঠক খানায় গিয়া দেখিলেন, যে জেপানীয়েরা সচরাচর যেরূপ আড়ম্বর করিয়া গৃহ সজ্জা করে তথায় তদ্রূপ আড়ম্বর নাই। ঘরটি পরিষ্কার এবং সুপ্রশস্ত, মেঝ্যাতে সুকোমল মাদুর বিছান আছে, তৈলাক্ত কাগজে তাহার জানালা গুলি মণ্ডিত, দেওয়ালে নানা বর্ণের নক্সা ও চিত্র সকল শোভা পাইতেছে, কিন্তু চিত্র করেরা সুনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া যে চিত্র সকল চিত্রকরে নাই, উত্তম শিল্পিক আমেরিকানেরা তাহাতে অনেক বৈলক্ষণ্য দেখিলেন। বসিবার নিমিত্ত ঘরের চারিদিকেই লাল রঙ্গের বেঞ্চ পাতা ছিল। কাষ্ঠাসনে বসিয়া আমেরিকানেরা জেপানীদিগের সহিত কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে শান্তি রক্ষকের স্ত্রী এবং ভগিনী কিঞ্চিত জলযোগের সামগ্রী হস্তে লইয়া তথায় সমাগতা হইলেন, তাহাদের ঈষদ্ হাস্য বদন এবং সম্ভ্রমার ভঙ্গিমা দেখিয়া কমোডোর বুঝিতে পারিলেন, তাহারা যেন কিছু ত্রাস যুক্ত আছে। রমণীদ্বয়ের মধ্যে কাহারও পদে পাদুকা নাই, একই প্রকার কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ উভয়েই পরিধান করিয়াছে। ইংলণ্ডীয় কামিনীগণ রাত্রি কালে যেরূপ ঢিলা গাউন পরে, তাহাদিগের পরিধিত বস্ত্র প্রায় সেই প্রকার, প্রভেদের মধ্যে কেবল কটিদেশে চওড়া ফিতা বাঁধা ছিল। দেখিতে তাহারা স্থূলাকার বটে

(বোধ হয় কদর্য্যরূপ বস্ত্র পরিধান জন্য ঐরূপ দেখাইতে-ছিল) পরন্তু মুখ মণ্ডলের এক অপূর্ব্বভাব দৃষ্ট হইতেছিল, তাহাদের কেশ যেরূপ কৃষ্ণবর্ণ নেত্রদ্বয়ও সেইরূপ কৃষ্ণবর্ণ হওয়াতে, নীলবর্ণ মেঘের মধ্য দিয়া যেন চন্দ্রোদয় হইতে ছিল। জেপান দেশীয় পুরুষেরা মস্তকের উপরি-ভাগে যেরূপ কেশ বন্ধন করে, তাহাদেরও মাথার উপরে তেমনি ঝুঁটি বাঁধা ছিল, প্রভেদের মধ্যে কেবল সম্মুখ ভাগ সমান ছিল না। মাতা কন্যা উভয়েই বিম্বোষ্ঠী, সুন্দররূপ হাস্য করাতে উভয়েরই দন্তপাটী ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেখা গেল, মেড়ের অধিকাংশ ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। জেপান দেশে কেবল সধবা স্ত্রী লোক সাকি ও লৌহচূর্ণ প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া মাজন প্রস্তুত করত দন্ত রঙ্গ করিতে পারে, বিধবাতে পারে না। এই মাজন এমনি মন্দ যে বিশেষ সাবধান হইয়া দন্ত বর্ণাক্ত না করিলে, উহাতে বড়ই মন্দ ফলোৎপন্ন হয়, ঠোঁটে লাগিলে লোহিত বর্ণ ওষ্ঠ একেবারে ধূমল বর্ণ হয়, মাড়িতে লাগিলে মাড়ি স্ফীত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। বিবাহের সম্বন্ধ হইলেই জেপান দেশীয় যুবতীরা এই আশ্চর্য্য বদন শোভা করিতে আরম্ভ করে, দন্তপাটির কৃষ্ণবর্ণ ঔজ্জ্বল্য ভাল দেখাইবে বলিয়া তাহারা ঠোঁটে লাল রঙ্গ দেয়, তাহাতে তাহাদের যে স্বভাবতঃ বিম্বোষ্ঠের ব্যত্যয় হয়, ইহা তাহারা একবারও মনে ভাবে না। পরিচ্ছদের উপরিভাগে গল-দেশ অবধি কোটিদেশ পর্য্যন্ত জেপানদেশের স্ত্রীলোকেরা একটি লাল কোর্ত্তা ব্যবহার করে, কিন্তু অবস্থা বিশেষে ঐ কোর্ত্তার বর্ণ পরিবর্ত্ত হয়, অর্থাৎ মান্যাগণ্যা কামিনীগণ

সাধারণ লাল কোর্ত্তা না পরিয়া ইষৎ নীল বর্ণের কোর্ত্তা পরিধান করেন।

পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীলোকদ্বয় আমেরিকানদিগের নিমিত্ত যে জল খাবার আনিয়াছিল, তাহা চা মিঠাই এবং সাকি মদ্যমাত্র, আর এই মদ্যের সঙ্গে তণ্ডুল প্রস্তুত এক প্রকার পরমান্ন ছিল। উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী বিশেষ শিষ্টাচার প্রকাশ করত খাও খাও বলিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইতে লাগিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী এবং সহোদরা করযোড় করত তাহাতে অনুমোদন করিতে লাগিল, আর পুত্তলি ক্রীড়া করিয়া মস্তক অবনত করাইয়া পুত্তলিকে যেরূপ নমস্কার করায়, ঐ রমণী দ্বয় বিদেশীদিগকে সেইরূপ নমস্কার করিতে লাগিল। মাজিষ্ট্রেটের ভার্য্যা অতি সুশীলা, সুশীল স্বভাব প্রযুক্ত তিনি আপনার একটী শিশু সন্তানকে আনিয়া নিমন্ত্রিত লোকদিগের হস্তে দিলেন, অযত্ন হেতু শিশুটী যদিও মলীন ছিল, যদিও তাহার পরিচ্ছদের বড় একটা পারিপাট্য ছিল না, তথাপি আমেরিকানেরা তাহাদের মনোরঞ্জনার্থ শিশুটীকে ক্রোড়ে লওত নানাবিধ আমোদ করিতে লাগিলেন। নাচাইতে নাচাইতে তাহারা একটি মিঠাই ছেলিয়াটীর হস্তে প্রদান করিলে, তাহার মাতা তাহাকে নমস্কার করিতে কহিলেন, তাহাতে বালক মণ্ডিত মস্তক হেট করিয়া অমনি নমস্কার করিল, তদ্দর্শনে উপস্থিত লোকদিগের আহ্লাদের আর পরীসীমা রহিল না, ক্ষুদ্র শিশুর শিষ্টাচার দেখিয়া সকলেই বিশেষ আমোদ করিতে লাগিল।

গমনকালে কমোডোর শান্তিরক্ষক জোজমাতার সমস্ত পরিবারের স্বাস্থ্য সম্ভাষণ করিলে, তাঁহার বৃদ্ধা মাতা ত-

থায় উপস্থিতা হইয়া গৃহের এক কোণে গুঁড়ি মারিয়া বসিলেন। মাজিষ্ট্রেট ভদ্র মহাশয়ের সমস্ত আত্মীয়গণের মধ্যে তিনি প্রাচীনা, পরিবারের মঙ্গল প্রার্থনা করিলে, তিনি অতীব সন্তুষ্টা হইয়া নিম্ন মস্তক করত কমোডোরকে নমস্কার করিলেন, তাহাতে আমেরিকানেরা যথা বিধানে তাহাকে প্রতিনমস্কার করত বিদায় হইলেন। পথে আসিবার সময় জেপানারের স্বদেশীয় লোকদিগের কৌতূহল নিবারণে যত্ন করিলেন, সুতরাং এবারে আমেরিকানেরা উত্তম মধ্যম অধম সকল অবস্থার লোক দেখিতে পাইলেন। তাহাকে শীঘ্র প্রত্যাবৃত্ত হওয়া তাঁহার আবশ্যক ছিল, একারণ পথি মধ্যে অনেক বিলম্ব করিতে পারিলেন না, একটী ক্ষুদ্র নগরে প্রবেশ করিয়া নিম্নোক্ত তিনশ্রেণীর লোক তিনি বিশেষরূপে দেখিলেন। রাজকর্ম্মচারী, ব্যবসায়ী এবং শ্রমোপজীবী, সকল লোক অপেক্ষা শ্রমোপজীবী মনুষ্যদিগকে দেখিয়া তাহার বোধ হইল যে, অন্যান্য দেশের লোকদিগের ন্যায় তাদিগের দুরবস্থা নয় তাহারা বর্দ্ধনশীল সসন্তোষচিত্ত, সাধ্যাতিরিক্ত শ্রম জন্য শ্রান্ত ও ক্লান্ত নহে। তাহারা দরিদ্র লোক বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে দীনতার চিহ্ন কিছুমাত্র ছিল না। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই ক্ষেত্র মধ্যে কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে, প্রধান লোকদের ন্যায় চোগার মত ঢিলা কাপড় তাহারা পরিধান করে, কিন্তু কিছু ছোট, তাহাদের অনেকেরই খোলা পা ও খোলা মাথা, অর্থাৎ শিরোভাগ ও পদদেশে কিছুমাত্র আবরণ নাই। স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করে, প্রভেদের

মধ্যে পুরুষের মাথায় কেশ নাই, স্ত্রীলোকেরা স্ব স্ব কেশে বেণী বন্ধন করত শিরোপরি ঝুটা বান্ধে।

বর্ষাকালে জেপান দেশের লোকেরা এক একটী খড়ের ঝাঁতল পরিধান করে, ঘাড়ে বাঁধিয়া উহা ঝুলাইয়া দিলে, খড়ের চালের ন্যায় তাহা স্কন্ধ এবং পৃষ্ঠ দেশ পর্য্যন্ত লম্বমান হইয়া থাকে। উচ্চ পদস্থ লোকেরা আপনাদিগের পরিচ্ছদের উপরে একটী তৈলাক্ত কাগজের কোর্ত্তা পরিধান করেন, জল তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। চীন দেশের লোকদের ন্যায় জেপানীদিগের সঙ্গে সতত এক একটী ছত্র থাকে, গ্রীষ্মকালে সূর্য্যকিরণ উহাতে নিবারিত হয়, এবং বর্ষাকালে এক পসলা বৃষ্টি হইলেও কিছু হানি করিতে পারে না। সকল শ্রেণীর লোকেই সাতিশয় শিষ্টাচার প্রকাশ করিয়া কথা কহে, বিদেশীদিগের অনুসন্ধান লইতে তাহারা বিশেষ তৎপর বটে, কিন্তু যাহাতে তাহাদের মান সম্ভ্রমের হানি হয়, এমন কথা তাহারা কদাচ জিজ্ঞাসা করে না। সামান্য শ্রমোপজীবী লোকে ভদ্রলোকদিগকে সাতিশয় ভয় করে, সহসা তাহাদের সম্মুখে যাইতে তাহারা সক্ষম হয় না, এরূপ বাধা না থাকিলে তাহারা সাহস পূর্ব্বক মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিত।

পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে, জেপানী লোকেরা বিদেশীদের সহিত বড় একটা সংস্রব রাখে না, ইহা কেবল জেপান গবর্ণমেণ্টের রাজ কৌশল, নতুবা তাহারা অতি সভ্য ভব্য লোক, পরস্পর পরস্পরের সহিত বিশেষ সৌহার্দ্দ ভাব প্রকাশ করিয়া কালযাপন করে। তাহারা স্ত্রী জাতিকে সমতুল্য জ্ঞান করে, পৃথিবীর পূর্ব্বভাগ

নিবাসী অন্যান্য জাতিতে যোষাদিগকে যেরূপ দাসত্ত্বে ন করে, তাহারা সেরূপ করে না, একারণ জেপানী সমাজ উহাদের অপেক্ষা স্পষ্টরূপ শ্রেষ্ঠ হয়। তজ্জাতীয় স্ত্রী সমাজের অবস্থা খৃষ্ট ধর্ম্মাক্রান্ত দেশের ন্যায় উন্নত নহে বটে, কিন্তু মুসলমান এবং পৌত্তলিক ধর্ম্মী লোকাপেক্ষা বিশেষ উন্নত হয়। জেপানে বহুবিবাহ প্রচলিত নাই, ইহাকে তাহাদের উৎকর্ষের চিহ্ন অবশ্য বলিতে হইবে। পূর্ব্বাঞ্চলে যত জাতি আছে, জেপানীদিগের মধ্যে ধর্ম্ম নীতির প্রাদুর্ভাব বড়ই দৃষ্ট হয়, একারণ তাহারা অপেক্ষাকৃত সচ্চরিত্র, তাহাদের স্ত্রী জাতিদিগের আচার ব্যবহারে ইহা স্পষ্টরূপ প্রমাণীকৃত হয়, এই উৎকৃষ্ট গুণ প্রযুক্ত স্ত্রী পুত্র কন্যাদির সহিত তাহাদের বড়ই সুখে বাস হয়, অমন পারিবারিক সুখ আসিয়া খণ্ডের কোন দেশে দেখা যায় না।

জেপান দেশীয় বালিকারা পরম সুন্দরী নহে, কিন্তু তাহাদের মুখ নাসিকা প্রভৃতি অঙ্গ সৌষ্ঠব বিলক্ষণ আছে, সাধারণে তাহাদের যে প্রশংসা করে, তাহারা তাহার যোগ্যপাত্রী, তেজস্বিনী হইয়া তাহারা লোক সমাজে কালযাপন করে বটে, কিন্তু যাহাতে সতীত্ব ধর্ম্মের অনুমাত্র হানি হয়, এমন কর্ম্মে একেবারে হস্তক্ষেপ করে না, সাধ্বী থাকা স্ত্রী জাতিদিগের যে একটি পরম ধর্ম্ম ইহা তাহাদের বিলক্ষণ উপলব্ধি আছে। আমেরিকান এবং ইংলণ্ডীয় লোকেরা মধ্যাহ্ন ভোজন অথবা চা পানাদি সময়ে পরিবার এবং বন্ধুবর্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, সকলে একত্রে যেরূপ সুখে ভোজন করে, জেপানীয়েরাও সেইরূপ করিয়া থাকে। ভোজনাসনে উক্ত জাতিদ্বয় স্ত্রীলোককে যেরূপ

প্রাধান্য পদ দেয়, জেপানীয়েরাও সেইরূপ দিয়া থাকে, কি কথোপকথন কি পরিবেশন, কি খাদ্য মনোনীত করণ, স্ত্রীজাতির প্রতিবন্ধকতা করিতে পুরুষের ক্ষমতা নাই। শান্তি রক্ষকের বাটীতে কমোডোর এবং তদনুসঙ্গীগণের ভোজন কালে, ভদ্রবংশজা জেপানী রমণীরা সর্ব্বতোভাবে যে মতভাব গ্রহণ করিয়াছিল, সে কেবল বিদেশীদিগের সম্মানার্থ, নীচ পদের জন্য নহে। প্রধান প্রধান রাজধানীতে দুশ্চরিত্র কুলটাদিগের আবাস আছে বটে, কিন্তু ইহা শুদ্ধ জেপান বলিয়া নয়, দুর্ভাগ্য বশতঃ পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকল প্রধান দেশেরই এরূপ দুরবস্থা হয়। পরন্তু জেপান দেশীয়া স্ত্রী লোকদিগের পক্ষে ইহা বলা যাইতে পারে, আমেরিকানেরা যতদিন জাহাজ নঙ্গর করিয়া জেডো উপসাগরে ছিল, ততদিন তত্রস্থ কোন স্ত্রী লোকের কোনপ্রকার শীলতার ত্রুটী দেখে নাই।

স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন বিষয়ে কমিশনারগণ কমোডোরকে একখানি নিষিদ্ধ পত্র লিখিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি তাহা মানেন নাই, ১৯ সে এপ্রেল দিবসে তিনি জেডো নগরের সন্নিকটবর্ত্তী হইতে মনস্থ করিয়া নাবিকদিগকে আজ্ঞা করিলেন, নগরের নিকট উপসাগরের জল যতদূর পর্য্যন্ত গভীর আছে, তোমরা ততদূর জাহাজ চালাও। তাহাতে পরদিন প্রাতঃকালে আমেরিকানদের সমস্ত জাহাজ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে জেপানী উকীলেরা পাউহেটান নামক জাহাজে আসিয়া বিনতি স্তুতিবাক্যে কমোডোরের নিকট নিবেদন করিল, মহাশয়! ক্ষান্ত হউন, জাহাজ চালাইবেন না, চালাইলে আপনাদিগের অনিষ্ট বই ইষ্ট

লাভ হইবে না! কমোডোর তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করাতে, কি হয়, কতদূর পর্য্যন্ত জাহাজ যায়, ইহা অবলোকন করিবার নিমিত্ত তাহারা জাহাজে বসিয়া রহিল। পাউহেটান এবং মিসিসিপাই নামক জাহাজ দ্বয় রাজধানীর এত অদূরস্থ হইল, যে কোয়াসা না হইলে তথা হইতে উহা স্পষ্টরূপ দৃষ্ট হইত। তথাপি তাহারা যাহা দেখিল তাহা বর্ণনার অযোগ্য নহে, জেডো রাজধানীর সমস্ত উপরিভাগ বড় বড় অট্টালিকা এবং ক্ষুদ্র গৃহে পরিপূর্ণ, পরস্পর এমনি সংযোজিত যে বিন্দুমাত্র স্থান দেখা যায় না, বাটী গুলির ছাদ সকল ঢালু, এবং উচ্চতা অল্পমাত্র হয়। সাগরের ধারেই রাজধানীর দুর্গ, উহার ভিতরটা কিরূপ সুদৃঢ় তাহা বলা যায় না, কিন্তু বহির্ভাগে কামবিস কাপড়ের অনেক কর্ম্মই দেখা গেল। বোধ হয় উহা প্রকৃত গড় না হইলেও হইতে পারে, বৌদ্ধদিগের মন্দির কুয়াসাতে ঐরূপ দেখাইতে ছিল। উপসাগরের সমস্ত সম্মুখভাগ সুদৃঢ় অথচ উচ্চ গরাদিয়ার কাঠ গড়াতে আবদ্ধ, নৌকা এবং বজরা যাইবার নিমিত্ত তাহার মধ্যে মধ্যে এক একটি প্রবেশ দ্বার ছিল। তরঙ্গ হিল্লোলে তীরের মৃত্তিকা যেন ক্ষয় না হয়, অথবা শত্রুরা যেন রাজধানী আক্রমণ করিতে না পারে, এদুইয়ের মধ্যে কি কারণে ঐ কাঠগড়া প্রস্তুত করা হইয়া ছিল, তাহা নিশ্চয় করা দুষ্কর। কিন্তু আমেরিকানদিগের জাহাজ সমূহ জেডো স্পর্শ না করে, তাহাদের অস্ত্রধারী সৈন্য সকল বলপূর্ব্বক নৌকা দ্বারা গিয়া রাজধানী আক্রমণ করিতে চেষ্টা না করে, এই জন্যই ঐ উচ্চ কাঠগড়া যে নির্ম্মিত হইয়া ছিল ইহা সম্ভব হইতেছে। তাহা যে

অভিপ্রায়ে হউক, আমেরিকানেরা রাজধানীর যে অবস্থা দেখিল, বড় বড় কামানের দ্বারা গোলা ছুড়িলে, উহা যে অনায়াসে নষ্ট করিতে পারা যায় তাহার কোন সন্দেহ নাই।

জেপানীদিগের যে বহুতর সৈন্য সামন্ত আছে, যুদ্ধাবশ্যক কোন সামগ্রীর যে তাহাদের অভাব নাই. আমেরিকানদিগকে ইহা দেখাইবার নিমিত্ত প্রথমতঃ জেপানীরা বড় আড়ম্বর করিতে লাগিল। জেডে উপসাগরের যে স্থানে আমেরিকানদিগের সমস্ত জাহাজ ছিল. তাহার সম্মুখে জেপানী সৈন্যে মহা আস্ফালন পূর্ব্বক রণ শিক্ষা দেখাইতে লাগিল, রাজধানী রক্ষার নিমিত্ত নূতন কর্ম্ম সকল আরম্ভ হইল। তৎপর দিনে তাহার আর কিছুই দৃষ্ট হইল না, স্পষ্টরূপে তাহারা পূর্ব্ব রাজ কৌশল পরিবর্ত্তন করিয়, বাধা দিবার নিমিত্ত আড়ম্বর পূর্ব্বক যে আয়োজন করিতে ছিল, সে সমস্ত পরিত্যাগ করিল।

কমিশনারগণ যেন ভয় না পায়, বিদেশী জাহাজ সমূহ দেখিয়া তত্রস্থ লোকদিগের যেন ত্রাস না জন্মায়, আত্মরক্ষার্থে সমস্ত জেপানী উৎসাহিত হইয়া যেন দুঃসাহসী কর্ম্ম না করে, জেপান গবর্ণমেণ্টের সহিত যে সন্ধি সম্পর্ক হইয়াছে, কোন প্রকারে তাহার যেন বিপর্য্যয় না হয়, এসমস্ত বিবেচনা করিয়া, কমোডোর জেডোর নিকটে জাহাজ নঙ্গর করিলেন না, পূর্ব্বে যে স্থানে আমেরিকান জাহাজ নঙ্গর করা ছিল, পুনরায় তথায় প্রত্যাগমন করিলেন। প্রত্যাবৃত্ত হইয়া এক খানি জাহাজ পূর্ব্ব নিরূপিত যোনিম নামক স্থানে, অপর চারিখানি সাইমো-

ডাতে প্রেরণ করিলেন, আর কিয়দ্দিন পরে পাউহে-টান এবং মিসিসিপাই জাহাজ আপনি সঙ্গে লইয়া ত-থায় উপনীত হইলেন, গিয়া দেখিলেন, তাঁহার পূর্ব্ব প্রে-রিত জাহাজ সকল নিরাপদ অতি সুন্দর স্থানে নঙ্গর করিয়া আছে। সন্ধি কালীন আমেরিকানদিগকে যে সাই-মোডা নগর দেওয়া হইয়াছিল, তাহা নাইফন উপদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী জেডো উপসাগরের একটি শাখার উপর আছে। সাইমোডার বাণিজ্য স্থান সাগরের পশ্চিম দিকে, তন্মধ্যে একটি উর্ব্বরা উপত্যকা থাকাতে তথায় বহুতর শস্য ফলাদি জন্মে, জেপানী ভাষায় সাইমোডা শব্দের অর্থ নিম্ন ভূমি, বোধ হয় তদ্ভূমির নিম্নতা প্রযুক্ত ঐ নাম দেওয়া হইয়া থাকিবেক। নগরের মধ্য ভাগে যে একটি ক্ষুদ্র নদী আছে, তাহার সীমা বন্দর পর্য্যন্ত হয়, এজন্য নাইফন উপদ্বীপের সকল স্থান হইতে বাণিজ্য দ্রব্য বন্দরে আ-নীত হইয়া থাকে, উহার উপত্যকা এবং উপপর্ব্বত সকল হরিদ্বর্ণ শস্য ফলাদিতে পরিপূর্ণ হয় বলিয়া নগর পর্য্য-বেক্ষণে সাতিশয় প্রীতি জন্মে। দুইশত বৎসর পূর্ব্বে উহা জেপানদেশের একটি প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল, কারণ জাহাজ দ্বারা রাজধানী জেডো নগরে যে সকল ব্যব-সার সামগ্রী আসিত, প্রথমে তাহা সাইমোড়া না হ-ইয়া আসিত না, কিন্তু উপসাগরের সন্নিকটবর্ত্তী উরা-গার প্রাদুর্ভাব হইলে ক্রমে উহার দরিদ্রতা ও হ্রাসত্ব হইতে লাগিল। দৃষ্টি করিলে উহা যে এখন সমধিক বা-ণিজ্য ব্যাপারের স্থান এমন বোধ হয় না বটে, কিন্তু উপদ্বীপের মধ্যভাগ ও তীরস্থিত অনেক স্থানের দ্রব্য সা-মগ্রীর ক্রয় বিক্রয় তথায় হইয়া থাকে।

সুসভ্য লোকদিগের নগরে যেরূপ সভ্যতার চিহ্ন দেখা যায়, সাইমোডাতে কমোডোর সে সমুদয় চিহ্ন দেখিলেন, তাহার কোন স্থানে (ডকইয়ার্ড) অর্থাৎ বহু সংখ্যক নৌকা ও বোট নির্ম্মাণ এবং মেরামত হইতেছিল, কোন স্থানে শিল্পকরেরা কাষ্ঠ সূত্রাদি দ্বারা নানাবিধ মনোহর সামগ্রী প্রস্তুত করিতেছিল। নগরটি দৃঢ়তররূপে নির্ম্মিত, সুনিয়ম এবং সুশৃঙ্খলা উহার সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যমান, সমুদয় রাজপথে পাথর বিছান, উহা ত্রয়োদশহস্তেরও অধিক প্রশস্ত, মধ্যে মধ্যে যে সকল গলি তাহাতে সংলগ্ন আছে, তাহা আট হস্তের ন্যূন নহে। সকল পথেরই প্রথমে এক একটী প্রবেশ দ্বার, অস্ত্রধারী একজন রক্ষক দণ্ডায়মান হইয়া তাহা রক্ষা করিতেছে, বৃষ্টি অথবা সূর্য্য কিরণে রক্ষকদিগের ক্লেশ হইবে বলিয়া দ্বারের একপার্শ্বে এক একটি ক্ষুদ্র কুঠারী আছে। নগরের মধ্যভাগে যে ক্ষুদ্র নদী বহিয়া গিয়াছে, তাহার দুই পার্শ্ব প্রস্তর প্রাচীর দ্বারা সুনির্ম্মিত, তিন চারিটি কাষ্ঠময় ক্ষুদ্র সংক্রম তদুপরি থাকাতে অনায়াসে লোক সকল পরপারে যাতায়াত করে। পথের দুই পার্শ্বে সুপ্রশস্ত জল প্রণালী, এমনি কৌশলে তাহা নির্ম্মিত, যে মলীন এবং কদর্য্য জল ক্ষণমাত্র তাহাতে থাকিতে পারে না, পড়িলেই অমনি সমুদ্র অথবা নদীতে সংমিশ্রিত হয়। যদিও উহা লোকাকীর্ণ স্থান, তথাপি সুসভ্য নিয়ম প্রযুক্ত সে স্থানে স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত কিছুমাত্র হয় না।

তথাকার দোকান এবং মধ্যবিত্ত গৃহস্থ লোকের বাটী অতি সামান্যরূপ নির্ম্মিত, তন্মধ্যে অনেকেই কেবল খড় অথবা পাতার চালযুক্ত ক্ষুদ্র কুটীরমাত্র, ভদ্র লোকদি

গের যে কয়েকখান বাটী প্রস্তর নির্ম্মিত হয়, তাহার ছাদ, বাঁশ এবং মৃত্তিকা দ্বারা হইয়া থাকে। জেপান দেশের মৃত্তিকাতে এমনি কাঠিন্য গুণ আছে, যে একবার তাহা আঁটিয়া গেলে প্রস্তর অপেক্ষাও কঠীন হয়, ঐ মৃত্তিকার উপর তাহারা রঙ্গ লাগায়। কখন বা কিছুই করিতে হয় ন, সূর্য্য কিরণে একেবারে তাহা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়, কাল ছাদের চতুষ্পার্শ্বে তাহারা চুনের আঁজি লাগায়, তাহাতে ছাদের বড়ই শোভা হইয়া থাকে। বাটীতে যে সকল জানালা থাকে, তাহাতে তাহারা কাচের ন্যায় স্ফটিক্‌ণ স্বচ্ছ এক প্রকার তৈলাক্ত বস্ত্রে আচ্ছাদন করে, তদ্দ্বারা অনায়াসে বাহিরের বস্তু দৃশ্যনীয় হয়, কাক পক্ষীকে সাইমোড়ার লোকেরা সাতিশয় ঘৃণা করে, যেন কাক না আইসে, এজন্য লোহার তারে জাল প্রস্তুত করিয়া তাহারা গৃহের উপরি ভাগের চতুর্দ্দিক আবদ্ধ করে, কিন্তু উহা অশুভ লক্ষণ প্রযুক্ত অথবা কাক পক্ষীর কুস্বভাব প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা নিশ্চয় জানা যায় না। ধূম বাহির করিবার নিমিত্ত তাহারা কোন উপায় করে না, ঘরের ধোঁয়া ঘরেতেই থাকে, তবে গর্ত্ত বা ছাঁদা দ্বারা যত বাহির হইতে পারে। সেখানে দোতালা বাটী প্রায় নাই সকলই এক তালা, তার কোন কোনটা অতি উচ্চ মাত্র। সাইমোড়াতে যত দোকান আছে, কিসের দোকান তাহা দোকানের দ্বারেই লেখা থাকে, এবং কোন কোন দ্রব্য সামগ্রীরও প্রতিমূর্ত্তি তাহাতে চিত্রিত করা হয়। যে সকল সামগ্রী উৎকৃষ্ট সচরাচর তাহা বাক্স অথবা ত্রাঙ্কে রাখা যায়, এই যত্নপূর্ব্বক রাখিবার গুণে লোকে তাহা অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করে।

সকল বাটীর প্রবেশ দ্বার হয় বাটীর দক্ষীণ নতুবা বাম পার্শ্বে থাকে, নীম্ন ছাদ দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত, গৃহস্থের প্রয়োজনীয় সমান্য জিনিসপত্র সেই ঘরে থাকে। কি গৃহস্থ কি দোকানদার প্রাচীরে কাষ্ঠের সেলফ লাগান সকল লোকেরই ব্যবহার, ঝোড, পূরিয়া দ্রব্য সামগ্রী তাহাতে রাখিয়া দেয়। ছোটই হউক বড়ই হউক, বাটীর বহির্ভাগে সকল গৃহস্থের এক একটি পূজার ঘর থাকে, ঐ গৃহ তাহাদিগের নিত্য পূজনীয় দেব দেবীর স্থান আমেরিকান দর্শকগণ ঐ পবিত্র স্থানের ভাব দেখিয়া সাতিশয় সম্প্রীত হইয়া ছিল। এস্থলে আমরা পৌত্তুলিক ধর্ম্মাবলম্বীদিগের একটি উত্তম দৃষ্টান্ত পাইতেছি, তাহা এই, পারমার্থিক বিষয়ে তাহাদের বিশেষ দার্ঢ্য আছে, উহা যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, কি সম্পদ কি বিপদ সকলই যে অলৌকিক ক্ষমতাধীন হয়, ইহা তাহারা সকলেই স্বীকার করে। তবে এই দার্ঢ্য সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পরম পদার্থে না বর্ত্তিয়া অতি নিকৃষ্ট হস্তকৃত বস্তুর প্রতি যে বর্ত্তে, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় হয়, তা যাহা হউক, সূক্ষ্ম রূপে বিবেচনা করিতে হইলে ইহার মূল সূত্রকে অবশ্যই উত্তম কহিতে হইবে, পাপাসক্ত প্রকৃতির ভ্রান্ততা প্রযুক্ত লোকে যথেচ্ছা ব্যবহার করে বটে, কিন্তু সর্ব্ব প্রাথমিক ঈশ্বর জ্ঞানের চিহ্ন তাহাদের সকল কর্ম্মেই দৃশ্য হয়। যাহারা সত্য সনাতন একমাত্র ঈশ্বরকে জানে, প্রকৃত পূজ্য পদার্থকে পূজা করে, তাহারাই যথার্থ সুখী হয়। তাহাদিগের সাংসারিক সুখের পরিসীমা নাই, পৌত্তুলিক দিগের চিত্ত শুদ্ধি হয় না, কাল এবং অবস্থানুসারে নিত্য নুতন নুতন ভাবোদয় হওয়াতে বিশ্বাসের পরিবর্ত্ত হয়,

তবে যে আমেরিকানেরা জেপানীদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ছিল, তাহার কারণ শুদ্ধ তাহারা নাস্তিক নহে, মানব চিত্তের বাঞ্ছনীয় এক প্রকার ধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়া থাকে।

ভিতর বাটীর উঠানে জেপানীয়েরা দুই ফুট উর্দ্ধ তক্তপোষের ন্যায় সুপ্রশস্ত এক কাষ্ঠাসন প্রস্তুত করে, গৃহস্বামীদিগের ইচ্ছানুসারে কখন কখন তাহাতে মাদুর বিছান হয়, এবং ভোজন পান এবং শয়ন ক্রিয়াদি সকল আমোদের কর্ম্ম তথায় নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। শ্রমোপজীবী অর্থাৎ সূত্রধর এবং অন্যান্য শিল্পিকেরা উহাতে বসিয়া আপনাদিগের কর্ম্ম নিষ্পাদন করে, পরন্তু কর্ম্মকার এবং ভাস্করেরা কাষ্ঠাসনে বসে না, মৃত্তিকাতে উপবেশন দ্বারা তাহাদের সকল কর্ম্ম হয়। জেপান দেশের ভাড়াটিয়া বাটী সাতিশয় পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন, ঘন অথচ সুকোমল মাদুর বাসযোগ্য সকল গৃহেই পাতা থাকে, ভাড়াটিয়ারা দিনের বেলা ঐ মাদুরে বসিতে পারে এবং রাত্রিকালে শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রা যায়।

ভদ্র লোকদের বাটীর সম্মুখে এক একটা নিশান পোতা থাকে, ঐ নিশানে অস্ত্র সম্বলিত এক২ চাপকান ঝুলান হয়, কে তিনি, তাঁহার নাম কি, ইত্যাদি কথা সকল স্পষ্টাক্ষরে ঐ চাপকানে লেখা হয়। তথায় যে সকল হোটেল ঘর আছে, দেখিতে তাহা বড় একটা জমকাল নহে, মনুষ্যের স্বচ্ছন্দের নিমিত্ত মেজ চৌকি কৌচ লণ্ঠন প্রভৃতি যে সকল সামগ্রী সাতিশয় প্রয়োজনীয় তাহার কিছুই তথায় থাকে না, এজন্য বিদেশীয় সুসভ্য লোকদিগের তথায় বাস করা সুকঠিন হইয়া উঠে, আমেরিকা এবং ইংলণ্ড দেশের

হোটেল সম্পূর্ণ, নয়ন এবং মনের প্রীতিকর সকল পদার্থই তথায় থাকে, পথিক বা ভ্রমণকারী লোকেরা তাহাতে আশ্রয় লইলে স্ব নিকেতন অপেক্ষা অধিক সুখ সচ্ছন্দ পায়, কিন্তু সামান্য নেত্র সুখ যে চিত্র এবং দর্পণাদি জেপান হোটেলে তাহাও না থাকাতে, সভ্য আমেরিকানদিগের পক্ষে উহা মরুভূমি তুল্য হইয়া ছিল। কমোডোর পেরি লিখিয়াছেন, সাইমোডাতে সহস্রাধিক বাস যোগ্য ঘর নাই, প্রায় সপ্ত সহস্র লোক তাহাতে বসবাস করে, তন্মধ্যে পঞ্চ অংশের একাংশ দোকানদার এবং শিল্পিক। জেপান দেশের অন্যান্য নগরের ন্যায় সাইমোডাতে সৈনিক পুরুষদিগের সঙ্খ্যা অসমতুল্য হয়, প্রধান সেনাপতিরাও অপ্রধান সৈনিকপুরুষ এবং ভদ্র লোকদিগের রক্ষক সিপাহীর মধ্যে একদলীভূত, ইহারা নগরের কোন উপকার করে না, শ্রমোপজীবী নীচ লোকেরা কঠিন পরিশ্রম করিয়া যাহা উপার্জ্জন করে, তাহাতে তাহারা প্রতিপালিত হইয়া থাকে। পরন্তু এত কষ্ট সত্ত্বেও তথাকার নীচ লোকদিগের অবস্থা বড় নিকৃষ্ট নহে, কারণ ভিক্ষা করে এমন লোক জেপানের কোন পথে দেখা যায় না। এই সাইমোডাতে সাধারণ ক্রয় বিক্রয়ের স্থান হাট বাজার নাই, তন্নিবাসী লোকেরা ক্রয় বিক্রয় কর্ম্ম সকল গোপন ভাবে করিয়া থাকে, গোলযোগ কিছু মাত্র হয় না, বিদেশীরা প্রথমে তথায় গেলে বোধ করিতে পারে, যে, পৃথিবীর সহিত এ নগরের কোন সম্পর্ক নাই।

সাইমোডা বাসী লোকেরা জীবের মধ্যে মৎস্য এবং ভূম্যুৎপাদিত শস্য ফলাদি আহার করিয়া জীবনধারণ করে; কুক্কুট হংস মেষ বৃষাদি তাহারা প্রতিপালন করে বটে,

কিন্তু তাহাদিগের মাংস তাহারা কদাচ ভক্ষণ করে না। ধান জব গোম এবং মিষ্ট আলু নগরের মধ্যে ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে বহুতর জন্মে, কৃষকেরা ইহারই চাস অধিক করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত হালিম পটল সিম কপি প্রভৃতি শাক নানা প্রকার ব্যঞ্জনের সামগ্রীও উৎপন্ন হয়। বঙ্গ দেশে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ধান্য রোপণ করিয়া যেরূপ অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে কাটে, জেপানে সেরূপ করে না, তথায় গোম এবং যব জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকিয়া উঠে, এজন্য সেই সময় কৃষকেরা উহা ছেদন করে। একে ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া ধান্যের বীজ একবার ছড়াইতে হয়, চারা হইলে পুনর্ব্বার তাহা উঠাইয়া ভিন্ন ক্ষেত্রে রোপণ করা ব্যবহার, এজন্য ধান্য শীঘ্র হয় না, আষাঢ় মাসের শেষে তাহা কাটিবার যোগ্য হয়। কোন ২ ক্ষেত্রে প্রতিবর্ষেই এই সকল শস্য জন্মায়। কৃষকেরা শীতকালে নীম্নভূমি চাস দিয়া রাখে, এবং উচ্চ ভূমি প্রস্তুত করিয়া গোমের বীজ ছড়ায়। প্রথমতঃ ধান্যক্ষেত্র জল দ্বারা উৎপ্লাবিত করে, পরে হলকর্ষণ দ্বারা তাহার মৃত্তিকা কোমল করিয়া ধান্য রোপণ করে, কারণ জল মৃত্তিকা সংমিশ্রণে কর্দ্দম না হইলে ধান্য জন্মে না। জলের ভিতর ঘাস এবং অন্যান্য অনিষ্টকর জঙ্গলী তৃণ জন্মিয়া থাকে বটে, কিন্তু সুবকী চুনা কাঁটার ন্যায় জেপানী কৃষকেরা দুইখান কাট যুক্ত এক প্রকার কাঁটা ব্যবহার করে, ধান্যক্ষেত্রের জলের নিম্নভাগে তাহা ঘর্ষণ করিলে ঐ সকল তৃণ মূলশুদ্ধ উৎপাটিত হয়। জেপানে আশ্বিন মাস ধান্য রোপণের কাল। কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত তাহারা বৃষ এবং অশ্ব ব্যবহার ক-

রিয়া থাকে বটে, কিন্তু হস্ত দ্বারা এই কর্ম্ম অধিকতর নিষ্পন্ন হয়।

সাইমোন্ডাবাসী লোকদিগের ধর্ম্মনীতি যে প্রকার হউক, কিন্তু তাহাদিগের বহুতর পূজার স্থান এবং নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপাদি দর্শনে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, যে, তাহারা বড় একটা ধর্ম্মশীল লোক নহে, অবিশ্বাস্য মিথ্যা ধর্ম্ম অনেক বিশ্বাস করে। অন্যান্য ধর্ম্মের প্রতি তাহাদের বড় একটা দ্বেষ নাই, কিন্তু প্রায় শতাধিক রোমীয় ধর্ম্মাবলম্বী কাথলিক যাজকদিগের অসদ্ব্যবহার দ্বারা খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি তাহাদের এমনি বিদ্বেষ যে, কায়মনো বাক্যে তাহারা উহাকে সাতিশয় ঘৃণা করে। পোর্ত্তুগীস জাতির অনেক প্রবাদ গল্প ও গীত জেপানে ব্যবহার ছিল, জেপানী কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের আজ্ঞায় বৎসরের মধ্যে এক এক দিন এক এক পর্ব্বে ঐ সকল বিষয় গাওয়া হইত, সাধারণ লোকে তাহা শ্রবণ করিত, তাহাতে ঐ জাতি এবং তদ্ধর্ম্মের প্রতি তাহাদের এমনি বিদ্বেষ হইত, যে মরিলেও সে বিদ্বেষ তাহাদের উন্মূলিত হইবার নহে। জেপানে বৌদ্ধ এবং সিন্তু মতেরই প্রাদুর্ভাব অধিক। নির্দ্ধন অধম বর্ণে এই ধর্ম্ম যত প্রতিপালন করে, কৃতবিদ্য উচ্চপদস্থ লোকে তত শ্রদ্ধা ভক্তি করে না। ইহাতেই বোধ হয়, পৌত্তলিকতা সুমার্জ্জিত বুদ্ধি লোকদিগের নিকট সাতিশয় হেয় বস্তু, কোন মতেই উহা আত্মার অভাব সংপূরণের পক্ষে উপযোগী নহে। জগদীশ্বরের কৃপায় এমন দিন হউক, যে দিনে জগতের সুসভ্য লোকে যেরূপ প্রার্থনা করে, যেরূপ তাহারা পরিবার পরিবেষ্টিত নির্ম্মল গৃহ সুখ সম্ভোগ ক-

রিয়া থাকে, যেরূপ সদন্তঃকরণের সহিত তাহাদের পারমার্থিক এবং সাংসারিক কর্ম্ম নির্ব্বাহিত হয়, সেইরূপ যেন জেপানভূমিবাসী সমস্ত লোকদিগের হয়।

সাইমোডাতে বৌদ্ধ মতের নয়টী প্রধান মন্দির, সিন্তু মতের মিয়া নামে একটী প্রকাণ্ড মন্দির, এবং অপর কতক গুলি ক্ষুদ্র দেব দেবীর মন্দির আছে। পঞ্চবিংশতি যাজক এবং জন কয়েক উদাসীন এই সমস্ত মন্দিরের যাজ্য ক্রিয়া করে। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময়ে মৃত ব্যক্তির আত্মীয় বর্গে যে টাকা দেয়, বৌদ্ধ মতানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্বে লোকদত্ত যে দর্শনী সংগৃহীত হয়, তাহাতেই তাহারা প্রতিপালিত হইয়া থাকে। সমস্ত মন্দিরই কাষ্ঠ নির্ম্মিত, মধ্যে মধ্যে সাধারণ লোকের সাহায্যে তাহাদের সংস্কার করা হয় বটে, কিন্তু বারি বায়ুর এমনি গুণ, মন্দিরের ছাদ কখনই ভাল থাকে না, দেখিলেই ভগ্নাবস্থা বোধ হয়। ছাদের উপর টাইল পাতা, খড়ুয়া ঘরের ছাদের ন্যায় উর্দ্ধ নিম্ন ভাবে তাহা প্রাচীরে সংযোজিত হয়, মোটা মোটা কাষ্ঠের থাম অবলম্বনে তাহা স্থিরতররূপে দণ্ডায়মান থাকে। জেপানীরা ঐ সকল থাম এক প্রকার তৈলে এমনি বারনিস্ করে, যে দর্পণের ন্যায় তাহাতে মুখ দেখা যায়। মন্দিরের মেঝ্যা কিছু উন্নত, তাহার সকল স্থানই মাদুর দ্বারা পর্য্যাচ্ছাদিত হয়। প্রধান দ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বে এক জয় ঢাক এবং বাম পার্শ্বে একটি প্রকাণ্ড ঘণ্টা ঝুলান যায়, পূজার সময় ভক্তেরা উহা দ্বারা বাদ্য করিতে থাকে। ঐ বাদ্য দ্বারা নিদ্রিত দেব দেবী জাগরিত হইয়া মনঃসংযোগ পূর্ব্বক ভক্তের প্রার্থনা শ্রবণ করেন, বাদ্যের প্রধান কারণ এই। প্রধান দ্বার অবধি দেবীর সন্নিকট

পর্য্যন্ত কয়েকটি ক্ষুদ্র মেজ থাকে, তদুপরি কাষ্ঠের মাছ, যাজকেরা আরাধনা কালীন উচ্চৈঃস্বরে স্তোত্র পাঠের সময় উহাতে তাল মান রাখেন। বৌদ্ধমতাবলম্বীদিগের উহা একটী প্রধান পূজোপকরণ হয়।

যে বেদী মণ্ডপে দেব প্রতিমূর্ত্তি অধিবসতি করেন, তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রাচীরের খোলে এক এক খান তক্তা মারা থাকে, যে ব্যক্তির টাকাতে ঐ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম ও কীর্ত্তি ঐ তক্তাতে খোদিত হয়, উত্তরাধিকারীগণ উহাতে বিশেষ মনোযোগ প্রকাশ করে, সংস্কার অথবা পরিচ্ছন্নতার অভাবে দেবমূর্ত্তি অথবা স্মরণার্থ চিহ্নের কখনই ব্যাঘাত হয় না। জেপানীয়েরা শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া দেবমূর্ত্তির গঠন ও বর্ণ যতই সুন্দর করুক, চীনদেশীয়দিগের মন্দিরে জশ্‌নাস বিগ্রহের যে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি থাকে, তদপেক্ষা তাহাদের দেবমূর্ত্তি কখনই মনোহর নয়। প্রধান যাজকের জীবদ্দশায় যদি কোন দুর্ঘটনা হয়, আর আরাধনার গুণে যদি তিনি দুর্ঘটনা হইতে মুক্তি পান, তবে বৌদ্ধ অথবা তদ্বংশজাত দেবতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক ঐ দুর্ঘটনা প্রকাশক একটি চিত্র মন্দিরের দেওয়ালে ঝুলান হয়। সাইমোডাতে ঐরূপ যত চিত্র আছে, তাহার একটিতেও উত্তমরূপ চিত্র নৈপুণ্য প্রকাশ হয় নাই। মন্দিরের স্থানে স্থানে কাষ্ঠ অথবা ধাতুময় ছিদ্রযুক্ত ডিবা পোঁতা থাকে। দর্শকেরা সাধ্যানুসারে উহাতে টাকা পয়সা দেয়। আমেরিকানেরা তদ্দর্শনে হর্ষযুক্ত হইয়া বোধ করিয়াছিলেন, যে ঐ ডিবা দ্বারা যে টাকা সংগ্রহ হয়, তাহা দরিদ্র লোক দিগের দুঃখ বিমোচনার্থে অবশ্যই নিয়োজিত হইবে।

কিন্তু ভিবার উপর এই যে পদটি খোদা ছিল, তন্মর্ম্মাবগত হইয়া তাহাদের সমুদায় আনন্দ নিরানন্দের নিমিত্ত হইল। যথা "ক্ষুধার্ত্ত ভূত শান্তির নিমিত্ত এই ভিক্ষা আবশ্যক হয়।" কোন কোন মন্দিরের সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড স্তম্ভ থাকে, দর্শকদিগের চেতনার্থে তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে এই সকল কথা খোদা হয়। "তোমরা পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিবার সময় কখনই মদ্য বা মাংস লইয়া যাইও না, গেলে দেবতাদের অসন্তোষ ভাজন হইবে।"

প্রত্যেক মন্দির এবং মঠের উঠানে তাহাদের কবর স্থান হয়। মৃতদিগের স্মরণার্থে তাহাতে অনেক ছোট ছোট স্মৃতি স্তম্ভ এবং প্রস্তর মূর্ত্তি থাকে। সাইমোড়ার নিকটে বহুতর হরিদ্বর্ণ প্রস্তর পাওয়া যায়, একারণ পূর্ব্বোক্ত অনেক স্মরণার্থ চিহ্ন উহাতেই নির্ম্মিত হইয়া থাকে। খৃষ্টানদিগের কবরে যেরূপ ক্রুশ, জেপানীদিগের প্রত্যেক সমাধি স্তম্ভে সেইরূপ বৌদ্ধ দেবের পদদেশ অবধি মস্তক পর্য্যন্ত কোন না কোন অঙ্গ দৃষ্ট হয়। কোনটায় তাঁহার সমুদায় শরীরের প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়, হয় তো স্থির ভাবে দণ্ডায়মান নতুবা বসিয়া রহিয়াছেন। শঙ্খ হইতে বৌদ্ধ দেব বাহির হইতেছেন, কখন তাঁহার কর বদ্ধ, কখন এক হস্তে পদ্ম ফুল এবং অপর হস্তে মক্ষিকা ধরিবার ফাঁদ, এই ভাবের প্রতিমূর্ত্তি তাহারা স্মৃতির স্তম্ভ স্থিত যে মর্ম্মর প্রস্তরে খোদে, দেখিতে তাহা বড়ই চমৎকার হয়। কবর অতি নিরানন্দ স্থান, তাহাতে মিথ্যা ধর্ম্মোৎপন্ন অশিক্ষিত শিল্প বিদ্যা দ্বারা দেবমূর্ত্তি সকল নির্ম্মিত, অতএব তদ্দর্শনে সভ্য খৃষ্টান লোকের আর কি সুখ হইবে। সুখের মধ্যে জেপানীয়েরা নিত্য নব পুষ্প চয়ন করিয়া পাত্রে

সাজাইয়া যে স্তম্ভের স্থানে স্থানে রাখে, তাহাই নরনের সাতিশয় প্রীতিকর হয়। শুদ্ধ ইহা নহে, বৌদ্ধ এবং তদ্বংশজাত অন্যান্য দেবের উদ্দেশে মধ্যে মধ্যে তাহারা কবরে বলি হোম নৈবেদ্যাদিও প্রদান করিয়া থাকে।

নূতন কবর হইলে, জেপানী যাজকেরা তৎসম্মুখবর্ত্তী দুই ধারে দুই খুঁটি পুঁতিয়া একখান তক্তা ঝুলাইয়া দেয়। তাহাতে ধর্ম্মগ্রন্থের দুই একটি পদ বা শ্লোক লেখা থাকে। সে শ্লোকের অর্থ এই, "হে জীবিত মানবমণ্ডলীগণ! এ সংসার অনিত্য, কখন্ আছে কখন্ নাই, ইহাতে সম্পূর্ণরূপ অভিলিপ্ত হওয়া উচিত নয়। অতএব সৎক্রিয়ানুষ্ঠান কর। যাহাতে তোমাদের নাম অনন্তকাল স্থায়ী হয় এমন যত্ন পাও, নিত্য ধর্ম্মগ্রন্থ এবং দেবতাদিগের স্তোত্র শ্রবণ কর, পুরোহিতকে দক্ষিণা দিতে কাতর হইও না।" কখন বা এই ভাবে লেখা হয়, "যাহারা আপনাদিগের সংকীর্ত্তি দৈত্য এবং দানব রাজ্য পর্য্যন্ত স্পর্শ করাইতে ইচ্ছা করে, তাহারা আমাদিগের এবং অন্যান্য অনন্তজীবি লোকদিগের ন্যায় ধর্ম্ম গ্রন্থে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করুক। জ্ঞানী লোকেরা আমাদিগের পবিত্র দালানকে আলোক ময় করিবে, তাহাদিগের স্মৃতি স্তম্ভ চিরস্থায়ী হইবে"। এ সমুদায় কথার অর্থ এই, ধর্ম্মার্থে মুদ্রা দান করিলেই স্বর্গধাম প্রাপ্ত হয়। দেহ ত্যাগে পরলোকে তাহাদিগের স্বর্গে যাইবার পথ রোধ করিতে পারে না, এবং মৃত্যুকালে বিরক্ত করিতেও সক্ষম হয় না। জেপানের বারি বায়ুতে বড়ই শৈত্য গুণ আছে, এজন্য স্মৃতি স্তম্ভের খোদা অক্ষর বহুকাল থাকে না, কিছু দিন থাকিলেই শৈবাল পড়িয়া পাঠের অযোগ্য হয়। আমে

রিকানেরা অনুসন্ধান দ্বারা যতদূর জানিতে পারিয়াছিলেন, খৃষ্টানদিগের কবরস্থ স্তম্ভে যেরূপ জন্ম এবং মৃত্যুর দিন, কোন্ বংশ, কাহার সন্তান এবং সৎক্রিয়াদির সংক্ষেপ বৃত্তান্ত লেখা থাকে। জেপানীদের কবরেও সেইরূপ হয়, প্রভেদের মধ্যে মৃত ব্যক্তি কয় খান ধর্ম্মগ্রন্থ শ্রবণ বা পাঠ করিয়াছে তাহাও লেখা থাকে। কারণ, যে ব্যক্তি সহস্রাধিক ধর্ম্ম গ্রন্থ শ্রবণ বা পাঠ করে, জেপানীদিগের বিবেচনায় তত্তুল্য পুণ্যবান লোক আর নাই। রাইওসেনজী নামক প্রধান বৌদ্ধ মন্দিরের উঠানে কমোডোর একটি সমাধি দেখিয়াছিলেন, সেটী ঘরের মত, ভিতরে দুইটী প্রস্তর মূর্ত্তি, ঐ মূর্ত্তির চতুষ্পার্শ্বে অপর কতকগুলি মূর্ত্তি যেন এক চিত্তে উক্ত মূর্ত্তি দ্বয়ের কথা শ্রবণ করিতেছে। আমেরিকান অধ্যক্ষ এরূপ কবরের ভাব প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই। অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিয়াছিলেন, রাজসংক্রান্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তি হইলে তাঁহাদিগের কবর এই ভাবে নির্ম্মিত হয়।

আমেরিকানদিগের জাহাজসমূহ যখন সাইমোডাতে যায়, তখন নয়টী বৌদ্ধ মন্দিরের মধ্যে, রাইওসেনজী নামক প্রধান মন্দির জেপান গবর্ণমেণ্ট আমেরিকানদিগকে অল্প দিন ব্যবহারের নিমিত্ত দিয়াছিলেন। এই মন্দিরের সংযুক্ত একটি উৎকৃষ্ট উদ্যান আছে, তাহাতে নানাবিধ শাক সবুজি ব্যঞ্জনের সামগ্রী উৎপন্ন হয়, যাজকেরা তাহা ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করেন। এতদ্ভিন্ন দর্শন সুখ হয় এমত পুষ্পোদ্যান, স্বর্ণমৎস্যযুক্ত সরোবর এবং বহু উৎকৃষ্ট ফলাদির বৃক্ষ আছে। এই উদ্যানের পশ্চাৎ ভাগে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়, ঐ পাহাড়ে উঠিবার জন্য উ-

দ্যানের মধ্যভাগ হইতে সিড়ি পর্য্যন্ত একটি সংক্রম নির্ম্মিত হইয়াছে। যাজকেরা যে গৃহে বাস করেন, তৎসংক্রান্ত সুদীর্ঘ প্রস্থ একটি লম্বা ঘর আছে, তাহাতে মধ্যে মধ্যে কাষ্ঠের যবনিকা, তদ্দ্বারা বহুলোক তন্মধ্যে থাকিলে সুখস্বচ্ছন্দের ব্যাঘাত হয় না। জাহাজের প্রধান কর্ম্মচারিদিগকে বাসের জন্য ঐ ঘর দেওয়া হইয়াছিল। সমস্ত ঘরে সুকোমল মাদুর পাতা থাকাতে তাহাদের শয়নোপবেশনের পক্ষে বড়ই সুখজনক হইয়াছিল, যাজকদিগের প্রসাদে তাহাদের উত্তম অন্ন এবং উত্তম ব্যঞ্জন সামগ্রী ভোজন হইত। পরিচারক লোকের কিছুই অভাব ছিল না, সকলই সুপরিষ্কার, জীবন ধারণের নিমিত্ত যাহা প্রয়োজনীয় তৎসকলই তাহাদিগকে দত্ত হইয়াছিল। কোন প্রকার অসন্তোষের কথা তাহারা বলিতে পারে নাই।

প্রকাণ্ড মিয়া নামে সিন্তু মন্দির, সহরের যে ভাগে বৌদ্ধদিগের পূজার স্থান আছে, সেই ভাগে হয়। তাম্বুর ন্যায় একটি সঙ্কীর্ণ লম্বা ঘরের মধ্য দিয়া গেলে দর্শকেরা প্রস্তরের সোপান প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা পূজার দালানে যাওয়া যায়। প্রবেশ দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটি প্রস্তরময় সিংহ আছে, তাহার গঠন বড় একটা সুন্দর নহে, দেব মন্দির তাহারা নাকি রক্ষা করিয়া থাকে। বড় বড় কাষ্ঠের খুঁটি দ্বারা মন্দিরের চাঁদনি সংরক্ষিত হয়, ঐ খুঁটিতে ব্যাঘ্র এবং হস্তীর মস্তক খোদিত, এতদ্ভিন্ন উহা অনেক প্রকার অত্যাশ্চর্য্য প্রতিমূর্ত্তি দ্বারাও পরিভূষিত হইয়া থাকে। বাঁশের চিয়াড়ির পরদা দ্বারা মন্দিরটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়, পূজার দালান এবং বেদী মণ্ডপ, এই মণ্ডপে হাচিমান নামা এক অলৌকিক বীর পুরুষের

দেবমূর্ত্তি বিরাজমান আছে। সিন্তু মতাবলম্বীরা তাঁহাকে ঈশ্বর জ্ঞান করে, এবং তাঁহারই নামে ঐ মন্দির উৎসর্গ হইয়াছে। এই বিগ্রহের পার্শ্ববর্ত্তী দুই কুলঙ্গীতে তাঁহার অনুসঙ্গী দুই সৈনিক পুরুষের মূর্ত্তি আছে, জেপান দেশীয় প্রাচীন রীত্যনুমত তাঁহাদিগের যুদ্ধ সজ্জা ও পরিচ্ছদ, প্রধান সেনাপতির আজ্ঞার প্রতীক্ষায় তাহারা যেন দণ্ডায়মান আছে, এই ভাবে নির্ম্মিত। এই মিথ্যা দেবের সম্মুখেও জেপানীরা নানাবিধ গন্ধ পুষ্প নৈবেদ্যাদিও প্রদান করে। প্রধান বেদীমণ্ডপের দেওয়ালে বহু সঙ্খ্যক চিত্রপট আছে, তন্মধ্যে তাম্রমুদ্রা তরবারি তীর ধনুক দেবালয় আদির চিত্র অনেক দৃষ্ট হয়। যে সকল লোকের দাতব্য দ্বারা মন্দিরের নিত্য ক্রিয়া কলাপ এবং পর্ব্বাহ নির্ব্বাহ হয়, তাহাদিগের নাম সুচিক্কণ তৈলাক্ত কাগজে লেখা দেওয়ালে মারা আছে, এত নাম যে সে কাগজ খানি ত্রিশ ফিটের ন্যূন হইবে না। জেপানী যাজকদিগের বিবেচনায় দাতা এবং দাতব্যের কথা প্রকাশ করা সাতিশয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়। হাচিমান দেবের সন্তোষার্থ প্রতি বৎসর একবার একটি মহা পর্ব্ব হয়, উহাকে জেপানীরা মাটজুরী বলে, যত লোকে চাঁদা দেয়, বার্ষিক চাঁদা এই সময়ে সকলকার শেষ করিতে হয়। যাহাদের চাঁদা প্রকাশ করণের যোগ্য নয়, অথবা দান দ্বারা নাম প্রকাশ করিতে যাহারা ইচ্ছা করে না, তাঁহাদিগের প্রীত্যর্থে বিগ্রহের সম্মুখে একটি ছিদ্রযুক্ত বাক্স থাকে, ঐ বাক্সে তাহারা আপনাদিগের সামর্থ্যানুসারে দাতব্য দেয়।

যে সকল বর্ণিত হইল, তদ্ব্যতীত ইতিহাসে অনেক

ধর্ম্মবিষয়ক কথা লেখা আছে, গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে সে সকল কথা এস্থলে লেখা হইল না, কেবল এই বলিয়া এবিষয়ের পর্য্যবসান করি, কি ভদ্র কি অভদ্র ধর্ম্মার্থ জেপানীয়া যত টাকা ব্যয় করে, এই পৃথিবী মণ্ডলীর অল্পদেশের লোকে তত টাকা ব্যয় করিয়া থাকে। যদিও সাধারণ লোকের পক্ষে উহা বড়কষ্ট জনক, তথাপি দান আদির প্রধান গ্রহীতা যাজকগণ, যত্ন পরিশ্রম স্নেহ এবং উৎসাহ সহকারে আপনাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এমনি নিষ্পাদন করে, যে তাহারা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ধর্ম্মার্থদান দিয়া কৃতার্থ মন্য হয়। কোন মন্দিরে কত টাকা প্রতি বর্ষে ব্যয় হইয়া থাকে, আমেরিকানেরা ইহার বৃত্তান্ত লইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজকর্ম্মচারী লোকদিগের ন্যায় তত্রস্থ ধর্ম্ম সংক্রান্ত লোকেরা এমনি চতুর যে কোন মতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

আমেরিকানদিগের সহিত সন্ধি হওন পর্য্যন্ত নাঙ্গাসাকি জেপানদেশে একটি প্রধান রাজকীয় বাণিজ্যস্থান বলিয়া গণ্য হয়, রাজধানী জেডো নগরের রাজ সভা হইতে এই আজ্ঞা দত্ত হইয়া ছিল। এই নগরে রক্ষকরূপে মহারাজা ছয় জন রাজপুরুষকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, দেড় ক্রোশ অন্তর তাঁহাদিগের এক এক জনের বিচারালয়, ঐ বিচারালয় রাজপথের প্রান্তরবর্ত্তী ছিল, নূতন রাজ নিয়মানুসারে তাহাদের রাজ কর্ম্ম সমাধা হইত। এই আদালতের বহির্ভূত যে সকল লোক বাস করিত, তত্রস্থ লোকেল গবর্ণমেণ্ট দ্বারা তাহাদের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইত, পূর্ব্বোক্ত ছয়জন শান্তি রক্ষকের কর্ত্তৃত্ব তাহাদের প্রতি কিছুমাত্র ছিল না।

এক্ষণে প্রকৃত ইতিহাস পুনঃ বর্ণনা করি। কমোডোর সাইমোড়াতে উপস্থিত হওনের তিনদিবস পরে, অর্থাৎ ২১ সে এপ্রেল দিবসে জন কয়েক প্রধান কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইয়া তীরে অবতরণ করিলেন, করিয়া, কুরাকায়াকাহী নামা নগরাধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। জেপানাধীশ্বর জেনসকিকে তথায় উকীল রূপে পাঠাইয়াছিলেন, কমোডোর যাইবামাত্র নগরাধ্যক্ষ এবং জেনসকি দণ্ডায়মান হইয়া বিশেষরূপে আমেরিকানদিগের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। পরস্পর শিষ্টাচার সম্বন্ধীয় অনেক কথা হইলে পর, পূর্ব্বকৃত সন্ধিপত্রের নিয়ম বিষয়ে রাজোপদিষ্ট জেনসকির যাহা বক্তব্য ছিল তাহা বলিলেন। অতঃপর তাহারা সকলে গাত্রোত্থান করিয়া সহর এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকল দর্শন করিতে গেলেন, যাইতে যাইতে আমেরিকান জাহাজ সমূহে যে যে প্রয়োজনীয় আহারীয় দ্রব্য দিতে হইবে, তাহার নিয়ম অবধারণ করিলেন।

সন্ধি পত্রের ক্ষমতানুসারে আমেরিকানদের প্রধান ২ সৈনিক পুরুষ ও কর্ম্মচারীগণ সর্ব্বদা তীরে অবতরণ করিয়া স্বচ্ছন্দে নগরের রাজপথে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, সাধারণ জনসমাজ তাঁহাদিগকে দেখিলে, আহ্লাদে অভ্যার্থনা করিত, বিদেশী লোকের প্রতি যেন তাহাদের বিশেষানুরাগ আছে এমন ভাব দেখাইত, সৌহার্দ্দ সূচক অনেক অথোপকথনও করিত। কখন কখন দশ বারজন জেপানী একজন সৈনিক পুরুষকে ঘেরিয়া বসিয়া তমাক সাজিয়া দিত। সে তমাক খাইতে খাইতে অঙ্গ ভঙ্গী ইঙ্গিত এবং দুইএক জেপানী বোল ছাড়িয়া কথা

কহিত, ইত্যবসরে তাহারা তাহার পরিচ্ছদ পরীক্ষা করিত, বালকত্ব প্রকাশ করিয়া আনন্দ ও ব্যগ্রতার সহিত কেহ তাহার বোতাম তরবারি এবং সুন্দর পোষাকে অঙ্গুলী দিয়া তাহার গুণ অনুভব করিত, মনের মত হইলে নির্লজ্জ ভাঁড়ের ন্যায় ইংরাজী ভাষাতে উহাদিগকে কি বলে তাহা জিজ্ঞাসা করিত। দুই একদিনের মধ্যে প্রকাশ পাইল, যে, জেপান গবর্ণমেণ্ট স্ব রাজ্যস্থ লোকদিগের আমেরিকানদের সহিত এরূপ সংস্রব ও সরলতা প্রদর্শন কোন মতেই অনুমোদন করেন না, কারণ তাহাদিগকে বিদেশীদিগের সহিত কথা কহিতে দেখিলে অস্ত্রধারী সিপাহী অথবা পোলিসের লোক আসিয়া দূর করিয়া তাড়াইয়া দিত। আত্মলোকদের প্রতি এই কাঠিন্য ব্যবহার করিয়া তাহারা সন্তুষ্ট হয় নাই, আমেরিকানদের প্রতি ঐরূপ নিষ্ঠুরাচার করণে স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়া ছিল। কারণ আমেরিকান কর্ম্মচারীরা যেখানে যাইত, জনকয়েক অস্ত্রধারী সিপাহী তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া তাহাদের প্রত্যেক পদ নিক্ষেপ পর্য্যবেক্ষণ করিত, শিকারী কুক্কুরগণ যেরূপ শিকারীর সঙ্গে যায়, তাহারাও সেইরূপ তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকত। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমত্যানুসারে লোকেরা আমেরিকানদিগকে দেখিলেই পলাইত। রাজপথ প্রান্তরবর্ত্তি দোকানদারেরা দোকান বন্ধ করিত। তাহাতে মহামারী উপস্থিত হইলে যেরূপ হয়, দিন কয়েকের মধ্যে নগর যেন লোকশূন্য হইল। সহরে আমেরিকানদের দর্শন তো এইরূপ হইল। পল্লীগ্রামে বেড়াইতে গেলেও, দুই একজন পোলিসের চাপরাসী তাহাদের সঙ্গ ছাড়িত না। একান্ত সতর্ক হইয়া বিদেশী

দর্শকেরা কি করে, কোথা যায়, ইহা সূক্ষ্ম রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিত, অধিক কি, তাহাদের স্বাধীনতার প্রতিবন্ধকতা জন্মাইতে কোন প্রকারে তাহারা সাধ্যানুসারে ত্রুটি করে নাই।

এতাবৎ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া কমোডোর সাতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন, এবং কি কারণে সাইমোডার শান্তিরক্ষকগণ এরূপ ব্যবহার করিতেছেন, তাহার নিগূঢ় বৃত্তান্ত জানিতে স্থির প্রতিজ্ঞ হইলেন। তদনুসারে পর দিন প্রাতঃকালে তিনি আপন নায়েবের সঙ্গে দুই জন উকীল দিয়া নগরাধ্যক্ষকে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন, আমেরিকানেরা সহরে গেলেই যে দোকান রুদ্ধ হয়, পোলিষের প্রহরী দ্বারা রাজপথের সমুদায় লোক যে তাড়িত হইয়া থাকে, ইহার কারণ কি? আমাদের সঙ্গে তোমাদের যে নিয়ম নির্দ্ধারণ হইয়াছে, ইহা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীতাচরণ। যদ্যপি এরূপ পীড়নের কথা পুনরায় শুনা যায়, তবে তিনি (কমোডোর) সমুদায় জাহাজ সঙ্গে লইয়া জেডো যাত্রা করিবেন এবং স্বয়ং সম্রাটের নিকট যাইয়া ইহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিবেন। আমেরিকানেরা তীরে অবতরণ করিলে যে সকল সুখস্বচ্ছন্দ পাওয়া উচিত, তাহার দশাংশের একাংশও পায় নাই। এই সুযোগে তিনি নায়েবকে কহিয়া দিলেন, তুমি জোর করিয়া বলিবে যেন তাঁহার দ্বারা এমন কর্ম্ম আর না হয়, হইলে পরে ভাল হইবে না।

নায়েব এবং উকীলদ্বয় কমোডোরের উপদেশানুরূপ সমস্ত কথা নগরাধ্যক্ষকে কহিলে, তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন নাগাসকাই নগরের ওলন্দাজেরা রাজপথে আ-

সিলে, বার চোদ্দজন জেপানী সিপাহী তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে যায়। এই রাজনিয়ম আমেরিকানদিগের প্রতিও প্রচলিত থাকা কর্ত্তব্য, এই বিবেচনায় আমি আপনারা নগরে আইলে অত্যাচার নিবারক সৈন্য সঙ্গে দি, অপর কোন অসদভিপ্রায় নাই। তৎশ্রবণে উকীলেরা, প্রত্যুত্তর করিলেন, ওলন্দাজদিগের প্রতি তোমরা যে ব্যবহার কর, তাহা আমাদের সহে না, আমরা শুদ্ধ বন্ধুত্ব এবং পরিচয় হেতু জেপান গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধি করিয়াছি, সাইমোডাতে আমাদিগের বন্ধুভাবে আসা হইয়াছে, নিয়মপত্রে আমাদিগের যে সকল ক্ষমতা আছে, তদন্যথা কখনই আমরা করিতে দিব না। বিশেষ, লোকদিগের যাহাতে অনিষ্ট হয়, এমন অসদভিপ্রায় আমেরিকান কোন দর্শকের নাই, কেবল তাহাদের সহিত আত্মীয়ভাবে আলাপ পরিচয়াদি হয়, ইহা আমাদিগের নিতান্ত ইচ্ছা, তবে অস্ত্রধারী সিপাহীদের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইয়া এত অপমান সহিব কেন? এতাবৎকাল তোমার লোক আমাদিগের প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছে, কোন দেশে আসিয়া আমরা এরূপ সহ্য করি নাই। তবে একথা লোকে শুনিলে মনে করিবে কি? মনে করিবে, কোন না কোন অত্যাচার করিতে আমাদিগের অভিসন্ধি আছে, তাহাতেই তোমরা আমাদিগের প্রতি এইরূপ আচরণ কর।

উকীলগণের এই যুক্তি যুক্ত অথচ কঠীন ভাষায় নগরাধ্যক্ষের হৃদ্বোধ হইল, যে, তিনি ভাল কর্ম্ম করেন নাই. অতএব তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, মহাশয়গণ! সন্ধিপত্র হইবার পূর্ব্বে আমি তো-

কুহামা নগর পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, এজন্য " স্বাধীন সংশ্রবের ,, বিষয় আমি অবগত নহি। এবিষয়ে কি করা কর্ত্তব্য, তদুপদেশ প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত আমি অবিলম্বে জেডো নগরস্থ প্রধান রাজ কর্ম্মচারীদিগের নিকট একখানি পত্র লিখিব। প্রত্যুত্তর পাইবার আর অপেক্ষা করিলাম না, ঘোষণা পত্র দ্বারা এখনই অনুমতি করিতেছি, অদ্যাবধি আমেরিকানদিগকে দেখিলে এ নগরের কোন বাটীর দ্বার আর বন্ধ হইবে না, এবং সিপাহীরাও পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইবে না। এতদ্ভিন্ন কমোডোর অপর যাহা যাহা প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহাও আমি দিলাম।

আমেরিকান জাহাজের কর্ম্মচারীগণ অতঃপর নিত্য তীরে আসিয়া সাধারণ জনসমাজের সহিত অবাধে আহার বিহার কথোপকথন করিতে লাগিল, পুলিস সংক্রান্ত কোন লোক আর তাহাদের অনুসন্ধান করিল না। একদিন তাহারা জন কয়েক লোক দলবদ্ধ হইয়া সহরের বহির্ভূত পল্লী মধ্যে বেড়াইতে গিয়াছে। হঠাৎ দেখিল, দুইজন জেপানী তাহাদের পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। তদ্দৃষ্টে প্রথমে তাহারা তাহাদিগের প্রতি কিছু মনোযোগ করিল না। কিন্তু তাহারা যেন গোপন ভাবে আসিতেছে, কোন কথা বলে যেন তাহাদের এমন বাসনা আছে। এরূপ বোধ হইলে, আমেরিকান দল দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। নিকটে আইলে দৃষ্ট হইল যে, তাহারা উর্দ্ধপদস্থ মান্য লোক, তচ্চিহ্নসূচক দুই খানি তরবারি তাহাদের দুই পার্শ্বে ঝুলিতেছিল। পা জামা, চাপকান, কাবা প্রভৃতি যে সকল

বস্ত্র তাঁহারা পরিধান করিয়াছিলেন, সে সকলই অত্যুত্তম পটে প্রস্তুত। তাহাদের আচার ব্যবহার এবং কথোপকথনের রীতিও সচরাচর ভদ্র লোকদের মত সাতিশয় মনোরম, কিন্তু তাঁহারা যেন কোন বিষয়ের নিমিত্ত ত্যক্ত হইয়াছেন, সম্পূর্ণ সচ্ছন্দ নাই, অতিশয় সংশয় চিত্ত, বাহ্য লক্ষণে ইহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহারা যে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা যেন স্বদেশীয় লোকদিগের দৃষ্টিগোচর না হয়, এজন্য তাঁহারা এক একবার গোপনভাবে এদিক ওদিক চাহিতেছেন, ইত্যবসরে তাঁহাদের একজন এক আমেরিকান কর্ম্মচারীর সন্নিকটে আসিয়া তাঁহার সোনার ঘড়িটার সাতিশয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন, করিতে করিতে একখানি মোড়ক করা পত্র তাহার কোর্ত্তার জেবেতে দিলেন। পরে ক্ষণমাত্রে অঙ্গুলী ওষ্ঠে দিয়া ইঙ্গিত দ্বারা উহা যে অতি গোপন বিষয় ইহা তাঁহাকে জানাইলেন, আর মুহূর্ত্তেকের মধ্যে তৎস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া পলায়নপর হইলেন।

আমেরিকানেরা পত্রের মোড়ক খুলিয়া দেখিল, যে, উহা জেপানী ভাষায় লিখিত, কি ভাবে এমন করিয়া তাহারা সে পত্রখানি তাহাদিগকে দিল, এই আশংসায় তাহারা ইংরাজীতে উহা অনুবাদ করাইলেন। সে অনুবাদের স্থূল মর্ম্ম এই। "জেডো রাজধানী নিবাসী আমরা দুইজন পাঠশালার ছাত্র, আমেরিকান জাহাজের কর্ত্তৃপক্ষ এবং কর্ম্মচারীদিগের প্রতি আমাদের সবিনয় নিবেদন এই যে, আমরা নিজে যেরূপ লঘু, আমাদিগের বিদ্যা বুদ্ধিও তাদৃশ হয়, অতএব কৃতবিদ্য আমেরিকান

দিগের সম্মুখে আসিতে আমরা লজ্জিত হই। আমরা অস্ত্রবিদ্যা জানিনা, রাজনীতি এবং পাণ্ডিত্য বিষয়ে তর্ক করিতেও আমাদের ক্ষমতা নাই, বৃথামোদ এবং অনর্থক কর্ম্মে আমাদিগের অমূল্য সময়ের অনেকাংশ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ইউরোপ এবং আমেরিকার বিদ্যানুশীলন এবং আচার ব্যবহার বিষয়ক অনেক কথা আমরা পুস্তকে পড়িয়াছি, এবং লোক মুখেও শ্রুত আছি, পড়িয়া শুনিয়া অনেকদিন পর্য্যন্ত পৃথিবীর প্রধান প্রধান পাঁচ খণ্ড দেখিতে আমাদের বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু সামুদ্রিক যাত্রা বিষয়ে আমাদিগের দেশীয় ব্যবস্থা বড়ই কঠিন হয়, বিদেশীদিগের এদেশে আসা, এবং এদেশীয়দিগের বিদেশে যাওয়া উভই নিষিদ্ধ আছে। সুতরাং মনের কথা মনেই থাকে। পদ বন্ধন করিলে মনুষ্যের যেরূপ গতি রোধ হয়, নিশ্বাস রুদ্ধ করিলে যেরূপ প্রাণ সংশয় হয়, আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ বিষয়ে সেইরূপ হইয়াছে। ভাগ্যক্রমে আপনারা আমাদের এদেশে আসিয়া কিছুদিন জেপান সমুদ্রে বাস করাতে, আলাপ পরিচয় এবং পরীক্ষা দ্বারা স্থির উপলব্ধি হইয়াছে, যে আপনারা অতি মহানুভব মহাশয় লোক, দয়া ধর্ম্মগুণে পৃথিবীর সর্ব্বত্রে যশস্বী, ইহাতে আমাদের বহুদিনের শুষ্ক আশালতা পুনরায় হরিদ্বর্ণ হইয়া সপত্র হইতেছে। এক্ষণে প্রার্থনা এই, যাহাতে আমাদের সেই আশালতা ফলবতী হয়, এমন উপায় করিয়া দিউন।

মনোরথ পূর্ণ হওনের সময় উপস্থিত দেখিয়া আমরা গোপনভাবে আমাদিগের এই আবেদন খানি আপনাদিগের নিকট পাঠাইতেছি, জাহাজ লইয়া সমুদ্রে যাওন

সময়ে আপনারা আমাদিগকে লইয়া যাইবেন, আমরা স্বদেশীয় কুৎসিত প্রথা মানিব না, মহাশয়দিগের সাহায্যে পাঁচখণ্ড পৃথিবী দেখিয়া আপনাদিগকে কৃত কৃতার্থ বোধ করিব। পাছে সম্পাদক মহাশয়েরা আমাদিগের এরূপ দুরাকাঙ্ক্ষিত প্রার্থনায় অসন্তুষ্ট হন, অতএব অঙ্গীকার করিতেছি, যে, সামান্য ভৃত্যের ন্যায় আমরা জাহাজের কর্ম্ম করিব, আজ্ঞার অধীন হইব, যে কর্ম্ম করিতে বলিবেন তাহা তৎক্ষণাৎ সমধা করিব, সাধ্যানুসারে ত্রুটী করিব না। জেপানবাসী আমরা সকলে বর্দ্ধপদ এবং খঞ্জ লোক তুল্য হই, পৃথিবীর উত্তর দক্ষীণ ত্রিশ অংশ, এবং পূর্ব্ব পশ্চিম ত্রিশ অংশ যাইতে আমাদের সাহস হয় না, আপনারা ঝড় বিদ্যুত বজ্রাঘাত মানেন না, অনায়াসেই লক্ষ লক্ষ ক্রোশ সমুদ্রে যাইতেছেন, পৃথিবীর বহুদূরবর্ত্তী দেশ সকল আপনাদের করতলস্থিতের ন্যায় দেখাইতেছেন। তদ্দর্শনে যদিও আমরা পদবদ্ধ ও খঞ্জ সদৃশ তথাপি এমন সাহস হইতেছে যে একদিন অশ্বারোহী হইয়া স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতে পারিব। আপনারা যদি এ অধীন দ্বয়ের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, তবে সে অনুগ্রহ কদাচ আমরা বিস্মৃত হইব না, কৃতজ্ঞ চিত্তে যাবজ্জীবন তাহা উপলব্ধি করিতে থাকিব। কিন্তু যদি আমাদিগের এ প্রার্থনা বিবেচনার অধীন হয়, আমরা যদি উহার যোগ্যপাত্র না হই, তবে আবেদন পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিবেন, কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না, প্রকাশ করিলে দেশীয় কঠিন ব্যবস্থা দ্বারা আমরা শুদ্ধ তাড়িত ও অপমানিত হইব না, নিসন্দেহ আমাদিগের প্রাণ বিনাশ হইবে। তাহা হইলে

আপনাদিগের দয়া ধর্ম্ম গুণের যে নির্ম্মল জ্যোতি. পৃথিবীর সর্ব্বত্র দীপ্তিমান আছে, তাহা একেবারে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে। আর কৃপাদৃষ্টি করিয়া আপনারা যদি আমাদের মনস্কাম সিদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হন, তবে যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের যাওয়া না হয়, ততদিন একথা গোপনে রাখিবেন, একবার যাওয়া হইলে আর এবিষয়ের আন্দোলন হইবে না, আমরা বিশেষ জানি, আমাদের দেশের লোক গত অনুসূচনা বড়একটা করে না। শেষ নিবেদন এই, আমরা যে কথা লিখিতেছি অকপট একান্তচিত্তে লিখিতেছি. ইহাতে আপনারা কোন প্রকার আশংসা করিবেন না, অবাধে আমাদিগের মনোরথ যেন পূর্ণ হয়, বহুসম্মানের সহিত আমরা এই পত্র খানি স্বহস্তে প্রদান করিলাম ইতি ১১ ই এপ্রেল।

এই পত্রের অভ্যন্তরে আর একখানি ক্ষুদ্র পত্র ছিল, তন্মর্ম্ম এই, মহাশয়েরা যখন যোকুহামা নগরে অবস্থিতি করেন, তখন এক রাত্রি একখানি ক্ষুদ্র নৌকা দ্বারা আমরা তথায় সাক্ষাত করিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু অসুবিধা প্রযুক্ত মানস সিদ্ধ হইল না। তৎপরে শুনিলাম আপনাদিগের সমস্ত জাহাজ সাইমোডাতে আসিয়াছে, তাহাতে ভাগ্য পরীক্ষার্থ আমরা একখানি ক্ষুদ্র নৌকা দ্বারা এতদ্দুর পর্য্যন্ত আইলাম, কিন্তু জাহাজের নিকট পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে আমাদের সাহস হয় নাই। যদি আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমাদের প্রতি বিশ্বাস করেন, তবে কল্য রাত্রিকালে যখন সকলেই নিস্তব্ধ হইবে, তখন আমরা সমুদ্র তীরে আসিয়া আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব, সেখানে কোন গৃহস্থের বসবাস নাই, বোধ হয় আমাদি-

গের সাক্ষাৎ বিষয়ে কোন প্রতিবন্ধকতা হইবে না। ঈশ্বর আমাদের আশা ফলবতী করুন ইতি ২৫ সে এপ্রেল।

পরদিন রাত্রিকালে দুই প্রহর দুইটার সময়ে মিসিসিপাই নামক জাহাজে একজন প্রহরী চৌকি দিতে ছিলেন, এমত সময়ে জাহাজের পার্শ্বদেশ হইতে হঠাৎ একটা গোলযোগ তাহার কর্ণগোচর হইল, আরোহণীয় স্থানে সে উপস্থিত হইয়া দেখিল, যে দুইজন জেপানী যুবা পুরুষ নৌকা হইতে সিড়ি লাগাইয়া তাহাদের জাহাজে উঠিতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, তাহারা কি বলিল সে সৈনিকপুরুষ বুঝিতে পারিল না, ভাব ভঙ্গিমা দ্বারা কেবল এতাবন্মাত্র জানিল যে তাহারা জাহাজে আসিতে চয়। অনুমতি দেওয়াতে তাহারা জাহাজে আসিয়া সে স্থানে ব্যগ্রতাপূর্ব্বক থাকিতে চাহিল, সমুদ্র তীরে আর ফিরিয়া যাইতে চাহিল না। তাহাতে মিসিসিপাই জাহাজের প্রধান কর্ণধার গাত্রোত্থান করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, কোন কথা বলিবার ইচ্ছা থাকে তো তোমরা ঐ নিশান তোলা বড় জাহাজ খানিতে যাও, আমি রাত্রিকালে তোমাদিগকে এ জাহাজে স্থান দিতে পারিব না। এই কথাতে তাহারা অনেক কষ্টে পুনরায় নৌকা দ্বারা নিশান তোলা জাহাজের নিকট গেল। সিড়ি লাগাইয়া উপরে উঠিবার উপক্রম করিতেছে, তরঙ্গ হিল্লোলে তাহাদের নৌকা সমুদ্রে ভাসিয়া গেল, দৈবদুর্ব্বিপাক, কি স্ব ইচ্ছাতে তাহাদের এ ঘটনাটি হইল, তাহা নিশ্চয় করা যায় না। যাহা হউক, জাহাজে উপস্থিত হইলে, কমোডোরকে এ বিষয়ের সংবাদ দেওয়া গেল, তাহাতে তাহারা কি কারণে এমন সময় আসিয়াছে, ইহা জানিবার

নিমিত্ত জেপান ভাষায় পারদর্শী একজন উকীল পাঠাইয়া দিলেন। উকীল আসিয়া তাহাদের সহিত কথোপকথন করাতে তাহারা স্বীকার করিল, ইউনাইটেড ষ্টেটস নামক দেশে যাইতে আমরা নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়াছি, এ মনোরথ পূর্ণ হইলে আমরা পৃথিবীর সর্ব্বস্থান দর্শন করিব। কর্ম্মচারীরা যে দুই লোককে সমুদ্র তটে দেখিয়াছিল, ইহারা সেই লোক, ইহা জানিতে পারিয়া, উকীল এক দৃষ্টে তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, দেখিলেন, তাহারা জেপান দেশীয় উচ্চ পদস্থ ভদ্র সন্তান বটে, কিন্তু ভ্রমণকারী লোকেরা যেরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করে, তাহারা সেইরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া আসিয়াছে, নৌকা বাহিয়া আসাতে সাতিশয় শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়াছে বলিয়া, তিনি তাহাদিগকে দুইখানি বসিবার চৌকী দিলেন। তাহাদের এক জনের স্থানে একখানি তরবারি ছিল, অপর তিনখানি তরবারি তাহারা নৌকায় ফেলিয়া আসিয়া ছিল, তাহাদের বাক পটুতা দ্বারা বোধ হইল যে তাহারা কৃতবিদ্য লোক, চীন ও জেপানী ভাষা অনর্গল লিখিতে ও কহিতে সক্ষম, তাহাদিগের রীতি নীতি ও নম্রশীল সভ্যভব্য ছিল।

উকীল কমোডোরকে তাহাদের অভিপ্রায় জ্ঞাত করিলে, তিনি এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন, আমেরিকাতে জন কয়েক জেপানী লইয়া যাইতে আমার নিতান্ত ইচ্ছা বটে, কিন্তু জেপান গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ভিন্ন আমি একর্ম্ম করিতে পারিব না, আমাদিগের জাহাজ এখনও অনেকদিন এখানে থাকিবে, ইত্যবসরে দর্শকগণ স্ব দেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করুক না কেন? উ-

কীল পুনরায় আসিয়া তাহাদিগকে এই সকল কথা কহিলে, তাহারা কড়যোড়ে কহিতে লাগিল, মহাশয়! কমোডোরকে বুঝাইয়া বলুন, তীরে গেলে আমাদিগের প্রাণ থাকিবে না, বিদেশে যাইবার কথা শুনিলে জেপান গবর্ণমেণ্ট আমাদের সর্ব্বনাশ করিবেন। উকীল বলিল ভয় কি আমরা তোমাদের সাহায্য করিব, কমোডোরের আজ্ঞা অন্যথা হইবার নয়, তিনি যাহা বলিতেছেন তাহা কর। যুবা পুরুষ জেপানী দ্বয় কাকুতি বিনতি দ্বারা অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া জাহাজে থাকিতে চাহিল, কিন্তু কোনমতে নাবিকেরা তাহাদিগকে থাকিতে দিলনা, জাহাজী বোট দ্বারা শেষে বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে সমুদ্রে নামাইয়া দিল। সুতরাং হতাশ হইয়া দুঃখিতচিত্তে তাহারা যে স্থানে আপনাদের নৌকাখানি ছাড়িয়া আসিয়াছিল, পুনরায় সে স্থানে গেল। আর ভাগ্যে কি ঘটনা ঘটে, এই চিন্তায় ব্যাকুলিত হইয়া তাহারা কি কুকর্ম্ম করিলাম বলিয়া অনুতাপ করিতে লাগিল।

পরদিন সন্ধ্যাকালে জেনসকি নিশাদ্ধারী জাহাজের কর্ণধারের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শুনিলাম, কল্য রাত্রিকালে দুইজন উন্মত্ত মদ্যপ জেপানী আমেরিকান জাহাজে আসিয়াছিল, তাহাদের দ্বারা তোমাদের কিছু অনিষ্ট হইয়াছে কি না? কর্ণধার উত্তর করিলেন, কর্ম্মান্তরে কত ব্যক্তি জাহাজে আসে যায় তাহার সঙ্খ্যা নাই, সকলকার কথা স্মরণে রাখা দুষ্কর, কিন্তু এই মাত্র নিশ্চয় বলিতে পারি, কোন ব্যক্তি আসিয়া আমাদিগকে বিরক্ত করে নাই, করিলে আমরা অবশ্যই আপনাকে জানাইতাম। ভাল জিজ্ঞাসা করি, আপনি যে

ব্যক্তি দ্বয়ের কথা বলিতেছেন, তাহারা নিরাপদে কূল প্রাপ্ত হইয়াছে কি না? জেনসকি বলিলেন, সে দুর্ব্বৃত্তেরা কূল পাইয়াছে, তদ্বিষয়ে ভাবনা নাই।

জেনসকি বিদায় হইলে, কর্ণধার কমোডোরের নিকট তাহার আগমন বৃত্তান্ত কহিলেন, তাহাতে সুবিচক্ষণ আমেরিকান অধ্যক্ষ মনে মনে বিবেচনা করিলেন, জেপানের যে কঠীন আইন, রাত্রিদর্শক যুবকদ্বয়ের নিষ্কৃতি দেখিতেছি না, অতএব একজন কর্ম্মচারীকে পাঠাইয়া যাহাতে শান্তিরক্ষকদের রাগ শান্তি হয়, এমন উপায় করা আমার বিহিত হইয়াছে। এই বিবেচনায় নগরাধ্যক্ষের নিকট একজন লোক পাঠাইয়া তিনি তাহাকে এই কথা বলিতে কহিলেন, আমেরিকানদিগের সুখ সচ্ছন্দ বিষয়ে আপনারা যে এতটা তত্ত্ব কর, ইহাতে কমোডোর সন্তুষ্ট হইয়া আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, সামান্য বিষয়ের নিমিত্ত আপনারা এত উদ্বিগ্ন হইবেন না, এরূপ ঘটিলেও কিছু আইসে যায় না, ক্লেশ লইয়া এত অনুসন্ধান করা অনুপযুক্ত হয়। গবর্ণমেণ্টকে না জানাইয়া তিনি ভবিষ্যতে কোন জেপানীকে আমেরিকান জাহাজে গ্রহণ বা স্থান দিবেন না, আপনারা তাঁহাদের প্রতি যে বিশ্বাস করেন, তদন্যথাচরণ তাঁহাদের দ্বারা কখনই হইবেনা, এবিষয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকিবেন। কারণ সন্ধিপত্রে যে সকল নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহার অণুমাত্র ভঙ্গ করিতে তাহার ইচ্ছা নাই।

জেপানীরা জ্ঞান এবং বিদ্যাবৃদ্ধি করণার্থ কত আগ্রহ এবং উৎসুক, এই যুবকদ্বয়ের বৃত্তান্ত পাঠে সকলেই জানিতে পারেন। দেশীয় প্রথানুসারে প্রাণ যাইবার সম্ভা-

বনা জানিয়াও ইহারা পৃথিবী দর্শনে একান্ত ইচ্ছুক হইয়াছিল। এতাদৃশ বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিদ্বয়কে আশ্রয় না দেওয়া কমোডোরের মহত্ত্বের কার্য্য হয় নাই, ইহাতে তাঁহার ঔদার্য্য এবং মহানুভাবকতার অনেক ব্যত্যয় হইয়াছে, কেহ কেহ এমন কথা বলিলেও বলিতে পারে। কিন্তু সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্থির উপলব্ধি হইতে পারে, যে, কমোডোরের কর্ম্ম কোন মতেই অবিহিত কর্ম্ম নহে, জেপানীরা সুচতুর ধূর্ত্তলোক, চাতুর্য্য করিয়া আমেরিকানদিগকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত যদি তাহারা আসিত, আর তাহাদিগকে বিশেষ না জানিয়া ঔদার্য্যগুণ হেতু কমোডোর যদি একেবারে আশ্রয় দিতেন, তবে এত যে অসাধ্য সাধন করিয়া তিনি জেপান গবর্ণমেণ্টের সহিত মিল করিয়াছিলেন, তাহা একেবারে বিনষ্ট হইত। আর যথার্থই তাহারা যদি কৌতূহলপ্রযুক্ত আসিয়া থাকে, তথাপি রাজনীতির রীত্যনুসারে তাঁহার অবিবেচনার কর্ম্ম হয় নাই, কারণ যুক্তিযুক্ত বা অযৌক্তিক হউক যে দেশের যে প্রথা নহে, তদ্বিপরীত কর্ম্ম করিয়া একটা আকণ্ড কুণ্ড করা জ্ঞানবান রাজনীতিজ্ঞ লোকের কর্ম্ম নয়।

যাহা হউক, এই ঘটনার কিয়দ্দিন পরে, জনকয়েক আমেরিকান কর্ম্মচারী একদিন নগরের বহির্ভাগে বেড়াইতে গিয়াছিল, বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ তাহারা কারা গৃহের নিকটে উপস্থিত হইল। বাড়ীটা কিরূপ? কারাবাসীরা কি অবস্থায় তথায় বাস করে? ইহা জানিবার নিমিত্ত তাহারা বাটীর ভিতর গেল। প্রবেশ দ্বার পার হইয়া দেখে, যে, ভূমণ্ডল দর্শনার্থী পূর্ব্বোক্ত দুইজন জেপানী দ্বারের সম্মুখে একটি লৌহ পিঞ্জরে বদ্ধ হইয়া আছে,

পিঞ্জরটি সাতিশয় সঙ্কীর্ণ, সচ্ছন্দে নড়িতে চড়িতে পারে এ-মন স্থান তাহাতে নাই। তাহাদের বদন মণ্ডলের ভাব দেখিয়া বোধ হইল, যে, বিপদে তাহারা নিতান্ত অবসন্ন হয় নাই, ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া স্থিরচিত্তে অবস্থিতি করিতেছে। দেখা হইল ভাল হইল, আমেরিকানেরা স্বচক্ষে আমাদের এই দুরবস্থা দেখুক, এই বিবেচনায় তাহারা এক দৃষ্টে কর্ম্মচারীদিগের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিল। তাহাতে একজন দর্শক তাহাদের পিঞ্জরের সন্নিকটে গেল, যাইবামাত্র তাহারা কোন কথা বলিল না, পিঞ্জরের এক কোণে যে একখানি কাগজ লিখিয়া রাখিয়াছিল, তাহাই তাহার হস্তে প্রদান করিল। পদার্থতত্ত্ব নির্ণয়ার্থ জ্ঞানান্বেষী লোকেরা যে কত কষ্ট সহিতে পারে, ঐ কাগজখানি তদ্দৃষ্টান্ত স্বরূপ, নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রকাশ করিলাম।

"বীরপুরুষ লোক যদি কোন উৎকট কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, আর দৈব দুর্ব্বিপাক হেতু তাঁহার সে কর্ম্ম যদি সিদ্ধ না হয়, তবে তিনি যেমন দুর্ব্বৃত্ত ও চোর বলিয়া লোক সমাজে গণনীয় হন, আমাদের দশাও সেইরূপ হইয়াছে। অসাধ্য সাধন করিতে গিয়া জনসমাজ দ্বারা আমরা ধৃত ও অপমানিত হইয়াছি, আমাদের প্রধান পক্ষছিন্ন হইয়াছে, পিঞ্জরে বদ্ধ হইয়া আমরা যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতেছি। গ্রামের প্রাচীন এবং প্রধান লোকেরা আমাদিগের প্রতি জঘন্যরূপে ব্যবহার করিতেছে, তাহাদিগের অত্যাচার সহিতে পারা যায় না। যখন আমরা আপনাদের কর্ম্ম আপনারা দেখি, তখন তিরস্কারের যোগ্য এমন কোন কর্ম্ম করি না বোধ হয়, কিন্তু আমাদিগের বর্ত্তমান দশা যখন আমরা উপলব্ধি করি, তখন যেন হীন অপরাধের

অপরাধী হইয়াছি এমনি জ্ঞান হয়; হবে বৈকি, আমাদিগের দুরাকাঙ্ক্ষা তো অল্প নহে, গণনায় পঞ্চাশত বা ষষ্ঠী দেশ দেখিতে আমাদের ইচ্ছা হইল না, একেবারে ভূমণ্ডলের পাঁচ খণ্ডে ভ্রমণ করিতে আমরা অভিলাষ করিয়াছিলাম। তা যেমন কর্ম্ম তেমন ফল, কল্পনা ফলবতী না হওয়াতে আমাদের সকল আশাই বৃথা হইল, বন্যজীবের ন্যায় পিঞ্জর বদ্ধ হইলাম, সুখে শয়নোপবেশন ভোজন পান নিদ্রাদি হয়, এমন স্থান পাইলাম না। হাঃ বিধাতঃ এস্থান হইতে আমরা কিরূপে মুক্ত হইব, কাঁদিলে লোকে আমাদিগকে নির্ব্বোধ পাগল বোধ করে, হাসিলে দুর্ব্বৃত্ত কহে, ভাবিলাম এক হলো আর, অতএব মৌনাবলম্বন কারাই আমাদিগের বিধেয় হইয়াছে:

ইসাজি কুডা

কিভান সুচীমানজী।

অধীন কর্ম্মচারীদিগের মুখে কমোডোর এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন, কালবিলম্ব করিলেন না, সেই দিনেই তাহাদের মুক্তির প্রার্থনায় একজন প্রধান কর্ম্মচারীকে দেশাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইলেন। আমেরিকান অনুচর কারাগৃহে গমন করিয়া শুনিলেন, যে যথার্থই সে যুবকদ্বয় আমেরিকান জাহাজে গিয়াছিল বলিয়া আবদ্ধ হইয়াছে, দেশাধ্যক্ষ নিজে তাহাদিগের দণ্ড বিধান করিতে পারেন নাই, জেডো রাজধানীতে তাহাদের অপরাধের কথা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে আদেশ হইয়াছে, যে, তাহারা সে স্থানে বিচারিত হইবে, তজ্জন্য কল্য রাত্রিকালে তাহাদিগকে তথায় পাঠান গিয়াছে। এই কথা শুনিয়া আমেরিকান দুত বলিতে লাগিলেন, কি

পরিতাপ! যদিও নির্দ্দোষী; সেখানে তাহাদের প্রাণ দণ্ড হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশাধ্যক্ষ তাহার আগমন সংবাদে তথায় সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, আশংসা করিওনা, কমোডোর যে তাহাদের বিষয়ে রিপর্ট দিয়াছেন, তাহাতে তাহাদের প্রাণ দণ্ড কখন হইবে না, হয়তো সামান্য দণ্ড হইবে, এইদেখ, এবিষয়ে জেপান গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় দেখ, এই কথা বলিয়া তিনি কমোডোরের সন্তোষার্থ তাহার হস্তে একখানি পত্র পাঠাইয়া দিলেন। দূত প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অধ্যক্ষকে সেই লিপিখানি দিলে, কমোডোর তাহা পাঠ করিয়া ঐ হতভাগ্য লোকের বিষয়ে নিরুৎকণ্ঠিত হইলেন।

অতঃপর কিয়দ্দিন সকল বিষয় সৌহার্দ্দভাবে চলিল, আমেরিকানেরা জেপানীদিগের দোকানে যাইয়া আপনাদিগের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সকল নিত্য ক্রয় করে, কোন কথায় বিবাদ বিসম্বাদ হয় না। ইতিমধ্যে পাউহেটান নামক জাহাজের একজন নাবিক মরিল, জেপান গবর্ণমেণ্ট তাহার সতকার্য্যের নিমিত্ত সাইমোড়ার নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামে কিঞ্চিৎ স্থান নিরূপণ করিয়া দিলেন, ঐ স্থান আমেরিকানদিগের স্থিরীকৃত কবর স্থান হইল। কমোডোর নির্ব্বিঘ্নে আপন বৈষয়িক ব্যাপার সমাধা করিতেছেন, হঠাৎ একদিন জেপানী সৈন্যদলের অত্যাচার দ্বারা আমাদের অপমান হইয়াছে ইহা তাঁহার কর্ণগোচর হইল, শুনিয়া তিনি একেবারে চমতকৃত ও ব্যস্ত সমস্ত হইলেন, এস্থানের শান্তি রক্ষক দোষ ক্ষালন হেতু যদি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা না করে, তবে আমি গবর্ণমণ্টকে সাতিশয় ভৎসনা করিব। এই বিবেচনায় প্রথমে তিনি

উপসাগরের তীরে একদল সৈন্য পাঠাইতে চাহিলেন, প-রক্ষণে তিনি মনে করিলেন, সৈন্য না পাঠাইয়া নায়েবকে প্রেরণ করাই আমার উচিত বোধ হইতেছে, তিনি দে-শাধ্যক্ষের নিকট গিয়া এবিষয়ের প্রতীকার করিয়া আ-সুন।

পত্র লিখিয়া নায়েব পাঠাইবার উদ্যোগ করিতে-ছেন, এমত সময়ে একজন কর্ম্মচারী আসিয়া তাঁহাকে ন-মস্কার করত জেপানীদের দৌরাত্ম্যের আমূল বৃত্তান্ত কহিল, তাহা এই। মহাশয়! সেদিন আমরা তিন জন লোক আমোদ করিবার নিমিত্ত পিস্তলাদি লইয়া পক্ষী মারিতে গিয়াছিলাম, শিকার করিতে করিতে সমস্ত দিন গেল, ক্রমে অন্ধকার হওয়াতে আর আসিতে পারি-লাম না, সুতরাং সাইমোডাস্থিত একটি মন্দিরে আশ্রয় লইয়া আমাদিগকে রাত্রি যাপন করিতে হইল। মন্দিরের সংযোজিত বাসগৃহে যখন আমরা প্রবেশ করি, তখন আমাদিগকে তত্রস্থ একজন রক্ষক দেখিয়া ছিলেন, তিনি কিছুমাত্র নিষেধ করিলেন না, বরং কহিলেন, সাইমো-ডাস্থিত সকল মন্দিরই কমোডোরের কর্ত্তৃত্বাধীন, তাঁহার লোকে শয়নোপবেশনের নিমিত্ত যেটি ইচ্ছা সেটি ব্যব-হার করিতে পারে। এই কথায় আশ্বস্ত হইয়া আমরা বাস গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাতে পাতা কোমল মাদুরে শয়ন করণের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে দ্বারদেশে সৈন্যদিগের ঝণ্ ঝণ্ শব্দ ও কলরব আমাদের কর্ণগো-চর হইল। তাহারা শিষ্টাচার সম্ভূত কোন প্রকার অভি-বাদন করিল না, একেবারে আমাদের নিকট আসিয়া অসভ্যরূপে আমাদিগকে সে স্থান পরিত্যাগ করিতে ক-

হিল, একে সমস্ত দিনের পরিশ্রান্ত, তাহাতে নিদ্রায় কাতর হইয়াছি, প্রগল্‌ভ কটু বাক্য শুনিয়া আমাদের বড়ই রাগ হইল, আমরা সকলেই বলিলাম, অদ্য রাত্রে আমরা তোমাদের কথা মানিব না।

টেটনসকি নামে তাহাদের সেনাপতি কথা রক্ষা হইল না দেখিয়া সেই রাত্রিতেই কমোডোরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া আসিলে, অবশিষ্ট সিপাহীরা আমাদিগের প্রতি এমনি অসভ্যতাচরণ করিতে লাগিল, যে আমরা কোনমতেই তাহা সহ্য করিতে পারিলাম না, একেবারে খড়্গ হস্ত হইয়া দুরাত্মাদিগকে শয়নাগার হইতে তাড়াইয়া দিলাম, এরূপ ভয়ানক মূর্ত্তি না ধারণ করিলে তাহাদিগকে সে রাত্রি আমরা কখনই দমন করিতে পারিতাম না। অতঃপর কুশলে রাত্রি প্রভাত হইল, প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি, মন্দিরের অপর পার্শ্বে একদল সিপাহী আমাদের চৌকী দিতেছে, আমরা তাহাদের সম্মুখ দিয়া জাহাজে আসিলাম, তাহারা একটি মাত্র কথা বলিল না।

কমোডোরের নায়েব পত্র লইয়া নগরাধ্যক্ষের নিকট উপনীত হইলে, তিনি আপন অধীন কর্ম্মচারীদিগের নির্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত এই কথা বলিতে লাগিলেন। আমেরিকানেরা পূর্ব্বে আমার নিকট কোন অভিপ্রায় প্রকাশ না করিয়া যে মন্দির তাহাদিগকে ব্যবহার জন্য দেওয়া হয় নাই, তাহাতে রাত্রি যাপন করিয়াছেন, এ কর্ম্ম বড়ই বিরুদ্ধ কর্ম্ম হইয়াছে। তৎশ্রবণে নায়েব কমোডোরের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া দুই চারি শক্ত কথা তাঁহাকে কহিলেন, তাহাতে তাঁহার বাক্য

স্ফূর্ত্তি আর হইল না, তিনি অপ্রতীভ হইয়া একেবারে বলিলেন, আমার অগোচরে সৈন্যেরা এই অপকর্ম্ম করিয়াছে, আমি বারণ করিয়া দিয়াছি, এরূপ কর্ম্ম তাহারা আর করিবেক না, এতাদৃশ দুর্ঘটনার নিমিত্ত আমি বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। নায়েব কহিলেন, আপনি যখন নিজ মুখে ত্রুটী স্বীকার করিতেছেন, তখন এবিষয়ের আন্দোলন কমোডোর আর করিবেন না, কিন্তু ভবিষ্যতে আপনি সাবধান হইবেন, আপনকার অধীনস্থ লোকে আর যদি কোন কুকর্ম্ম করে, তবে সে কর্ম্মকে আমরা মহাশয়ের নিজকৃত কর্ম্ম বোধ করিব।

অতঃপর বিদেশী দর্শক আমেরিকানদিগের সহিত সাইমোড়া বাসী লোকদের আর কোন বিবাদ বিসম্বাদ হইল না, উভয় জাতিতে পরস্পর সদ্ভাবে কালযাপন করিতে লাগিল। জেপান গবর্ণমেণ্ট কমোডোরকে হাকোডাডী নামে যে আর একটি বাণিজ্য স্থান দিয়াছিলেন, সেই স্থানে যাইবার সময় ক্রমে উপস্থিত হইল। আমেরিকান অধ্যক্ষ পঞ্চবিংশতি দিবসমাত্র সাইমোড়াতে ছিলেন, এই সল্পকাল মধ্যে তিনি তথাকার কোন বিষয় জানিতে ত্রুটী করেন নাই, সম্পূর্ণ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা বন্দরটি উত্তমরূপ পরীক্ষা করিয়াছিলেন. উহার ভূমি কিরূপ? উহাতে কি কি উৎপন্ন হয়? এবং কি হইতে পারে? ইহা বিশেষরূপে অবগত হইয়াছিলেন। জেপানে তাঁহার বাণিজ্য চিরকাল বন্ধুত্ব ভাবে হইবে, তদন্যথা কদাচ হইবে না, অপর-সাধারণ সকল লোকের মনে ইহা দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাইয়াছিলেন। ন্যায়পরতা দ্বারা গবর্ণমেণ্টকে শিখাইয়া ছিলেন. জোকুহামা নগরে যে সন্ধিপত্র হইয়াছে, কোন প্র-

কারে তাহার বিন্দুবিসর্গ অতীরিক্ত করিয়া কর্ম্ম করিতে কেহ পারিবে না। অধিক লেখা বাহুল্য, সাইমোড়ার অনেক উত্তরবর্ত্তী জেসো উপদ্বীপস্থ হাকোডাডিতে আমেরিকানেরা জাহাজ সমূহ লইয়া গেলে, যে যে বিষয় ঘটিয়াছিল, এক্ষণে আমরা তদ্বর্ণনা করি।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

হাকোডাডিতে আমেরিকানদিগের বাষ্পীয় জাহাজ সকল উপনীত হইয়াছে, চারি পাঁচ ঘণ্টার অধিক হয় নাই, ইতিমধ্যে দৃষ্ট হইল, জেপান গবর্ণমেণ্টের প্রেরিত একখানি বজরা আসিতেছে। পূর্ব্বে আমেরিকানেরা তাহাদের যেরূপ বজরা দেখিয়াছিল, উহা প্রায় সেইরূপ, প্রভেদের মধ্যে কিছু ভারি, এবং উহার নির্ম্মাণের রীতিও বড় একটা সুন্দর নহে, কাল কাল ডোরা লাগান অনুজ্জ্বল নিশান উহাতে তিন চারিটি ছিল। যে আটজন দাঁড়ীতে নৌকাখানি বাহিয়া আনিতেছিল, তাহাদের পরিচ্ছদ অতি আশ্চর্য্য, সকলের পৃষ্ঠদেশে আত্ম প্রভুদের মর্য্যাদাসূচক চিহ্নরূপ এক একখানি অস্ত্র ঝুলিতেছিল। তরণীখানি পাউহেটান নামক জাহাজের নিকট আসিলে, জনকয়েক জেপানী রাজকর্ম্মচারী জাহাজের মধ্যে আসিলেন, আসিবামাত্র, কমিসনারেরা পূর্ব্বে কমোডোরকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন সেই পত্র, এবং চীন ভাষায় লিখিত সন্ধি পত্রও তাহাদিগকে দেখান গেল। তাহাতে তাঁহারা বলিলেন, জেডো নগরে যে কয়েক জন রাজকর্ম্মচারী আপনাদিগের সহিত এস্থানে সাক্ষাত করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন, এখন পর্য্যন্তও তাঁহারা পৌছান নাই, কি সন্ধিপত্র কি সাইমোড়ার বন্দর করণ আমরা কোন বৃত্তান্ত

জানি না, আপনার পূর্ব্বে কোন সংবাদ না লিখিয়া একে বারে হাকোডাডিতে জাহাজ লইয়া আসিয়াছেন, ইহাতে অত্রস্থ লোক সকল বড়ই ভীত হইয়াছে। এইকথা শ্রবণে আমেরিকানেরা তাহাদিগকে কহিল, ভয়ের কোন আবশ্যক নাই, কল্য কমোডোর একজন কর্ম্মচারী প্রেরণ করিয়া, এই নগর সংক্রান্ত রাজপুরুষদিগের সহিত কথোপকথন করিবেন, তাহা হইলে তোমাদের সকল আপত্তির নিষ্পত্তি হইবে।

পরদিন প্রাতঃকালে (১৮ই মে) কমোডোর পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে একজন নায়েব অধ্যক্ষ, দুইজন উকীল, এবং একজন কেরাণীকে তত্রস্থ শাসন কর্ত্তার নিকট প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা রাজবাটীতে উপনীত হইলে, শাসন কর্ত্তা যেণ্ডেমাটজাইমন তাঁহাদের সহিত সাক্ষাত করিতে আইলেন, তাঁহার সঙ্গে অনুচররূপে ইশুক কনজো এবং কুডোমোগোরো নামা দুইজন প্রধান লোক ছিলেন। তাঁহারা সকলেই বিশেষ শিষ্টাচার এবং সম্বৰ্দ্ধনার সহিত আমেরিকানদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন, পরে সমাদর পূর্ব্বক তাহদের হস্ত ধারণ করিয়া একটি অতি সুসজ্জিত দালানে লইয়া গিয়া বসিবার স্থান দিলেন, সকলে একে একে আসন গ্রহণ করিলে কার্য্যারম্ভ হইল। শাসন কর্ত্তা অৰ্দ্ধবয়স্ক যুবাপুরুষ, সাতিশয় নম্র এবং বিনয়বাদী, তাঁহার বদনমণ্ডল সুপ্রসন্ন এবং দয়াভাবাপন্ন ছিল, তাঁহার অনুচর দ্বয়ের রীতি নীতিতে যদিও আনুগত্য ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল, তথাপি বাহ্য লক্ষণ দৃষ্টে তাহারা যে সদ্বংশজ জেপানী ভদ্র সন্তান ছিল, তাহাতে আর কোন সন্দেহ রহিল না। দালানটি সুপ্রসস্থ বটে,

কিন্তু তাহার ছাদ চালুভাবে নির্ম্মিত, চতুপার্শ্বে প্রস্তর ময় পুত্তলিকা এবং বাহুযুক্ত চৌকি খোদিত ছিল, ঐ সকল সাধারণ চিহ্নে বোধ হইল, যে সে গৃহটি রাজপরিপারের দান এবং ধর্ম্মালোচনার নিমিত্ত নির্ম্মিত হইয়াছে। শাসন কর্ত্তার পরিচারক ভৃত্যেরা উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া কেহ চা কেহ মিঠাই ও পৃষ্টকাদি আনয়ন করিতে লাগিল, কেহবা উত্তম আলবোলার সুগন্ধ তামাক সাজিয়া অভ্যর্থিত লোকদিগকে তামাকু খাইতে দিল, কর্ত্তা মহাশয় এবং তৎসহকারী অনুচরদ্বয় আত্মীয়ভাবে তাহাদিগকে প্রতিক্ষণ বলিতে লাগিলেন, ভাগ্যক্রমে যদি এঅধীনের বাটীতে আপনাদের শুভাগমন হইয়াছে, তবে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া শ্রান্তি দূর করত চিরবাধিত করুণ।

রীতিমত ভোজন পানাদিক্রিয়া শেষ করিয়া আমেরিকানেরা আপনাদিগের আগমনের তাৎপর্য্য কহন সূত্রে বলিল, জেপানের সহিত ইউনাইটেড ষ্টেটসের যে সন্ধি পত্র হইয়াছে, তন্নিয়মাবলি সুদৃঢ় করণার্থই আমাদিগের এখানে আসা, সে নিয়মের অনুমাত্র বিপরীতাচরণ আপনারা করিতে পারিবেন না, করিলে ভবিষ্যতে ভয়ানক ফলোৎপন্ন হইবে। সাইমোড়াতে যেরূপে আমরা কালযাপন করিয়াছি, এখানেও আমরা সেইরূপে কালযাপন করিতে পাইব, কোন পথ ঘাট দোকান বা সাধারণ ব্যবহারের প্রকাশ্য স্থানে অথবা পল্লিগ্রামে যাইতে আমাদিগের নিষেধ থাকিবে না। হাট বাজারের দোকানদারেরা আমাদিগকে আপনাপন জিনিশ পত্র সকল বিক্রয় করিবে, ক্রেতা বিক্রেতাদের সুবিধার জন্য উভয় জাতির প্রচলিত টাকা উভয়ে গ্রহণ করিবে, তিনটি ভিন্ন ভিন্ন

অট্টালিকা অথবা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মন্দির, কমোডোর তৎকর্ম্মচারী এবং তদনুসঙ্গী শিল্পিক লোকদিগের ব্যবহারার্থ দেওয়া হইবে, সময়ে সময়ে সে স্থানে থাকিয়া তাঁহারা আপনাদিগের প্রয়োজনীয় কর্ম্ম করিবেন। এদেশে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, প্রয়োজন হইলে সে সকল সামগ্রী আমেরিকান জাহাজে নিয়মিত মূল্যে দিতে হইবে, তদ্ব্যতীত অত্রস্থ যে সকল প্রাকৃতিক পদার্থ দর্শনে আমেরিকার বিশেষ কৌতুহল জন্মিবে, এমন সামগ্রী এখান হইতে আমরা ক্রয় করিব, তজ্জন্য আপনারা অধিক মূল্য লইতে পারিবেন না।

শাসনকর্ত্তা আমেরিকানদিগের এই সকল প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, জেডো হইতে কমিসনারদিরের উপদিস্ট প্রেরিত লোক যদবধি না আইসে, তদবধি আপনারা অপেক্ষা করুন, তিনি আইলেই সকল কার্য্য নির্ব্বিবাদে নিষ্পাদিত হইবে। অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থিরীকৃত হইল, যে হাকোডাডির কর্ত্তৃপক্ষ আত্মাভিপ্রায় লিখিয়া পরদিবস কমডোরের নিকট প্রেরণ করিবেন, পরে তাঁহার বিবেচনায় যাহা কর্ত্তব্য তিনি তাহা করিবেন। তদনুসারে শাসনকর্ত্তা এবং অপর কর্ত্তৃপক্ষগণ স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়া এই কথা লিখিয়া পাঠাইলেন,

মান্যবর শ্রীযুক্ত কমোডোর পেরি আমেরিকান
অধ্যক্ষ মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদনমিদং

হাকোডাডি জেপান উপদ্বীপের বহির্ভূত দূরবর্ত্তী প্রদেশ, অন্যান্য লোকের সহিত অত্রস্থ লোকদের বড় একটা সংস্রব নাই, ইহারা অতি মূর্খ, সম্প্রতি আপনা-

দিগের জাহাজ এস্থানে আসিয়াছে শুনিয়া, আবাল বৃদ্ধ বনিতাদি সকলেই ভয়ে দেশের মধ্যভাগে পলায়ন করিয়াছে, দেশের শান্তিরক্ষক তাহাদিগকে নিবারণ করিয়াছিলেন, তথাপি তাহাদের ভয় ভাঙ্গে নাই। এস্থান অতি প্রশস্ত বাণিজ্য স্থান বলিয়া আপনাদের আগমন হইয়াছে, কিন্তু তাহা নহে, লোকেরা যে ভীরু, বিদেশীয় লোকদের সহিত কস্মিনকালে বাণিজ্য ইহাদের হয় নাই, কল্য আপনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, যৎকালে কর্ম্মচারীদিগের সহিত মহাশয় রাজপথে ভ্রমণ করেন, তখন সকল লোক আপনাদিগকে দেখিয়া ত্রাসে লুক্কাইত হইয়াছিল, সমস্ত বিকাল এনগরে কোন কর্ম্ম কাজ হয় নাই। দিন কয়েক বিলম্ব করুন, আমরা লোকদিগকে আপনাদিগের আগমনের তাৎপর্য্য জানাই, তৎপরে সচ্ছন্দে তীরে গমন করিয়া যথা তথা ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবেন লোকেরা আপনাদিগের প্রতি কিছুমাত্র অসভ্যতাচরণ করিবে না।

সাইমোডা এবং উরাগা যেরূপ উর্ব্বরা স্থান এদেশ সেরূপ নহে, অন্যান্য দেশোৎপন্ন সামগ্রী আনিয়া এ দেশের লোকে ব্যবহার করে। মৃগচর্ম্ম, শুষ্ক মৎস্য, লবণ, স্যালমন মৎস্যের তৈল ও ডিম্ব প্রভৃতি যে সকল সামগ্রীর ফর্দ্দ আপনারা দিয়াছেন, তাহা অতি সামান্যরূপ এখানে মিলিবে, পরীক্ষা করিলে কোন প্রকারে ঐ সকল দ্রব্য আপনাদের ইচ্ছানুপ হইবে না, বরং অসন্তুষ্টই হইবেন। এ পর্য্যন্ত আমরা যে সকল সামগ্রী এখানে আপনাদিগকে দিয়াছি, যৎসামান্য বলিয়া তাহার মূল্য লইতে চাহি না।

কল্য আপনারা বলিয়াছিলেন সৌহার্দ্দ, সম্পর্ক স্থাপন

করিতে এখানে আপনাদের আগমন, ইটি ন্যায়পরতা বটে, উভয় পক্ষেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম, নিশ্চয় জানিবেন যাহাতে এ গুরুতর বিষয়ের প্রতি রোধ হয়, এমন কর্ম্ম আমা দগের দ্বারা কদাচ হইবে না। প্রজা শাসন করা আমাদিগের অতীব গুরুতর কর্ম্ম এ বিষয়ের অন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হওয়া কোনমতেই আমাদের উচিত নহে। আমাদিগের অধীনে যে কয়েকটি সাধারণ প্রকাশ্য অট্টালিকা আছে, তাহা আপনাদিগকে ব্যবহার করিতে দিলে আপনাদের সুবিধা হয়, কিন্তু তাহাতে ভয়ানক ফল হইবার সম্ভাবনা। অত্রস্থ মূর্খ প্রজারা, আমরা শাসনকর্ত্তা, কি আপনারা শাসনকর্ত্তা হঠাৎ ইহা বুঝিতে পারিবে না, সুতরাং ভয় পাইয়া গোলযোগ করিয়া বসিবে। তিনখানি বাড়ী দিতেই হইবে বলিয়া যদি আপনি আমাদিগকে বিশেষ অনুরোধ করেন, তবে অগত্যা আমাদিগকে দিতে হয়, কিন্তু জিজ্ঞাসা এই, এরূপ কর্ম্ম বন্ধুতা কার্য্যের নিয়মানুযায়ী কি না?।

জোকুহামাতে জেপান এবং আমেরিকার সহিত যদবধি সন্ধি হইয়াছে, তদবধি জেডোর রাজ ধর্ম্মাধিকরণ হইতে আমাদিগের নিকট সে বিষয়ে একখানি পত্র আইসে নাই, উরাগা বিষয়ে আপনারা যে কথা বলিতেছেন, সে তো আমরা আপনাদের লোক মুখে শুনিলাম, এতাবৎকাল ইহার কোন উল্লেখই শুনি নাই। সম্রাটের আজ্ঞা না লইয়া যদি আমরা স্বেচ্ছাচার করি, তবে ভবিষ্যতে তৎ ফল অতীব ভয়ানক ফল হইবে। নিশ্চয় জানিবেন, জেপান উপদ্বীপে যতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য আছে, সে সকলই সম্রাটের কর্ত্তৃত্বাধীন হয়, তাঁহার আজ্ঞার অতি-

ক্রান্ত কর্ম্ম করা কি আমাদের পক্ষে বিধেয়? এদেশের নিয়ম এই, অধীন রাজকর্ম্মচারীরা আপনাদের প্রধানে অপ্রধান তাবৎ বিষয় যুবরাজকে লিখে, যুবরাজ সম্রাটের অনুমতি লইয়া উত্তর দিয়া থাকেন। আপনারা সবংশজ ভদ্র লোক, সাইমোড়া এবং জোকুহামাতে অনেক দিন বাস করিয়াছেন, এদেশের রীতি নীতি আপনাদিগের অবিদিত নাই, তবে ভবিষ্যতে যে কর্ম্ম দ্বারা আমরা দোষী হইব, এমন কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা করেন কেন? তা যাহা হউব, আমাদের ভাগ্যে যা হবার তা হবে, কমিসনারের আজ্ঞার অপেক্ষা আমরা করিব না, ডিম্ব কুক্কুট মৎস্য হংস প্রভৃতি যে সকল খাদ্য দ্রব্য আপনাদের প্রয়োজন হয়, উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট হউক আমরা সামর্থ্যানুসারে সে সকল দ্রব্য আপনাদিগকে যোগাইব। কি গ্রাম কি নগর, পথ ঘাট হাট বাজারে আপনারা স্বেচ্ছামত যাইবেন, তাহাতে কোন ব্যক্তি আপনাদিগকে নিষেধ করিবে না। এতদ্ভিন্ন আপনকার যে কিছু আবশ্যক হয়, আমাদিগকে জানাইবেন, জানাইলে, অভাব সংপূরণ করিতে আমরা ত্রুটী করিব না, কিমধিক নিবেদন মিতি।

নিতান্তানুগত ভৃত্য।
শ্রীযেগো নাট জাই মন।
শ্রীইশুকা কম জো।
শ্রীকুডো মো গোরো।

পূর্ব্ব প্রেরিত কমোডোরের নায়েব বসতি স্থান বিষয়ে শাসন কর্ত্তার যে সকল কথা কমোডোরকে জানাইয়াছিলেন, কমোডোর তাহাতে সন্তুষ্ট হন নাই। অতএব তিনি তদ্দ্বারা পুনর্ব্বার এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন,

পথিক বা প্রবাসীলোক অল্প কালের জন্য মন্দিরের যে ভাগেআশ্রয় লয়, আমরা প্রয়োজন মতে দুই এক দিনের জন্য সেই ভাগ চাহি, তাহাতে নিত্য নৈমিত্তিক দেবার্চ্চনায় কোন ব্যাঘাত হইবে না। বহুদিনের নিমিত্ত সমস্ত মন্দির অধিকার করিতে আমাদের বাসনা নাই। শাসনকর্ত্তা পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলেন, যে, মন্দিরে আশ্রয় লইলে কমাডোর দেবার্চ্চনার প্রতি হস্তক্ষেপ করিবেন. কিন্তু এসকল কথা শুনিয়া তাঁহার পূর্ব্ব আশংসা দূর হইল, তিনি একেবারে আমেরিকান নায়েবকে কহিলেন, আপনি আজি যাউন, কল্য আমি প্রাতঃকালে মাটসমাই কাজিওকে পাঠাইয়া দিব, তিনি কমোডোরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এবিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিবেন।

এই রূপে হাকোডাডির কর্ত্তৃপক্ষের সহিত কথা বার্ত্তা শেষ হইলে. আমেরিকান জাহাজের কর্ম্মচারীরা প্রতিদিন নগরে অবতরণ করিয়া রাজ পথে স্বাধীন রূপে গমনাগমন করিতে লাগিল। গ্রামে গ্রামে দোকানে দোকানে এবং মন্দিরে মন্দিরে যাইয়া সকল বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিলে, নগরের শাসনকর্ত্তা তিনটি বাটী আমেরিকানদিগকে দিলেন। একটি কমোডোরের নিজ সচ্ছন্দের নিমিত্ত, একটি তাঁহার কর্ম্মচারিদিগের ব্যবহারের জন্য, এবং অপর একটী আমেরিকান শিল্পিকদিগের শিল্পকার্য্যের জন্য দেওয়া হইল। নগরের মধ্যভাগে প্রকাশ্য স্থানে শাসনকর্ত্তা একটি বাজার করিলেন, জেপান দেশীয় শিল্পিকেরা শিল্পনৈপুণ্য দ্বারা যে সকল উত্তমোত্তম দ্রব্যোৎপন্ন করে, তাহা আমেরিকানদিগকে ঐ বাজারে যথার্থ মূল্যে নিত্য বিক্রয় করা হইত। এতাদৃশ স্বাধীনতার

সহিত উভয় জাতির সংস্রব হওয়াতে, আমেরিকানেরা শীঘ্র হাকোডাডী এবং তন্নিবাসী লোকদিগের নিগূঢ় বৃত্তান্ত এক প্রকার জানিতে পারিলেন। এস্থলে আমরা সে বিষয়ের কিঞ্চিৎ বর্ণন করি, ক্লেশজনক সন্ধির প্রস্তাব লিখিয়া পাঠকদিগকে কিছুকাল অসন্তুষ্ট করিব না।

হেনরিউড কহিলেন বন্ধো! উত্তম কল্প হইয়াছে? সাইমোডা এবং অন্যান্য স্থানীয় লোকদিগের যে রূপ চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন, এক্ষণে সেইরূপ বর্ণন করুন, বারম্বার সন্ধির কথা বলা উচিত বোধ হইতেছে না। রিচার্ড কহিতে লাগিলেন, জেসোপদ্বীপের দক্ষিণ ভাগে হাকোডাডি অথবা হাকোডেট নামে ঐ প্রসিদ্ধ নগর আছে. উহার অর্থ সিন্দুকের দোকান, কি অভিপ্রায়ে স্থানের ঐ নাম হয়, তথাকার বহুদর্শী বিজ্ঞলোকেও তাহা বলিতে পারে না। প্রথমতঃ উহার বন্দরে প্রবেশ করিলে বাহ্য দৃষ্টিতে স্থানটি অতি মনোহর দেখায়, দীর্ঘ প্রস্থে উহার পরিমাণ প্রায় দুই ক্রোশ, তিনটি শিখর যুক্ত এক উচ্চ অন্তরীপ উহার দক্ষিণ ভাগে আছে, তদুপরিস্থিত ভূমিতে কোন শস্য ফলাদি জন্মে না। সর্ব্বদা উহা হিমানি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, কিন্তু তন্নিম্নভাগ সাতিশয় উর্ব্বরা স্থান, তাহাতে নানাবিধ শস্য ফলাদি জন্মে. অনেক প্রকাণ্ড বৃক্ষও আছে, তদ্দ্বারা সমস্ত নগর হরিৎ শোভান্বিত ছায়াযুক্ত বোধ হয়। জেপান দেশীয় শিল্পিকেরা পাহাড় পর্ব্বতের পাথর কাটিয়া ইতস্ততঃ এক একটি গৃহ খোদিত করিয়াছে, পথভ্রান্ত লোকেরা রাত্রিকালে অনায়াসে তাহাতে আশ্রয় লইয়া সচ্ছন্দে থাকি-

তে পারে, বিশেষ তত্রস্থ শ্রমোপজীবী লোকে কি পর্য্যন্ত পরিশ্রম ও বুদ্ধিশক্তি প্রকাশ করিয়া কর্ম্ম নির্ব্বাহ করে, তাহা উহাতেই প্রকাশ পায়। প্রস্তরাকর হইতে প্রস্তর উত্তোলন করিয়া তদ্দেশীয় লোকেরা সমুদ্রাদির বাঁদ, গৃহের ভিত্তি প্রভৃতি নির্ম্মান করিয়া থাকে, এজন্য তথায় প্রস্তরালয় যত আছে ইষ্টকালয় তত দৃষ্ট হয় না।

সমুদয় নগরে সহস্রাধিক বৃহৎ অট্টালিকা নাই, তাহার অধিকাংশই সারি সারি সমুদ্রের দিকে হয়, অপর যে সকল অট্টালিকা আছে, তাহাও পাহাড়ের পার্শ্বস্থিত রাজ পথ প্রান্তরবর্ত্তী হয়। জলপথে গমন করিয়া যে সকল লোক ইউরোপ খণ্ডীয় জীবরল্টর নামক মহা নগর দেখিয়াছে, তাহারা হাকডাডীর অবস্থা বাহ্য দৃষ্টি প্রভৃতি যদি সন্দর্শন করে, তবে একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া মনে করিতে পারে যে আকার প্রকারে এই হাকডাডি দ্বিতীয় জীবরল্টরের তুল্য, জীবরল্টরের পাহাড়ের নীচে ঢাল ভাবে যেরূপ বড় বড় বাটী নির্ম্মিত আছে উহাতেও সেই রূপ হয়। ঐ সুদৃঢ় নগরে ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ ভূমি ক্রমে উচ্চভাবে উত্থিত হইয়া যেরূপ উচ্চ ভূমি সলফ স্পর্শ করিয়াছে, আর তাহাতে ইংরাজদিগের দুর্গ এবং এস্পেন রাজ্য যে রূপ বিভক্ত হইয়াছে, হাকোডাডিতেও সেই রূপ সঙ্কীর্ণ একটি উচ্চভূমি আছে, যদ্দ্বারা জোসো উপদ্বীপের সীমা পৃথককৃত হয়। জীবরল্টর যেরূপ গ্রাম এবং প্রশস্ত উপসাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত, হাকোডাডিও সেই রূপ হয়। এতদ্ভিন্ন তথাকার বন উপবন উদ্যান এবং ক্ষেত্রাদির ভাব ও এক রূপ হয়, অতএব উভয় নগর সমতুল্য তুলনা করিলে উপমার কোন বৈলক্ষণ্য হয় না।

হাকডাডি নগরে যে সকল রাজ পথ আছে, তাহা প্রস্থে ত্রিশ চল্লিশ ফিটের ন্যূন নহে, মধ্যে মধ্যে এক বর্ত্ম অপর বর্ত্মের দ্বারা সংযোজিত, সকল পথই প্রস্তরময়, তাহার মধ্যভাগ উচ্চ এবং দুই পার্শ্ব নিম্ন হওয়াতে ক্ষণমাত্র জল তন্মধ্যে তিষ্ঠিতে পারে না, পড়িলেই গড়াইয়া অমনি জল প্রণালীতে পড়ে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রণালী সকল বড় বড় নরদামার সহিত সংযুক্ত, সেই নরদামা সকলের মুখ উপসাগরের সহিত সংমিলিত থাকাতে অপকৃষ্ট সকল জলই উপসাগরে পড়ে। পরিশ্রম করিয়া ঝাঁটি দিতে হয় না, হাকোডাডির লোকেরা নরদামার মুখে ঝাঁটার ন্যায় এক প্রকার যন্ত্র নির্ম্মাণ করে, ঐ যন্ত্রে পাক লাগাইলেই জল প্রণালীর দূষিত কর্দ্দম ময় বারি একেবারে বহির্গত হয়। জেপান দেশে চাকা যুক্ত গাড়ীর ব্যবহার বড় একটা নাই, লোকে হাঁটিয়াই প্রায় গমনাগমন করে, এজন্য তত্রস্থ পথ সকল শীঘ্র নষ্ট হয় না, একবার নির্ম্মাণ করিলে বহু কালের পর তাহার সংশোধন আবশ্যক হয়। নাইগোডার ন্যায় হাকোডাডী অতি পরিষ্কার স্থান, প্রতিদিন তত্রস্থ রাজবর্ত্ম এবং গলির রাস্তায় জল দেওয়া হয়, তাহাতে দূষিত উষ্ণবায়ু প্রযুক্ত লোকের স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হয় না।

জেপান দেশে শান্তিরক্ষণীয় নিয়ম বড় উত্তম নিয়ম হয়, শুদ্ধ হাকোডাডি বলিয়া নয়, সকল প্রসিদ্ধ সহরে প্রচলিত আছে, এক এক পল্লির এক এক ভদ্রলোক কর্ত্তারূপে নিযুক্ত হইয়া থাকেন, ভাল হউক বা মন্দ হউক, সে পল্লির কোন লোক যদি কোন কর্ম্ম করে, তবে তিনি তাহার দায়ী হন, পল্লিস্থ লোক সুশৃঙ্খল ও সচ্চরিত্র

হইয়া পরস্পর সদ্ব্যবহার না করিলে, তিনি রাজবিচারে অপদস্থ হন, এবং অপর এক জন সদ্বংশজ ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি তৎপদ প্রাপ্ত হয়েন। এই অবৈতনিক রাজকর্ম্মকারীদিগের কর্ম্মের সীমা নির্ণয়ার্থ এক এক পল্লি কাষ্ঠের বেড়া দ্বারা আবদ্ধ হয়, তাহাতে একটী ফটক থাকে। ফটকের সম্মুখে প্রহরী বাক্স নামে এক প্রকার বাক্স আছে, তাহাতে এক জন প্রহরী দণ্ডায়মান হইয়া এমনি চৌকি দেয়, যে পথ বা পল্লি মধ্যে কোন প্রকার উপদ্রব ঘটিতে পারে না, অগ্নির ভয় বড় ভয়, পল্লির কোন গৃহে অগ্নি সংযোগ না হইতে হইতে সে দৌড়িয়া কর্ত্তা মহাশয়কে সংবাদ দেয়, তিনি সকল লোকের সাহায্য লইয়া বিপদ নিবারণ করেন। বাণিজ্য ব্যাপারের প্রাদুর্ভাব থাকিলে নগরে বড়ই গোলমাল হয়, কিন্তু হাকোডাডিতে চুঁশব্দ মাত্র ছিল না, কারণ তথায় গো অথবা ঘোটক শকটের বিকট শব্দ নাই, যে কর্ণকুহরে তালা লাগিবে, বণিকেরা ক্রয় বিক্রয় সময়ে এ জিনিষ অপেক্ষা ও জিনীষ ভাল এমন একটি কথাও বলে না, সকল দ্রব্যের উচিত মূল্য দ্রব্যের উপরে লেখা থাকে, কলিকাতা এবং অপর সহরে বিক্রীওয়ালারা পথে পথে যেরূপ দ্রব্যের নাম ধরিয়া চেঁচায়, তথায় সেরূপ চেঁচায় না, চীৎকার করিলেই পল্লীর কর্ত্তা তাহার দণ্ড বিধান করেন। গোলমালের মধ্যে কখন কখন কেবল এই গোলমাল হয়, গোরু অথবা ঘোড়া ক্ষিপ্ত হইয়া রাজপথে গেলে, রাখাল বালকেরা চীৎকার করিয়া লোকদিগকে সাবধান করে, কোন সদ্বংশজ ধনাঢ্য ব্যক্তি পথি মধ্যে বাহির হইলে, তাঁহার অনুগামী প্রহরী রক্ষকেরা চীৎকার করিয়া লোকদিগকে

নমস্কার করিতে কহে, যে স্থানে কর্ম্মকার, স্বর্ণকার প্রভৃতি শ্রমোপজীবী লোকেরা বাস করে, তথায় মধ্যে ২ হাতুড়ী ও যাঁতার শব্দ হয়। তথাপি কোন বিদেশী লোক ঐ নগরে গেলে, উহা যে বাণিজ্যের স্থান নহে, কোনমতেই তাহার এমন বোধ হয় না, কারণ বাণিজ্য সম্পর্কীয় শত শত বোঝাই নৌকা তাহার বন্দরে লাগান আছে, বহু সংখ্যক বোঝাই ঘোঁড়া বোঝা পৃষ্ঠে লইয়া পথি মধ্যে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেছে, ভদ্রসন্তান ধনাঢ্য লোকের: অশ্বারূঢ় হইয়া কর্ম্মোপলক্ষে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন।

হাকোডাডিতে যে সকল বাটী আছে, মৃত্তিকা হইতে মাপ করিলে উচ্চে তাহা পঁচিশ ফিটের উর্দ্ধ হইবে ন, এক তালাতেই সকল কর্ম্ম হয়, দোতালা কেবল নামমাত্র, উহার উচ্চতা অত্যল্পমাত্র হওয়াতে বাসযোগ্য হয় না। গুদাম ঘরের ন্যায় উহাতে জিনিশ পত্র থাকে, এবং কখন কখন ভৃত্যেরা বাস করে। চৌরী ঘরের চালের ন্যায় সকল ঘরই উর্দ্ধ নিম্ন, তদুপরিভাগে জল ভরা অনেক কাষ্ঠের টব এবং কলসী প্রভৃতি থাকে, অগ্নি লাগিলে ঐ সমুদায় জল ছিটাইয়া তাহারা অগ্নি নিবারণ করে। সমুদায় ঘরের ছাদই খড় দ্বারা নির্ম্মিত হয়, অত্যল্প মাত্র মৃণ্ময় টাইলে আচ্ছাদিত হয়। দরিদ্র লোকেরা অতি জঘন্য কুড়িয়া ঘরে বাস করে, তাহার চাল ঘাস এবং পাতা দিয়া ঢাকা থাকে। কাকে কখন কখন তাহাতে ফলাদি ভোজন করে বলিয়া তদুপরি নানা প্রকার গাছ জন্মায়। প্রাচীর ছাদ প্রভৃতি অনেকাংশে তাহারা কাষ্ঠ ব্যবহার করে, কিন্তু রঙ্গ দেওয়া পদ্ধতি তাহাদের দেশে নাই সুতরাং হাকোডাডির বাটি বায়ু জল সিক্ত হওয়াতে

অল্প দিনের মধ্যে সমুদায় কাষ্ঠ জীর্ণ হইয়া যায়, তাহাতে সকল বাটীই ভগ্নাবস্থা দেখায়, অধিক কি, হাকোডাডিকে দেখিলে যত প্রাচীন সহর দেখায়, বাস্তবিক উহা তত প্রাচীন নহে।

দোকানে কি কি সামগ্রী পাওয়া যায়, ক্রেতাদিগকে ইহা দেখাইবার জন্য হাকোডাডির লোকেরা দোকানের সম্মুখভাগ খোলা রাখে, কিন্তু বড় বড় বণিকেরা এরূপ করে না, মধ্যে মধ্যে বাঁশের বেড়া দিয়া লোকের দৃষ্টি রোধ করে। সকল বাটীরই প্রবেশ দ্বারের উপরিভাগে এক একটী দেব মূর্ত্তি থাকে, মূর্ত্তির সম্মুখে হয় তাম্র পাত্রে খোদা, না হয় প্রস্তরাদিতে খোদিত এক একটী প্রার্থনা আছে, অগ্নিদাহ প্রভৃতি অশুভ ঘটনা দূর করণার্থ উহা মঙ্গলের চিহ্ন হয়।

ভোজন কালে চীনদিগের ন্যায় হাকোডাডির লোকেরা সচরাচর বাটী বকুন টিনের বাসন কাঠি এবং মাটির চামচ ব্যবহার করিয়া থাকে। দুগ্ধপোষ্য ক্ষুধিত শিশুদিগের ন্যায় তাহারা ঝোল পানে বড়ই রত, দুটী কাঠি দিয়া প্রথমতঃ তাহারা ঝোলে ভাসা মাছ ও তরকারি তুলিয়া খায়, পরে চুমক দিয়া ঝোল পান করে। তাহাদের চা প্রস্তুত করণীয় পাত্র রৌপ্য, তাম্র, পিত্তল বা মৃণ্ময়, তাহা রন্ধন শালায় নিয়ত পাথুরিয়া কয়লার অগ্নিতে বসান থাকে, দর্শক আইলেই অমনি নূতন চা আনিয়া তাহাকে পান করিতে দেয়। কারণ বঙ্গ দেশে সমাগত ব্যক্তিদিগকে তমাক দিয়া অভ্যর্থনা করা যেরূপ নিয়ম আছে, সে দেশে চা দেওয়া সেইরূপ পদ্ধতি হয়। সভ্য দেশের লোকেরা চাতে যেরূপ দুগ্ধ ও চিনি দিয়া সুস্বাদ যুক্ত

করে, সে দেশের লোকেরা সেরূপ করে না, মিষ্টতাহীন চা তাহারা প্রায় খাইয়া থাকে। নিরন্তর শীতল বায়ু প্রযুক্ত হাকোডাডির লোকেরা বড়ই ক্লেশ পায়, ধনাঢ্য লোকদিগকে বড় একটা বাহিরে যাইতে হয় না, পশমের উষ্ণ বস্ত্র প্রায় ব্যবহার করে. কিন্তু দরিদ্রদিগকে প্রায় সর্ব্বদা বাটীর বহির্ভাগে কর্ম্ম করিতে হয়; বস্ত্রেরও পারিপাট্য নাই. একারণ শীত তাহাদিগকে অধিক লাগে। শীত নিবারণের নিমিত্ত তাহারা মধ্যে মধ্যে আপনাদের জঘন্য কুড়িয়া ঘরের ভিতর গিয়া অগ্নি সেবন করত শরীর উষ্ণ করে। ধূম বাহির হইবার পথ চিমনী থাকে না বলিয়া সে ঘরে এমনি ধোঁয়া হয়, যে প্রবেশ করিবামাত্র অজস্র অশ্রুবারি নির্গত হইতে থাকে। মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র শ্রেণীর লোকদিগের শয়ন গৃহের মধ্যভাগে অগ্নি স্থাপিত থাকে, সেই অগ্নিতে শুদ্ধ তাহারা শরীর উষ্ণ করে না, তাহাদের চার জল এবং সাকিনামক মদ্য উষ্ণ হয়, এবং অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতি খাদ্যও প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু ধনাঢ্য লোকদিগের বাটীতে পৃথক একটি রন্ধন শালা থাকে, ফরাসি লোকেরা তাপ ব্যাপ্ত করনার্থ যে রূপ উনান ব্যবহার করে, উহারাও সেই রূপ উনানে ভোজন সামগ্রী প্রস্তুত করে, কেবল কয়লার পরিবর্ত্তে কাষ্ঠ জ্বালান তথায় পদ্ধতি হয়, মহার্ঘ বলিয়া অধিক কাষ্ঠ তাঁহারা ব্যবহার করেন না, অল্পেতেই রন্ধন কর্ম্ম পর্য্যবশান করে।

হাকোডাডি নিবাসী প্রধান লোকদিগের সুখসচ্ছন্দের নিমিত্ত সহরের প্রান্তভাগে পল্লী গ্রামস্থিত এক একটি বাগান বাটী আছে, ঐ বাটীর গঠনে কোন চমৎকারিতা নাই বটে, কিন্তু ভদ্র লোকদিগের সাধারণ বসতবাটী অপেক্ষা

তাহা অধিক প্রশস্ত, যাহার যে রূপ ধন এবং সুখ অনুরাগ, তিনি তাহাতে তদ্রূপ মনোহর রম্য ভূমি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। ঐ বাগানে নানাবিধ ফলের বৃক্ষ উৎপাদিত হয়, হরিদ্বর্ণ ক্ষুদ্র বৃক্ষের ঝোপের দ্বারা তাহার বেড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে, আর মধ্যে মধ্যে বেড়াইবার নিমিত্ত তাহাতে যে সকল পথ প্রস্তুত হয়, তাহার দুই পার্শ্বে পরম সুন্দর পুষ্প বৃক্ষের শ্রেণী শোভা পায়, প্রাচীরের ধারে কাষ্ঠের বেড়া দিয়া তদুপরি লতা তুলিয়া দেয়, লতাতে সুগন্ধ যুক্ত এমনি পুষ্প হয় যে তদ্গন্ধেই সমস্ত বাটী আমোদিত করে। এতদ্দর্শনে সপ্রমাণীকৃত হইতেছে, যে সুসভ্য জাতীয় ধনাঢ্য লোকেরা জীবনের সুখসচ্ছন্দ যেমন সম্ভোগ করে, জেপানীয় মান্যলোকেরাও সেই রূপ করিয়া থাকে।

দরিদ্র লোকদিগের প্রয়োজনোপযোগী হাকোডাডির দোকানে অল্পমূল্যের দ্রব্যই অনেক থাকে। সে সকল দ্রব্য এই, মোটা অথচ ঘনবস্ত্র, অপকৃষ্ট রেশমী কাপড়, সমান্য মৃণ্ময় চিন দেশীয় বাসন পিয়ালা বকুনা ভোজন কাটি সুলভ ছুরি কাঁটা ইত্যাদি, লোম চামড়া সূক্ষ্ম বস্ত্র সুপরিষ্কৃত কাচের বাসন কিম্বা তাম্র পাত্র প্রায় দেখা যায় না, পুস্তকের দোকান কদাচিত দেখা যায়, খাদ্যসামগ্রীর দোকানে চাল ধান যব গোম শুষ্কমৎস্য শুষ্কঘাস লুন চিনি সাকি শর্ষপ কয়লা নানা প্রকার আলু এবং ময়দা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। সমস্ত সহরে সাধারণ লোকের ব্যবহার যোগ্য হাট বাজার নাই, লোকে গো মেষ শূকরাদির মাংস ভোজন করে না বলিয়া তথায় এ সকল সামগ্রী বড়ই দুষ্প্রাপ্য হয়। ব্যঞ্জনের সামগ্রী শীম এবং তণ্ডুলের গুড়া সামান্য ব্যবসায়ীরা মাথায় করিয়া পাড়ায় পাড়ায় বেচে, সাধারণ

লোকে অধিক মাত্রায় এসকল সামগ্রী ক্রয় করে, কারণ উহা তাহাদের প্রধান জীবিকা হয়।

চীন বা জেপানী অক্ষরে দোকানের জানালায় যে সকল চিহ্ন লেখা থাকে, তাহাতেই উহা কিসের দোকান অনায়াসে চেনা যায়। আমেরিকানেরা প্রথমে যখন তাহাদের দোকানে গিয়া দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন দোকানদারেরা সুপ্রসন্ন বদনে তাহাদিগকে দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করে না, যেন কিছু সলজ্জ হইয়াছিল, কিন্তু ক্রমে বিদেশীদিগের সহিত আলাপ পরিচয় হইলে তাহাদের পূর্ব্বভাব দূর হইল, বিশেষ কর্ম্মদক্ষতা প্রকাশ করিয়া তাহারা কর্ম্ম করিতে লাগিল, আমেরিকানেরা দোকানে গেলেই তাহারা তাড়াতাড়ি যাইয়া দোকানের সমস্ত দেরাজ খুলিয়া দিত, তন্মধ্যে যে যে সামগ্রী তাহাদের মনোনীত হইত তাহা লইত। আপনাদের মর্যাদা রক্ষণে তাহারা ভিতরে যাইতে দিতনা, গেলে অত্যন্ত ব্যক্ত হইত, সকল সামগ্রীরই নির্দ্ধারিত মূল্য ছিল, মূল্য ন্যূন করিতে চেষ্টা করা বৃথা চেষ্টা মাত্র, করিলে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া তাহারা সচরাচর কটুবাক্য কহিত।

হাকোডাডি নগর চারিদিগ আবদ্ধ বলিয়া তন্মধ্যে শত্রু পক্ষের প্রবেশ পথছিলনা, একারণ তাহার রক্ষণ জন্য দুর্গের আবশ্যক হয় নাই। তবে সৈন্যদিগের বাসের জন্য কেবল তাহাতে মৃণ্ময় বাটীছিল. বাণিজ্য এবং মৎস্য ধরণের দ্বারা তএস্থ বহুসংখ্যক লোক প্রতি পালিত হয়। যেডো, মাটস্মাই এবং অন্যান্য অনেক স্থান তাহাদিগের বাণিজ্য কার্য্য হইয়া থাকে, তাহারা স্বদেশ হইতে

শুঙ্ক এবং লোম। মৎস্য, পাথুরিয়া কয়লা, হরিণ শৃঙ্গ, গুড়ি-কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্রব্য লইয়া যায়, আর তৎপরিবর্ত্তে সাইকক কুইসিন এবং নাইফন প্রভৃতি স্থান হইতে চাউল, চিনি, চা, আলু, তামাক, সুতার কাপড়, রেশম, কাঁচের বাসন, ও ছুরি কাঁটা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল আনয়ন করে। কমডোর হাকোডাডিতে যে অত্যপকাল ছিলেন, প্রায় নিত্যই দেখিয়াছেন একশত অপেক্ষা অধিক বড় বড় নৌকা দক্ষিণ সমুদ্রে যায়, গিয়া সমুদ্রোৎপন্ন সামগ্রী লইয়া আইসে, সময়ানুসারে ঐ নৌকার সঙ্খ্যা বৃদ্ধি হইয়া সহস্র পর্য্যন্ত হয়। আমেরিকানেরা হাকোডাডিতে এক খানিও যুদ্ধ তরণি দেখে নাই, বোধ হয় দেশে বহুকাল যুদ্ধ ঘটে নাই বলিয়া এই অবস্থা হইয়া থাকিবে, যত বড নৌকা হউক না কেন, সকল নৌকাই দাঁড় এবং হাইল দ্বারা বাহিত হইয়া থাকে। হাকোডাডির উপসগারে নানা বিধ উত্তমোত্তম মৎস্য পাওয়া যায়, আমেরিকান নাবিকেরা প্রতিদিন সালমন প্রভৃতি সুখাদ্য মৎস্য ধরিত, তাহাতে তাহাদের মাংসের বড় একটা প্রয়োজন হইত না, যথেষ্ট মৎস্য খাইয়া তাহারা সাতিশয় পরিতৃপ্ত হইত।

যে কয়জন আমেরিকান শিকারা হাকোডাডিতে শিকার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, বন্য হাঁস বটুয়া পক্ষি টিটির কাদাখোঁচা প্রভৃতি কএক জীব তাহারা যথেষ্ট শিকার করিয়া আনিতেন, খেঁকসিয়ালী বন্যশূকর হরিণ এবং ভল্লুক তথায় কদাচিত শিকার করা গিয়া থাকে। যেপান দেশীয় লোকেরা খেঁকশিয়ালীকে শয়তানের অনুচর বোধ করে, উহা যেখানে যায় সেই খানেই বিপদ

উপস্থিত হয়, এই বিবেচনায় তাহারা ঐ দুর্ব্বল জন্তুকে দেখিতে পাইলে প্রাণ বধ না করিয়া ক্ষান্ত হয় না।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে হাকোডাডির লোকেরা সামুদ্রিক কর্ম্মে প্রায় সচরাচর নিযুক্ত থাকে, কিন্তু নগর মধ্যে সকল শ্রেণী সকল অবস্থা এবং সর্ব্ব প্রকার ব্যবসায়েরই লোক দেখা যায়। সুসাধ্য হস্তকৃত কর্ম্মে তাহারা বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকে, যদিও তাহাদের অস্ত্রাদি উত্তম নহে, কল বা যন্ত্রের কর্ম্মে বিশেষ পারদর্শিতা নাই, তথাপি বুদ্ধি দ্বারা হস্তে তাহারা যে সকল কার্য্য করে, বিবেচনা করিলে তাহা অত্যাশ্চর্য্য হয়। ধরণীমণ্ডলে যে২ জাতি কল্পনা শক্তি দ্বারা নূতন২ কর্ম্ম করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছে, জেপানদিগের কল্পনা শক্তি তাহাদের অপেক্ষা কোন মতেই ন্যূন নহে। অপূর্ব্ব দৃষ্ট অপর জাতির কোন অভিনব কর্ম্ম দেখিলে তাহাদের অত্যন্ত কৌতূহল জন্মে, কিরূপে তাহা প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা শিখিবার নিমিত্ত তাহারা যে সাতিশয় ব্যগ্র হয়, শিখিয়া আপনাদের ব্যবহারোপযোগি করিতে যে চেষ্টা পায়, ইহাই তাহাদের উৎকর্ষ লাভের প্রধান লক্ষণ। শ্রমোপজীবী শিল্পিক লোকদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ জেপান গবর্ণমেণ্ট কোন উপায় করুণ বা না করুণ, তাহাদিগের যে স্বাভাবিক উৎকর্ষ লাভেচ্ছা ক্রমে তাহারা অন্যান্য জাতির ন্যায় উৎকৃষ্ট শিল্পিক হইবেক, তাহার কোন সন্দেহ নাই। একবার যদি তাহারা ইউরোপ খণ্ডীয় লোকদের ন্যায় শিল্প শাস্ত্র শিক্ষা করিতে পায়, তবে ভবিষ্যতে তাহারা উত্তম কারিকর হয়, পরীক্ষায় অপর কোন দেশীয় শিল্পিক তাহাদিগকে পরাভব

ধরিতে পারে না। কারণ উপদেশ না পাইয়াও শুদ্ধ বুদ্ধিবলে তাহারা যে গৃহের দ্বার জানালা নির্ম্মাণ করে, সে অতি চমৎকার, এমনি সুচিক্কণরূপে পালিস করে যে আয়নার ন্যায় কাষ্ঠে মুখ দেখা যায়, কোথায় কি যোড আছে তাহাত অনুভবই হয় না। সুত্রধরদিগের কথা যেরূপ বলিলাম জেপান দেশীয় ভাস্করেরাও সেইরূপ, প্রস্তরাদিতে কারিগরি করিয়া তাহারা যে বুদ্ধি কৌশল প্রকাশ করে, তদ্দর্শনে সুশিক্ষিত ভাস্করদিগকে লজ্জিত হইতে হয়, কেবল ইহাদের গুণে সে দেশের গাথনি বহুকাল স্থায়ী হইয়া থাকে, নতুবা নির্ম্মাণের যে ভাব তাহা অল্পদিনেই পড়িয়া যাইত।

হাকোডাডি নিবাসী পিপা নির্ম্মাণকারী কুপার মিস্ত্রীরাও কর্ম্মক্ষম হয় ক্ষণমাত্রে তাহারা শুষ্ক এবং লোণারসের পিপা নির্ম্মান করিয়া থাকে। এই পিপা সকলের নিম্নভাগ সংকীর্ণ ও উপরিভাগ কোন ন, বাঁশের বাকারি দিয়া এমনি বুদ্ধি কৌশলে তাহারা উহা বদ্ধ করে যে, বিন্দুমাত্র জল ফুলিয়া উঠিয়া তন্মধ্য হইতে নিঃসরণ হয় না। ধাতু হইতে নিত্য ব্যবহারের সামগ্রী এবং অলঙ্কার প্রস্তুত করে, জেপানে এমন অনেক লোক আছে, বিশেষ লোহার কর্ম্ম তাহারা ভাল রূপ জানে, কমোডোর এক খানি তরবারির বাঁট দেখিয়া ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন। পরন্তু হাকোডাডিতে সামান্য ব্যবহারের জিনিশ যে ছুরি কাঁচি বিক্রয় হয়, তাহা কোন মতেই উত্তম নহে, আমেরিকান জাহাজের একজন নাপিত নগর হইতে একখানি ক্ষুর কিনিয়া আনিয়াছিল, সে ক্ষুর খানিতে চুলতো কাটিত না এবং কাটা যায় এমন উপায় ও ছিল না।

জেপানীয় কর্মকারেরা অগ্নি প্রস্তুত করণ জন্য যে জাঁতা ব্যবহার করে তাহা অতি আশ্চর্য্য, চারিটি বায়ু কূপযুক্ত উহা একটা কাষ্ঠের বাক্স, তদভ্যন্তরস্থ লৌহ শলাকা টানিলেই তাহার দুই দিককার দুই ছিদ্র হইতে বায়ু নির্গত হয়।

হাকোডাডির দোকানে জেপান দেশীয় নানা কারখানার উৎপাদিত নানা সামগ্রী আমেরিকানেরা দেখিয়াছিল বটে, কিন্তু কোন স্থানে শিল্প বিদ্যা সংক্রান্ত যে অত্যুৎকৃষ্ট কর্ম্ম হইতেছে ইহা তাহাদের নয়নগোচর হয় নাই। লোমে বাদলা-বসাইয়া যে বিচিত্র বস্ত্র প্রস্তুত করা যায়, তদ্রস্থ সাধারণ লোকে ইহা বিদিত নহে, আমেরিকানদিগের পরিচ্ছদে বাদলার কর্ম্ম দেখিলে তাহারা সাতিসয় কৌতুহল প্রকাশ করিয়া তাহা পরীক্ষা করিত। নীচজাতি মাত্রেই তুলার মোটা কাপড় ব্যবহার করে, কোন তন্তুবায় সে কাপড় প্রস্তুত করে না, যাহার যে প্রয়োজন সে তাহা আপন ঘরেই প্রস্তুত করে। জেপানদেশীয় স্ত্রীলোকমাত্রেই তাঁত চরকা টাকু ও মাকু প্রভৃতি সূতা এবং কাপড় করণীয় যন্ত্রের ব্যবহার বিশেষরূপ জানে, ঘর দ্বার পরিষ্কার এবং রন্ধনাদি করা তাহাদের যেমন নিত্য কর্ম্ম, তেমনি সূতাকাটা এবং বস্ত্র প্রস্তুতকরা তাহাদের নিত্য কর্ম্মের মধ্যে হয়। কখন২ তাহারা বস্ত্রে রঙ্গ লাগায় বটে, কিন্তু রীতিমত রঙ্গ করিতে জানে না বলিয়া তাহাদিগের রঙ্গীন বস্ত্র বহুকাল স্থায়ী হয় না, ধৌত করিলেই উঠিয়া যায়। ছিট রেশমী এবং বুটাদার সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রভৃতি উত্তম কাপড় জেপানে যাহা প্রস্তুত হয়, তাহার ওসার এক হস্তের উর্দ্ধ হয় না। ইউরোপীয় বা আমেরিকান লোক-

দিগের পক্ষে তাহা উপযুক্ত নহে। কারণ তদ্দেশীয় উত্তম রেশমী কাপড়মাত্রেই প্রায় বহু মুল্য এবং ভারি, তুলনায় কথাগত বিলাতি কিম্খাপ ও বুটাদার চিক্কণ কাপড়ের ন্যায় হইতে পারে বটে, পরন্তু কিছু শক্ত হওয়াতে তাহার নমনীয় গুণ বড় একটা থাকে না। সমস্ত জেপান ভূমিতে এই কাপড় সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য, ইহার টানা রেশম এবং পড়েন স্বর্ণ সূত্রের হওয়াতে দেখিতে ইহা বড়ই সুন্দর হয়। জেপানে যে সকল ব্যক্তি উচ্চ রাজপদাভিষিক্ত, তাঁহারাই ইহা পরিধান করেন, বিত্ত থাকিলেও অপর লোক ইহা পরিতে পারে না। বহুমূল্যে এরূপ কাপড় প্রায় বিক্রয় হয়, কিন্তু প্রতি গজ পনের টাকার হিসাবে দিয়া একবার একজন আমেরিকান দেড়শত টাকায় একটা দশগজ থান ক্রয় করিয়াছিল। জেপানীদিগের ছিটের বর্ণ বড় একটা ঘোরাল নহে, এজন্য ভদ্র লোকেরা ইহাতে প্রায় শয়নোপবেশনের আসন ঢাকা দেয়, এবং জানালার পরদাও করিয়া থাকে।

জেপানীদিগের চিত্র কর্ম্মের বিশেষ নৈপুণ্য বিষয়ে ইতিহাসে অনেক কথা লেখা আছে, একবার কমোডোর হাকোডাডির বাজারে একখানি চিত্র পুস্তক পাইয়াছিলেন, কাষ্ঠ খোদিত আদর্শ হইতে সেই সমুদায় চিত্র প্রস্তুত, যুবরাজ হায়েসাই স্ব হস্তে তুলিকা ধরিয়া প্রথমে উহার চিত্র প্রকাশ করেন। ঘোটক জাতি কোন অবস্থায় কিরূপ অঙ্গ ভঙ্গিমা করে, চিত্র পুস্তকের সকল চিত্রগুলিই এই ভাবাপন্ন, যেখানে যেরূপ প্রাকৃতিক ভাব থাকা উচিত, সেখানে সেইরূপ ভাব এমনি প্রকাশ করা

হইয়াছিল যে, কমোডোর তদ্দর্শনে সাতিশয় আশ্চর্য্যাবিষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, আসিয়া খণ্ডের মধ্যে লোকে যে এমন চিত্র করিতে পারে, পূর্ব্বে আমি একদিনও এমন বিবেচনা করি নাই।

আমেরিকানদিগের সমভিব্যাহারে রেভরেণ্ড জোন্স নামা একজন ধর্ম্মোপদেশক হাকোডাডিতে ছিলেন। এক দিন খানকএক যবনিকা চিত্র করণে তাহার প্রয়োজন হয়, তাহাতে তিনি জেপানদেশীয় একজন চিত্রকরকে নিযুক্ত করেন। সে ব্যক্তি যখন কর্ম্ম করে তখন পাদ্রীসাহেব তাহার সম্মুখে বসিয়া তাহা দেখিতে লাগিলেন। অন্যান্য চিত্রকরেরা পূর্ব্বে যেরূপ আদর্শ করিয়া চিত্র কার্য্য আরম্ভ করে, সে ব্যক্তি সেরূপ করিল না, একেবারে পরদার উপর জাহাজ বাড়ী ঘোটকাদি পশু বৃক্ষ এবং পক্ষী সকল আশ্চর্য্য নৈপুণ্যের কহিত চিত্র করিতে লাগিল। কর্ম্ম সত্বর হইবে বলিয়া এক হস্তে সে কখনং দুইটি তুলিকা ধরিয়া বৃক্ষলতাদির শাখা প্রশাখা টানিতে লাগিল, উহা অত্যুৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম কর্ম্ম নহে বটে, কিন্তু ইংলণ্ড বা আমেরিকার কোন স্থানে তাদৃশ কর্ম্ম অত শীঘ্র কুত্রাপি হয় না; আসিয়ার তো কথাই নাই। পাদ্রীসাহেব তদ্দর্শনে সাতিশয় আশ্চর্য্যাবিষ্ট হইয়াছিলেন। ধর্ম্মোপদেশক জোন্সসাহেব আরো লিখিয়াছেন, প্রথমে আমরা যখন জেপান যাত্রাকরি, তখন জেপানীয়েরা আমাদিগের বাষ্পীয় জাহাজ ও তৎকার্য্য দর্শনে একেবারে বিমোহিত হইয়াছিল, চিত্রকরেরা সুযোগ পাইলে বাষ্প যন্ত্র ও তাহার কোন স্থানে কি কর্ম্ম হয়, পেনসিল দ্বারা তাহার আদর্শ লইত। জেপান

উপদ্বীপে দ্বিতীয় যাত্রা কালীন আমরা গিয়া দেখি, পুনঃ২ আলোচনা করিয়া তাহারা এমনি বাষ্পীয় জাহাজ চিত্র করিয়াছে যে তাহার কোন স্থানে কোন ত্রুটী হয় নাই, যেখানে যেরূপ করিতে হয়, সেখানে সেইরূপ করিয়াছে। জেপানী চিত্রনৈপুণ্যের আদর্শ স্বরূপ এচিত্র খানি আমি টাকাদিয়া ক্রয় করিতে চাহিলাম, কিন্তু তদধিকারী কোন প্রকারে আমাকে বিক্রয় করিল না।

ধর্ম্ম সংক্রান্ত ভাস্করীয় খোদিত কর্ম্ম জেপানে অনেক দেখা যায়, কি মন্দির কি মঠ কি পথের পার্শ্বে, প্রস্তর ধাতু এবং কাষ্ঠের প্রতিমা সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল দেবমূর্ত্তিতে হস্তকৃত কর্ম্মপটুতা প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত শিল্প বিদ্যার কর্ম্ম উহাকে কখনই বলা যাইতে পারে না। পরন্তু একটি আশ্চর্য্য এই, কাষ্ঠ ছেদন করিয়া জেপানী শিল্পিকেরা যে সকল প্রাকৃতিক পদার্থ যথা পশু পক্ষী অথবা বৃক্ষাদির প্রতিমূর্ত্তি করে, তাহার ভাব প্রায় সত্য হয়। বৃহদ্বাটী এবং মন্দির সকলের স্তম্ভ এবং কারনিশের উপর তাহারা যে সারস পক্ষী, কচ্ছপ এবং মৎস্যাদির প্রতিমূর্ত্তি করে, তাহা দেখিতে অতি সুন্দর হয়, স্বাভাবিক ভাবের ব্যত্যয় হয় না বলিয়া লোকে তাহার বড়ই প্রশংসা করে।

আমেরিকানেরা সাইমোডা এবং হাকো ডাডিতে একটিও মুদ্রা যন্ত্র দর্শন করেন নাই, কিন্তু তত্রস্থ দোকানে অনেক পুস্তক বিক্রয় হইয়া থাকে, ঐ সকল পুস্তকের মূল্য অতি সুলভ, সাধারণ পাঠকবর্গের পাঠোপযোগী বলিয়া রমণীয় গল্পচ্ছলে ইতিহাসাদি সকল বিষয় লেখা হইয়া থাকে। কি ছোট কি বড় কি মধ্যবিত্ত, লেখা পড়া জানে

না এমন লোক জেপানে নাই, বুদ্ধিবৃত্তি প্রার্থনা করণে সকলেই উৎসুক, এজন্য ঐ সকল পুস্তক বাহুল্যরূপে তথায় বিক্রয় হয়, তাহাতে গ্রন্থ কারেরা বিশেষরূপে উৎসাহ প্রাপ্ত হন। সমস্ত জেপান উপদ্বীপে বিদ্যাশিক্ষা এমনি প্রবলতররূপে প্রচলিত যে, কি স্ত্রী কি পুরুষ সুশিক্ষা দ্বারা বুদ্ধি বৃত্তি সুমার্জ্জিত করণে সকলেরই অধিকার আছে, তন্নিকটবর্ত্তী চীন দেশীয় স্ত্রীজাতি যেরূপ বিদ্যা-রসে বঞ্চিতা, জেপানে সেরূপ নয়, ঐ কুৎসিত প্রথার সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্ট হইয়া থাকে। কারণ জেপানবাসিনী কামিনীগণ শুদ্ধ স্ত্রীলোকদিগের প্রযোজনীয় সামান্যরূপ বিদ্যাশিক্ষা করে না, ভদ্র বংশজা অনেকেই দেশীয় সাহিত্য বিদ্যায় সম্পূর্ণপারদর্শিনী হন। আমেরিকান-দিগের সহিত যে সকল জেপানী ভদ্র লোকের আলাপ পরিচয়াদি হইয়া ছিল, তাহারা শুদ্ধ যে স্বদেশীয় বৃত্তান্ত জানিতেন এমন নহে, ভূগোল, পদার্থ বিদ্যা এবং অন্যান্য দেশের ইতিহাস সকলি কিছু কিছু জানিতেন। যদিও জেপান, পৃথিবীমণ্ডলের অন্যান্য দেশের সহিত বড় একটা সম্পর্ক রাখে না, তথাপি এমনি প্রশ্ন কখন কখন তা-হারা প্রস্তাব ও ব্যাখ্যা করিত, যে আমেরিকানেরা তৎ-শ্রবণে সাতিশয় আশ্চর্য্যাবিষ্ট হইত। কি সে তাহাদের এরূপ জ্ঞান হইয়াছে, আমেরিকানেরা এবিষয়ের অনুসন্ধান লইয়াছিল, তাহাতে জানিতে পারিল, প্রতি বৎসর ইউ-রোপ খণ্ডে সাহিত্য পদার্থ শিল্প এবং রাজনীতি বিষয়ে যে সকল সাময়িক প্রকাশিত পুস্তক হয়, নেগাসকাইবাসী ওলন্দাজদিগের দ্বারা তাহা সময়ে সময়ে জেপান উপদ্বীপে আনীত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে যে সকল বিষয় অত্যুৎকৃষ্ট,

সুপণ্ডিত লোক দ্বারা তাহা অনুবাদিত হইয়া মুদ্রিত হয়, পরে রাজ্যের স্থানে স্থানে বিক্রয়ার্থ বিতরিত হইয়া থাকে। কমোডোর পেরির জেপান দর্শনের পূর্ব্বে তাহারা লৌহবর্ত্ম, বৈদ্যুতিক বার্ত্তাবাহ, বাষ্পীয় জাহাজ প্রভৃতি অসীম জ্ঞান গর্ব্ভ বিষয় সকল কখন দেখে নাই বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ে মোটা মোটি জ্ঞান এক প্রকার তাহাদের বিলক্ষণ ছিল। কথোপ কথন কালে ইউরোপের তুমূল যুদ্ধ, আমেরিকান রাজবিপ্লব, সেনাপতি ওয়াসিংটন এবং বোনাপার্টের কথা তাহারা এমনি কহিত, স্বচক্ষে যাহারা সে সকল বিষয় দর্শন করিয়াছে, তাহারাও তেমন করিয়া বলিতে সক্ষম হইত না।

জেপানী লোকেরা কঠীন পরিশ্রম করিয়া থাকে বটে, কিন্তু কোন পর্ব্বোপলক্ষে অবকাশ প্রাপ্ত হইলে, অথবা সন্ধ্যার সময় কর্ম্মস্থান হইতে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, নানা ক্রীড়া ও আমোদ আহ্লাদ করে। একদিন রেভরেণ্ড জোন্স সাহেব গ্রীন নামা এক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া রাজপথে পদ সঞ্চালন করিয়া বেড়াইতে ছিলেন, এমত সময়ে হঠাৎ এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গেল, তাহাতে তাঁহারা দৌড়াদৌড়ি গিয়া পার্শ্ববর্ত্তী একটি গৃহে আশ্রয় লইলেন। সে গৃহটি পথরক্ষক প্রহরীদিগের বাসস্থান, তথায় প্রবেশ করিয়া তাঁহারা দেখিলেন, যে, জনকয়েক ব্যক্তি শতরঞ্চ খেলারন্যায় এক প্রকার ক্রীড়া করিতেছে। পাদ্রী সাহেব তদ্দর্শনে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া ক্ষণকাল তথায় বসিয়া দোভাষী দ্বারা তদ্বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, পরে দণ্ডেকের মধ্যে তাহার গূঢ়ত্ব বুঝিয়া লইলেন। জেপানীরা সে খেলাকে শোহোয়ি খেলা বলে, এবং অপর

সাধারণ সকলেই তাহা সাতিশয় ভাল বাসে। এতদ্ব্যতীত তাহারা তাস ক্রীড়াও করে, কিন্তু সে তাস কাগজের নহে, পশু-শৃঙ্গ হস্তীর দন্ত অথবা অস্থি দ্বারা তাহা নির্ম্মিত হয়। ইউরোপীয় বালকেরা শ্বেত বা কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরময় ভাঁটাতে যেরূপ ভাঁটা খেলা করে, জেপানীয় বালকেরা সেইরূপ এক প্রকার গোলা খেলায়। তাহা দেখিয়া আমেরিকানদের বাল্যভাব সকল মনে উদয় হইয়াছিল, যে জাতি অন্য জাতির সহিত কোন প্রকার সংস্রব রাখে না, তাহাদের মধ্যে দূরবর্ত্তী বিদেশীয় ক্রীড়া কিরূপে প্রকাশ হইল? ইহা ভাবিয়া আমেরিকানেরা সাতিশয় আশ্চর্য্যাবিষ্ট হয়।

হাকোডাডিতে প্রবাস কালীন আমেরিকানদের দুই-জন নাবিক কিছুদিন রোগ ভোগ করিয়া কাল প্রাপ্ত হয়, তাহাতে তত্রস্থ কর্ত্তৃপক্ষ নগরের বহির্ভাগে তাহাদিগের কবরস্থান নিরূপণ করিয়া দেন। অপর শোকাবহ ব্যাপার জেপানে যেরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল, এই দুঃখজনক ব্যাপারটিও সেইরূপে নিষ্পন্ন হয়, জাহাজস্থ লোকেরা শোক প্রকাশক কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া, সকলে ধীরে ধীরে গমন করত মৃতদেহ শ্মশান ভূমিতে লইয়া গেলে, শোক সূচক বাদ্য হইতে লাগিল, বাদ্যের করুণা রসে পাষাণ চিত্ত মানবেরও অন্তঃকরণে শোক সঞ্চার হইল, অসংখ্য জেপানী একত্রিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল, কেহ কোন প্রকার শিষ্টাচারের বহির্ভূত কর্ম্ম করিল না। পাদ্রি জোন্স সাহেব করুণাস্বরে ধর্ম্মস্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। জেপানিরা তাঁহার কথা বুঝিতে পারিল না বটে, কিন্তু একান্ত শ্রদ্ধা

প্রকাশ করিয়া সমুদায় অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া দেখিতে লাগিল। সেই অবধি পাদ্রী সাহেবের প্রতি তাহাদের এমনি ভক্তি জন্মিল, যে, কোন স্থানে দেখা হইলে, তাহারা তাঁহাকে সাতিশয় মান্য করিত, বিশেষ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে প্রার্থনাকারী মনুষ্য বলিয়া ডাকিত।

একদিন জেপানীয় লোকদিগের আরাধনা কালে ধর্ম্মোপদেশক জোন্স সাহেব একটিবৌদ্ধমন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে রোমান ক্যাথোলিক দিগের গির্জ্জায় যেরূপ গিল্‌টি করা সোনার বর্ণ প্রতিমা সকল থাকে, তাহাদিগের যজ্ঞ বেদীর উপরে সেইরূপ প্রতিমা রহিয়াছে, তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি পরম সুন্দর দীপাধারে প্রদীপ জ্বলিতেছে, আর বেদীর সম্মুখ ভাগে দুইটা মোমের বাতিও প্রজ্বলিত রহিয়াছে। প্রধান বেদীর সন্নিকটে দুইটি ক্ষুদ্র বেদী, তাহাতেও ঐরূপ আলোক জ্বলিতে ছিল, পাঁচজন যাজক উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করত দেবমূর্ত্তীর সম্মুখে বসিয়া আরাধনা করিতে ছিলেন, তন্মধ্যে প্রধান যাজক ঠন ঠন শব্দে ঘণ্টা বাজাইয়া মন্ত্র পাঠ করিতে ছিলেন, আর চারি জন ক্ষুদ্র ঢাক বাজাইয়া সুস্বরে তাল মান রাখিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে স্তোত্র পাঠ করিতে ছিলেন। এই কর্ম্ম শেষ হইলে, তাহারা অষ্টাঙ্গে দেব মূর্ত্তি সকলকে প্রণিপাত করিয়া অপর দুই বেদীতে গেল, গয়া যথাবিধানে বলি হোমাদি প্রদান করিল, আর বিজির ২ করিয়া কি মন্ত্র পড়িতে লাগিল। পাদ্রি সাহেব এক দৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাদের দেবার্চ্চনার নিয়ম দেখিতে ছিলেন, পূজা শেষ হইলে একজন যাজক পাদ্রী সাহেবের সম্মুখে আসিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা বৌদ্ধের প্রতিমাকে

দেখাইয়া কহিলেন, তোমাদের দেশে এরূপ প্রতিমাকে কি বলে? তাহাতে খৃষ্টান ধর্ম্মোপদেশক উত্তর করিলেন, "নেই" অর্থাৎ আমরা এমন দেব মূর্ত্তির আরাধনা করি না। যাজক যজ্ঞ বেদী দেখাইয়া পূর্ব্ববৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, পাদ্রী সাহেবও পূর্ব্ববৎ উত্তর দিলেন। ধর্ম্মোপদেশক এই কথার পর স্ব স্থানে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতে ছিলেন, এমত সময়ে আর একজন যাজক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, মহাশয়! আমেরিকা খণ্ডের লোকেরা প্রার্থনা করে কি না? জোন্স সাহেব ইহাতে প্রফুল্ল চিত্ত হইয়া হাঁটু পাতিয়া বসিলেন, আর ঊর্দ্ধমুখে নয়ন মুদ্রিত করিয়া করযোড় পূর্ব্বক এক দৃষ্টে স্বর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। এই চিহ্ন দ্বারা জেপানীরা বুঝিতে পারিল, যে, আমেরিকানেরা সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বরের আরাধনা করে, অতএব যাজক সসম্ভ্রমে তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি তোমরা "টিয়েনের" আরাধনা কর, (জেপানী ভাষায় টিয়েন শব্দে ঈশ্বর এবং স্বর্গ বুঝায়) ইহাতে পাদ্রী সাহেব অঙ্গ ভঙ্গী দ্বারা উত্তর করিলেন, আমরা টিয়েন ব্যতীত অন্য কাহারও আরাধনা করি না। গমন কালে জোন্স সাহেব মনে মনে প্রার্থনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে ঈশ্বর! জেপানীদিগের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া সনাতন সত্য ধর্ম্মের জ্যোতি প্রদান কর।

এইরূপে কমোডোর পেরি হাকোডাডিতে কিয়দ্দিন থাকিয়া দেশীয় লোক দিগের রীতি নীতি আচার ব্যবহার সমুদায় অবগত হইলেন, পরে চিন দেশের সাঙ্গাই ও অন্যান্য [illegible] কয়েক খান জাহাজ পাঠাইয়া অবশিষ্ট জাহাজ

সকল সঙ্গে লওত পুনরায় সাইমোডাতে আইলেন। সেখানে কমিসনারদিগের সহিত তাঁহার সাক্ষাত হয়, এবং সন্ধিপত্র ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রস্তাব লইয়া অনেক কথোপকথন হয়, হাকোডাডি এবং সাইমোডাতে আমেরিকান দিগের কতদূর পর্য্যন্ত সীমা থাকিবে, তাহাও নিরূপিত হয়। তৎপরে ১৮৫৪ খৃঅব্দের ২৮সে জুন দিবসে তিনি সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া লুকু উপদ্বীপস্থ নাফা উপদ্বীপে গমন করেন। সাইমোডা এবং হাকোডাডির বৃত্তান্ত যেরূপ বলা হইয়াছে, নাফার বৃত্তান্ত প্রায় সেইরূপ, অতএব গ্রন্থ বাহুল্যভয়ে সেসকল কথা এস্থলে লেখা হইল না, কেবল ইহা বলিয়া এবিষয়ের উপ সংহার করি, কমোডোর পেরি দিন কয়েক নাফাতে থাকিয়া, আমেরিকান দিগের জেপান সম্পর্ক বিষয়ে অনেক নুতন নিয়ম সংস্থাপন করিলেন, পরে কাপ্তেন আবট সাহেবের প্রতি সমস্ত জাহাজের কর্ত্তৃত্ব ভার দিয়া আপনি স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। দুই বৎসর দুই মাস তিনি ইউনাইটেড ষ্টেটস পরিত্যাগ করিয়া জেপানে আগমন করিয়াছিলেন, ১৮৫৫ শালের ২৩সে এপ্রিলে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, তথাকার কর্ত্তৃপক্ষ বহু সমাদরের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিল, জেপানে তাঁহার গমন সফল হইয়াছে বলিয়া দিন কয়েক রাজ্য মধ্যে মহাভোজ এবং মহাসমারোহ হইল।

কমোডোর পেরির জেপান যাত্রা পশ্চিম খণ্ডীর লোকদিগের জেপানে বাণিজ্য সম্পর্কের প্রথম সূত্রপাত, তাঁহার পর কাপ্তেন আদমস জেপান গমন করিয়া সে সূত্র দৃঢ়ী কৃত করেন, এবং তদ্দ্বারা অনেক নুতন বন্দর মুক্ত হয়। এই নিয়ম নির্দ্ধারণের পর রুষীয় ইংরাজ প্রভৃতি

ইউরোপীয় লোকেরা জেপানে বাণিজ্য সম্পর্ক আরম্ভ করে। বাণিজ্য দ্বারা দেশের যত মহদুপকার এবং সভ্যতা বৃদ্ধি হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না, জেপানের এখন সে অবস্থা নাই, পূর্ব্বাপেক্ষা সভ্যতা মহত্ত্বতা এবং ঔদার্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্বে যে জেপানের লোকেরা অন্য দেশে গেলে একেবারে দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইত, তাহারা এখন ইংলণ্ড এবং আমেরিকার প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষার্থ যাইতেছে, আর কিছুদিন পরে আরও কত হইবে।

সমাপ্ত।